NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ গণতন্ত্রের একমাত্র যোগ্য পুরোহিত নরেন্দ্র মোদি

জামশেদপুরকে হারিয়ে ১০ নম্বরে লাল-হলুদ ৭

কলকাতা ২২ ডিসেম্বর ২০২৪ ৬ পৌষ ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৯১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 22.12.2024, Vol.18, Issue No. 190 8 Pages, Price 3.00

শুক্রবার সন্ধ্যায় এবার নিউ আলিপুরে দুর্গাপুর সেতুর নীচের বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পুড়ে গিয়েছে একের পর এক ঝুপড়ি। — ছবি: অদিতি সাহা

সংসদে ধাক্কা-কাণ্ডে রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে তদন্তে সিট

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর: লোকসভায় বিজেপি সাংসদকে ধাক্কা মারার অভিযোগে বিপাকে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। রাহুল গান্ধি কি সংসদে ধাক্কাধাক্কি করেছিলেন? তাঁর ধাক্কার জেরেই কি বিজেপির দুই সাংসদ পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পেয়েছেন? লোকসভার বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে দায়ের করা বিজেপির এফআইআরের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে দিল্লি পুলিশ। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় রাহুলের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ। তদন্তভার হাতে নিয়েই এবার ঘটনার রহস্যভেদে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করল অপরাধদমন শাখা।

দিল্লি পুলিশের ডিসিপি (অপরাধ) সঞ্জয়কুমার সইন জানিয়েছেন, অপরাধদমন শাখার ইন্টারস্টেট সেল এই ঘটনার তদন্ত করবে। এসিপি রমেশ লাম্বার নেতৃত্বাধীন দলকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, এই ঘটনা সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র শুক্রবার রাত ৮টার মধ্যে হাতে পেয়ে গিয়েছে অপরাধদমন শাখা। শীঘ্রই তারা তদন্ত শুরু করে দেবে।

ঘটনার সূত্রপাত সংসদে অমিত শাহের ভাষণকে কেন্দ্র করে রাজ্যসভায় সংবিধানের ৭৫ বছর নিয়ে বিতর্কের শাহ বলেন, 'এখন একটা ফ্যাশন হয়েছে, আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর। এত বার ভগবানের নাম নিলে সাত জন্ম পর্যন্ত স্বর্গ লাভ হত।' এরপর শাহের বিরুদ্ধে আম্বেদকর-অবমাননার অভিযোগ তুলে সরব হয় কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা। বৃহস্পতিবার লোকসভায় সেই বিক্ষোভ ঘিরে উত্তাল হয় পরিস্থিতি। সংসদের মকর দ্বারের কাছে বিজেপি সাংসদদের সঙ্গে তাঁরা বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন, যা ক্রমে হাতাহাতিতে পরিণত হয়। শাসক ও বিরোধী দলের ধাক্কাধাক্কিতে আহত হন ওড়িশার বালেশ্বরের সাংসদ প্রতাপচন্দ্র সারেঙ্গী। তিনি অভিযোগ করেন রাহুল তাঁকে ধাক্কা মারেন। আহত হন বিজেপি সাংসদ মুকেশ রাজপুত। দু'জনকেই ভর্তি করা হয় দিল্লির আরএমএল হাসপাতালে। বিজেপির অভিযোগ, রাহুলের ধাক্কাতেই দুই সাংসদ পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছেন।

এই ঘটনায় বিজেপি সাংসদ বাঁসুরি স্বরাজ, হেমঙ্গ যোশী ও অনুরাগ ঠাকুর সংসদ মার্গ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করে দিল্লি পুলিশ। জানা যায়, বিএনএস ১১৭, ১১৫, ১২৫, ১৩১, ১৫১ ও ৩(৫) ধারায় মামলা দায়ের করা হয় এবং এই মামলা তুলে দেওয়া হয় অপরাধদমন শাখার হাতে। সূত্রের খবর, এরপরই মামলার তদন্তে শুক্রবার রাতে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে অপরাধদমন শাখা। এই দলে রয়েছেন, দুজন অ্যাসিস্টেন্ট পুলিশ কমিশনার, দু'জন ইন্সপেক্টর, তিনজন সাব ইন্সপেক্টর। এই ৭ সদস্যের দল সরাসরি ডেপুটি পুলিশ কমিশনারকে তদন্ত রিপোর্ট পেশ করবেন।

জানা যাচ্ছে, ঘটনার তদন্তে সংসদের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হবে। কংগ্রেসও ওই একই থানায় পালটা একটি অভিযোগ দায়ের করেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। অভিযোগ, বিজেপি সাংসদদের ধাক্কায় বর্ষীয়ান নেতা তথা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে পড়ে গিয়েছেন। তিনি হাঁটুতে চোটও পেয়েছেন। ডিসিপি জানিয়েছেন, কংগ্রেসের অভিযোগটিও খতিয়ে দেখবে অপরাধদমন শাখা।

সংসদে সে দিন ঠিক কী কী ঘটেছিল, তা খতিয়ে দেখার জন্য সংসদে গিয়ে তদন্ত প্রয়োজন। দিল্লি পুলিশের তরফে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সেই অনুমতি চাওয়া হবে। সংসদে গিয়েই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করবেন পুলিশকর্তারা।

'দুর্নীতির গঙ্গাসাগর জ্যোতিপ্রিয়', বালুর জামিনের বিরোধিতা ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক হলেন 'দুর্নীতির গঙ্গাসাগর'। রেশন দুর্নীতি মামলায় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের জামিনের বিরোধিতায় আদালতে একের পর এক বিস্ফোরক বিশেষণে প্রয়োগ করল ইডি। কখনও তাঁকে 'রিং মাস্টার', কখনও 'দুর্নীতির গঙ্গাসাগর' বলে অভিহিত করলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবী। শনিবার ইডির বিশেষ আদালতে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের জামিন মামলার শুনানিতে তদন্তকারীদের একের পর এক আক্রমণে কার্যত তাঁর আইনজীবীর সওয়াল-জবাব ধোপেই টিকল না। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় ঘনিষ্ঠমহলে বালু বলে পরিচিত।

শনিবার বিচারভবনে জ্যোতিপ্রিয়ের জামিনের মামলার শুনানি ছিল। এর আগের শুনানিতে বালুর আইনজীবী জামিনের আবেদনে তাদের সাবমিশন করেছিল। শনিবার, দ্বিতীয় দিন ইডি সেই জামিনের বিরোধিতা করে তাদের বক্তব্য জানাল। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবী আদালতে সওয়াল করে বললেন, 'জ্যোতিপ্রিয় হলেন দুর্নীতির গঙ্গাসাগর। এই দুর্নীতিকে যদি পাখির মতো ওপর থেকে দেখা যায়, তা হলে দেখা যাবে, গঙ্গাসাগরে যেমন নদীর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা এসে মেশে, তেমন এই ক্ষেত্রে দুর্নীতির একাধিক শাখা গিয়ে মিশেছে মন্ত্রীর কাছে। তদন্ত করতে গিয়ে এ সব দেখা গিয়েছে। চাল বিক্রি থেকে গম বিক্রি, রেশন দুর্নীতি, সমস্ত টাকা এসেছে তাঁর হাতে। তাঁরই পরিচালিত তিন সংস্থা সবচেয়ে লাভবান হয়েছে। ওই তিন সংস্থায় আবার তাঁরই লোক বসে। অ্যাকাউন্টও খোলা হয়েছে তাঁরই পরিচিত লোকেদের নিয়ে।'

রেশন দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বালুর জামিনের বিরোধিতা করে আদালতে ইডির আরও মন্তব্য,এই দুর্নীতির এফআইআরে প্রথমে তাঁর নাম ছিল না। কিন্তু তদন্ত করতে গিয়ে একাধিক নথি ইডির হাতে এসেছে। তা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এফআইআরে রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর নাম না থাকলেও এই দুর্নীতি মামলার প্রধান ষড়যন্ত্রকারী তিনি। 'রিং মাস্টার' তিনি।ইডির আইনজীবী সওয়াল করে বলেন, 'ষড়যন্ত্রকারীরা প্রকাশ্যে আসেন না, নেপথ্যে থেকেই পরিচালনা করেন। এই দুর্নীতি চালনা করেছিলেন জ্যোতিপ্রিয়। যখন রেশন দুর্নীতি হয়েছে, তখন তিনি ক্ষমতাশালী ছিলেন। খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন। তাই প্রভাব বিস্তার করে অনেক কিছুই করেছিলেন জ্যোতিপ্রিয়।' পরে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কেউটে বেরিয়েছে বলে সওয়াল করেন ইডি আইনজীবী।

গত ১১ ডিসেম্বর এর আগের শুনানিতে জ্যোতিপ্রিয়কে 'কিংপিন' বলে আদালতে দাবি করেছিল ইডি। তাদের আরও দাবি ছিল, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী জামিন পেয়ে গেলে গোটা তদন্ত প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারেন। যদিও জ্যোতিপ্রিয়র আইনজীবী তাঁর প্রভাবশালী হওয়ার তত্ত্ব খারিজ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিচারক প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'উনি তো এখন আর মন্ত্রী পদে নেই। তা হলে কী করে এত প্রভাব খাটাবেন?' ইডি যদিও জ্যোতিপ্রিয়র আইনজীবীর দাবি উড়িয়ে দিয়েছিল। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবী সওয়াল করে বলেন, 'কেউ কিং হন, কেউ কিংমেকার। এমনও মামলা রয়েছে, দীর্ঘ দিন ধরে যেখানে অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে না। কিংমেকাররা আসলে এতটাই ক্ষমতাশালী। জ্যোতিপ্রিয় জামিন পেলে পুরো মামলাটিকে প্রভাবিত করতে পারেন।' শনিবার ইডি দাবি করল, তিনি দুর্নীতি-কাণ্ডের 'রিং মাস্টার'।

গত বছর ২৭ অক্টোবর রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে জ্যোতিপ্রিয়কে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। গ্রেপ্তারির পরে প্রথমে অসুস্থ হয়ে পড়েন তৎকালীন মন্ত্রী। হাসপাতালে কিছু দিন থাকতে হয় তাঁকে। সেখান থেকে সুস্থ হয়ে জেলে যান তিনি। সেই থেকে জেলে রয়েছেন। তাঁর পরে গ্রেপ্তার হয়েও একাধিক ব্যক্তি আপাতত জামিনে মুক্ত। তিনিও জামিনের আবেদন করেছেন। সেই জামিনের বিরোধিতা করছে ইডি।

ড্রোন হামলা

ড্রোন হামলার আগের ও পরের দৃশ্য।

■ রাশিয়ার কাজানে তিনটি বহুতলে পর পর ড্রোন হামলা হল। যদিও এই হামলায় হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। কিন্তু স্থানীয়দের দাবি, অনেকটা ৯/১১-র ধাঁচেই ওই বহুতলগুলিতে হামলা চালানো হয়েছে। ঘটনাচক্রে, সম্প্রতি রাশিয়ার এই শহরেই অনুষ্ঠিত হয়েছে 'ব্রিকস' সম্মেলন। যে সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

জ্বলল দ্বীপ

■ দক্ষিণ ২৪ পরগনার পর্যটনস্থলে অগ্নিকাণ্ড। শনিবার বিকেলে নামখানার মৌসুনি দ্বীপে একটি হোমস্টেতে আগুন লাগে। হাওয়ার জন্য কিছু ক্ষণের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে অন্যত্র। এক এক করে পর্যটকদের থাকার জায়গাগুলি গ্রাস করে আগুন। হতাহতের খবর নেই।

আত্মসমর্পণ

■ মাথার দাম ছিল আট লক্ষ টাকা! এবার মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলিতে নিরাপত্তাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন দুই মাওবাদী নেতা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আত্মসমর্পণ করা ওই দুই নেতার নাম রামাসু পয়াম ওরফে নরসিংহ এবং রমেশ কুঞ্জম ওরফে গোবিন্দ।

নিয়ম বদল

■ ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থায় বড় বদল! এবার থেকে আর ভোট সংক্রান্ত সব নথি জনসমক্ষে আনবে না নির্বাচন কমিশন। নিয়ম বদলের বিজ্ঞপ্তি জারি করল কেন্দ্র।

জীবন ও স্বাস্থ্যবিমায় কর কমানোর সিদ্ধান্ত স্থগিত

জয়সলমীর, ২১ ডিসেম্বর: রাজস্থানের জয়সলমীরে শনিবার জিএসটি কাউন্সিলের ৫৫তম বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে। এই বৈঠকে জীবনবিমা এবং স্বাস্থ্যবিমার ওপর জিএসটির বোঝা কমানো নিয়ে আশাভঙ্গ হল গ্রাহকদের। এবারেও প্রত্যাশা পূরণ হল না।

শনিবার জিএসটি কাউন্সিল জীবনবিমা ও স্বাস্থ্যবিমার প্রিমিয়ামের ওপর কর কমানোর সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছে। জিএসটি বৈঠকের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকরা এই তথ্য জানিয়েছেন। তবে বিমার প্রিমিয়ামে কর কমানো না হলেও পুরনো বৈদ্যুতিন গাড়ি এবং ব্যবহৃত ছোট আকারের পেট্রোল ও ডিজেল গাড়ি বিক্রির ওপর কর আগের থেকে আরও বাড়াল কেন্দ্র।

কেন্দ্রের জিএসটি কাউন্সিলের ফিটমেন্ট কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর আগে সরকার পুরনো গাড়ির ওপরে ১২ শতাংশ হারে জিএসটি নিত।

এদিনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এবার থেকে ১৮ শতাংশ হারে কর আদায় করা হবে। রাজস্থানের জয়সলমীরে ২০ এবং ২১ ডিসেম্বরে এই জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক আয়োজিত হয়েছিল। আর এই প্রস্তাব কার্যকর হলে পুরনো ব্যবহৃত বৈদ্যুতিন গাড়ি কেনার দিকে ঝোঁক কমে যাবে গ্রাহকদের। নতুন বৈদ্যুতিন গাড়ি কিনলে তাঁর দামের ওপর ৫ শতাংশ জিএসটি ছাড় দেওয়া হয় সবুজ পরিবেশবান্ধব যানবাহনের নিরিখে। আর ব্যবহৃত পুরনো ইভি কিনলে এখন যেখানে ১২ শতাংশ কর আরোপ হয়, তা এবারে বেড়ে দাঁড়াতে পারে ১৮ শতাংশে। ফলে রিসেল বাজারে চাহিদা কমতে পারে এই ধরনের গাড়ির।

এই জিএসটি কেবলমাত্র গাড়ি বিক্রয়কারীর মার্জিনের ওপরেই প্রযুক্ত হয়। বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী, ১২০০ সিসির বেশি ইঞ্জিনের এবং ৪ হাজার মিমির বেশি দৈর্ঘ্য সম্পন্ন পেট্রোলচালিত গাড়িতে ১৮ শতাংশ জিএসটি কার্যকর হয়। একই ভাবে ডিজেল গাড়ির ক্ষেত্রে ১৫০০ সিসির বেশি ইঞ্জিন এবং ৪ হাজার মিমির বড় গাড়িতে ১৮ শতাংশ জিএসটি প্রযুক্ত হয়। আর বৈদ্যুতিন গাড়ির ক্ষেত্রে ১২ শতাংশ জিএসটি কার্যকর হয়। ফিটমেন্ট কমিটি এবার পুরনো বৈদ্যুতিন গাড়ির ওপরে ১৮ শতাংশ হারে জিএসটি ধার্য করেছে।

জীবনবিমা এবং স্বাস্থ্যবিমায় করের বোঝা এখনও কমেনি। গ্রাহকরা এই বৈঠকেই জীবনবিমা এবং স্বাস্থ্যবিমার প্রিমিয়ামের ওপর থেকে জিএসটির বোঝা কমার আশা করলেও, তা ভঙ্গ হয়েছে। এই কর কমানোর সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছে জিএসটি কাউন্সিল।

মন্দারমণি হোটেলে তৃণমূল নেতার দেহ উদ্ধারে রহস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, মন্দারমণি: আমডাঙার আধহাঁটা পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের স্বামীর মৃত্যু আত্মহত্যা নয়, খুন বলে দাবি করল পরিবার। মন্দারমণি বেড়াতে গিয়ে রহস্যজনক ভাবে শনিবার সকালে হোটেলের ঘর থেকে তৃণমূল নেত্রীর স্বামীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরিবারের দাবি, ব্যবসার বকেয়া টাকা আনতে গিয়ে মৃত্যু সন্দেহজনক। তাঁর বান্ধবীর সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েনের কারণেই তৃণমূল নেতা আত্মঘাতী হয়েছেন বলে অনুমান পুলিশের। আটক করা হয়েছে তৃণমূল নেতার বান্ধবীকে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম আবুল নাসার। উত্তর ২৪ পরগনার আমডাঙার বাসিন্দা বছর চৌত্রিশের নাসার পূর্ব মেদিনীপুরের মন্দারমণি বেড়াতে এসেছিলেন। সকালে হোটেলের ঘরে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেন হোটেলের লোকজন। ফোন করে খবর দেওয়া হয় পুলিশে। তারপর পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে। যে মহিলার সঙ্গে আবুল বেড়াতে এসেছিলেন, তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। তাঁর স্ত্রী সুমাইয়া পারভিন আধহাঁটা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। দুই ছেলে, মেয়ে এবং বাবা মাকে নিয়ে তাঁর সংসার। উপপ্রধান স্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে এলাকায় কাজ করার পাশাপাশি, আবুল জেসিবি মেশিন ভাড়া দেওয়ার ব্যবসা করতেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এলাকার এক বন্ধুকে নিয়ে সমুদ্র সৈকত মন্দারমণিতে ব্যবসার ১০ লাখ টাকা আনতে গিয়েছিলেন আবুল। এরপরই শনিবার সকালে তাঁর মৃত্যুর খবর আসে আমডাঙার বাড়িতে। হোটেল সূত্রে খবর, দুই মহিলা এবং এক যুবককে সঙ্গে নিয়ে শুক্রবার মন্দারমণির ওই হোটেলে ওঠেন আবুল নাসার। এক মহিলাকে ওই সন্ধ্যায় হোটেল থেকে চলে যেতে দেখেন সকলে। তৃণমূল নেতা-সহ তিনজন সেই সময় হোটেলেই ছিলেন। এরপর শনিবার সকালে দীর্ঘক্ষণ কেটে গেলেও, ওই ঘর থেকে কারও সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। পরে হোটেল কর্মীরা ঘরের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকে।

সিবিআই হেপাজতে অনশনে কালীঘাটের কাকুর জেল হাজত

কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের সিবিআইয়ের আর্জি মঞ্জুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিবিআই হেপাজতে অনশনে 'কালীঘাটের কাকু'! খেতে চাইছেন না ওষুধও। নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হেপাজতে ওষুধ, খাবার কিছুই খাচ্ছেন না। সেই কারণে তাঁর রক্তে শর্করার সমস্যা দেখা দেয়। তৈরি হচ্ছে মেডিক্যাল এর্মাজেন্সি। শনিবার আদালতে এমনই দাবি করলেন সিবিআইয়ের আইনজীবী। গত মঙ্গলবার বেশি রাতের দিকে সুজয়কৃষ্ণকে নিজেদের হেপাজতে নেয় সিবিআই। শারীরিক পরীক্ষার পর গত চারদিন নিজাম প্যালেসে রয়েছেন তিনি। হেপাজতে থাকাকালীন খাবার এবং কোনও ওষুধ খাননি সুজয়কৃষ্ণ। শনিবার তাঁর সিবিআই হেপাজতের মেয়াদ শেষ হয়েছে। আদালতে সিবিআইয়ের অভিযোগ, অকারণে মেডিক্যাল এর্মাজেন্সি তৈরির চেষ্টা করেছেন। এই অবস্থায় তাঁকে সিবিআই হেপাজতে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ। সুজয়কৃষ্ণকে শনিবার আর নতুন করে নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানায়নি সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবী তাঁকে জেল হেপাজতের পাঠানোর আবেদন জানান। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতির মামলার তদন্তে সুজয়কৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে চাইছে সিবিআই। শনিবার সেই আবেদনও জানায় তারা। তবে সে ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ম মেনে যাতে নমুনা সংগ্রহ করা হয়, সে বিষয়টিও আদালতের নজরে আনেন সুজয়কৃষ্ণের আইনজীবী। মঙ্গলবার সুজয়কে হেপাজতে নেওয়ার পর সিবিআই কী করল, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন আইনজীবী। আইনজীবীর বক্তব্য, তাঁর মক্কেল প্রভাবশালী ব্যক্তি নন। কোনও সরকারি দপ্তরের সঙ্গেও যুক্ত নন। দেড় বছর জেলে তাঁর মক্কেল। হেপাজতে থাকাকালীন সুজয়কৃষ্ণের স্ত্রীবিয়োগের কথাও তুলে ধরেন তিনি। বর্তমানে যে হেতু সিবিআই তাঁকে আর হেপাজতে চাইছে না এবং ইডির মামলাতেও তিনি জামিন পেয়েছেন, এমন অবস্থায় যে কোনও শর্তে সুজয়ের জামিনের আর্জি জানান তাঁর আইনজীবী।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৯/১২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৮৫৯৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Malay De ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sachin Kumar Dey Sachin Kumar De & S. K. De S/o. Narendra Nath Dey সাং ২২/৩৮৯, Satyapirtala, Near Babu Bala's Shop, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B. সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমি চন্দ্রীমা বন্দোপাধ্যায়, পিতা মৃত বৈদ্যনাথ বন্দোপাধ্যায়, সাং ও পোঃ-কৃষ্ণনগর, থানা কোতয়ালি, জেলা নদীয়া। বিগত ইং ২৫/০৪/১৯৮৬ এবং ২২/০১/১৯৮৭ তারিখে পাওয়ার এ্যাটনী নং ১৩৮/১৯৮৬ এবং ৩২/১৯৮৭ (এ.ডি.এস.আর সদর কৃষ্ণনগর) বলে তপশীল বর্নিত সম্পত্তি সুভাষ চন্দ্র দাস ও কল্পা দাস কে বিক্রয় করেন। এক্ষনে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে হাঁসখালি বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

-ঃ তপশীল ঃ-

থানা হাঁসখালি, জেলা নদীয়া, মৌজা ১৪ নং নতুনগ্রাম, খতিয়ান নং এল.আর ৭১২, ৮২৭, ৮২৮, ৮২৯, ৮৩০, ৮৩১, ৮৩২, ৮৩৩ এবং ৮৩৪। এল.আর দাগ নং ৩৬৮, রকম আউস, পরিমান ৫২ শতক, এল.আর দাগ নং ৩৬৬, রকম আউস, পরিমান ০৭ শতক, এল.আর দাগ নং ৩৫১, রকম আউস, পরিমান ৩৫ শতক, এল.আর দাগ নং ৭৪৬, রকম আউস, পরিমান ৫২ শতকের মধ্যে ৩২ শতক

Apurba Biswas, Advovate
Ranaghat Sub-Divisional Court

নাম-পদবী

গত ২০/১২/২০২৪ তারিখে বিচারবিভাগীয় শাসক, কলিকাতা আদালতের ৩৮৫৫ নং এফিডেফিট বলে আমি Tirtha Kumar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ajoy Pada Kumar, A. P. Kumar ও Ajaypada Kumar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

দলিল হারানোর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, শ্রীমতী শিমূল অধিকারী, যিনি নিম্নলিখিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের স্বত্বাধিকারী, **সম্পত্তির বিবরণ- ৬.৯৬ শতক বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের জমি, যা মৌজা- ধানতলা, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ১৫০১, খতিয়ান নং ৭৩৭ সম্পর্কিত, এল.আর খতিয়ান নং ৫১৫/৫ এবং ৩২৯/২, তৌজি নং ১১, থানা- ধানতলা, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস- রাণাঘাট এবং রেজিস্ট্রি অফিস- নদীয়া, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত।** উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত মূল দলিল, অর্থাৎ ২১.০৯.১৯৯৩ তারিখে রেজিস্ট্রি করা বিক্রয় দলিল নং ৭১৪৭ যা বই নং -আই তে নিবন্ধিত, হারিয়ে গেছে /ভুলবশত স্থানান্তরিত হয়েছে। দলিল হারানোর/ ভুলবশত স্থানান্তরিত হওয়ার বিষয়টি ধানতলা থানায় জেনারেল ডায়েরি নং ১২৭২/২৪, তারিখ ২৭.১১.২০২৪ হিসাবে নথিভুক্ত হয়েছে।

উক্ত সম্পত্তি বা দলিলের উপর যদি কারো কোন দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/অথবা স্বার্থ থাকে, তবে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক প্রমাণপত্র সহ লিখিত দাবি জমা দিন। উক্ত সময়সীমার মধ্যে দাবি জমা না দিলে, পরবর্তীতে কোন দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না।

শ্রী সুশান্ত মজুমদার, অ্যাডভোকেট
এম.এম অ্যাসোসিয়েটস,
করনানি ম্যানশন
রুম নং- ৫২৮, ৫ম ফ্লোর,
২৭এ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬
মোবাইল নং- ৭৯৮০৩১৯২৮২ / ৯৮৭৪৪৭১৫৫২

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২২ শে ডিসেম্বর , ৬ই পৌষ , রবি বার। সপ্তমী তিথি । জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল র ও বিংশোত্তোরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : যাকে কথা দিয়েছিলেন কথা রাখতে না পাড়ার কারণে, আজ ভুল বোঝাবুঝি হবে। প্রেমিকের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না প্রেমিকা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে, আজ মুখ বন্ধ রাখাই ভালো। আইন ব্যাবসায়ী এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা আজ গ্রাহকদের উপর, অত্যধিক বিশ্বাস রাখলে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হবেন। ফোনে উত্তর দিতে গিয়া মেজাজ হারাবেন একটু সতর্ক থাকুন, অজানা অচেনা ফোন আজ না ধরাই ভালো। লাল চন্দনের তিলক ব্যবহার করুন।

বৃষ রাশি : প্রতিবেশী স্বজন পরিজন সহ আজ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। কোনো নতুন দ্রব্য কেনাকাটায় পরিবারে আনন্দ বিরোধী। হতাশা থেকে মুক্তি পাবে ছাত্র ছাত্রীরা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি। প্রবীণ নাগরিকেরা কোনো আর্থিক সুবিধা সুখবর আজ পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে আজ বিশেষ সুখবর মিলবে। হর হর মহাদেব।

মিথুন রাশি : যাকে বন্ধু ভেবে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছিলেন তার কোনো কথায় মনে কষ্ট পাবেন না। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে এক শত্রু বন্ধুর মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সতর্ক থাকুন। শশুর বাড়িতে যা আলোচনা হলে তা আপনার গুপ্ত শত্রুর কাছে পৌঁছে গেছে। সতর্ক থাকুন। ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন ইনভেসমেন্ট করার আগে আর একবার ভাবনা চিন্তা করুন। প্রতিবেশীর সাথে আজ মানিয়ে চলাই ভালো। নিকট জনের দূর ব্যাবহারে মনো কষ্টের ইঙ্গিত।

কর্কট রাশি : আজ শুভ। তবে জন্ম কুণ্ডলীতে শনি কেতু বা চন্দ্র কেতু পিতৃ দোষ বা মাতৃ দোষে ভালো করে গঙ্গা পুজো দিই। শুভ সৌভাগ্য আসবে আজ দিন তা একপ্রকার শুভই কাটবে। ব্যাবসায়ীদের পক্ষে ভালো। বিদ্যার্থীদের পক্ষেও ভালো। হর হর মহাদেব। আজ শুভ।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। আজ নানা দিক থেকে বান্ধব প্রতিবেশীরা খোঁজ খবর নেবে। সম্মান বৃদ্ধির যোগ। উচ্ছ বিদায় যারা গবেষণা করছেন তাদের হারিয়ে যাওয়া কোনো মূলবান নথি প্রপ্তির সম্ভাবনা। আজ শ্বেত চন্দন তিলক কপালে ব্যবহার করুন।

কন্যা রাশি : যে কাজটা এতদিন বাধা পড়ছিলো আজ অনায়সে সেই কাজটা হয়ে পড়বে। লেখক, শিল্পী, কলাকুশলি আপনাদের জন্য দিনটা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারী বিশেষত কম্পিউটার বা মেকানিক্যাল বিষয় কাজ করেন তাদের জন্য নতুন কোনো চুক্তি হয়ে পড়বে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ শুভ সম্পর্ক তৈরী হবে। একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করবেন। মন্ত্র দুর্গা নাম।

তুলা রাশি : সম্পর্কে মধুরতা আন্তে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করুন। আজ দুপুরের দিকে ছোট্ট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবনে পরিবারে অশান্তি বাতাবরণ তৈরী হবে। কোনো ফোন কলে বেশিক্ষন কথা বলার কারণে অশান্তির ছায়া। যারা নতুন কর্মের চেষ্টা করছেন ছোট্ট ঘটনার ভুলে আজ হয়রানির শিকার হতে হবে। যে প্রতিবেশী দু দিন আগেও সুসম্পর্ক রেখেছিলো আজ তার ব্যাবহারে মনো কষ্ট পাবেন। জয় বাবা লোকনাথ।

বৃশ্চিক রাশি : আজ একটি সুখবর পাবেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে জিনিসটা কিনবো ভাবছিলেন আজ কেনাকাটা করতে পারেন। পুরাতন বান্ধব যিনি আপনার মনে কষ্ট দিয়েছেন আজ তার ফোন আনন্দ পাবেন। জয় শ্রীজগন্নাথ।

ধনু রাশি : নতুন ভাবে চাকরির আবেদন যারা করছেন আজ সুখবরে মন ভোরে উঠবে। প্রেমিক প্রেমিকা দুজনের সম্পর্কে মধুরতা। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে আজ সুখ বৃষ্টি হবে। জন্ম কুণ্ডলীতে বা লগ্ন ছকে যদি মঙ্গলের দশা না থেকে তবে দূর ভ্রমণের যোগ তৈরী হবে। ব্যাবসায়ী এবং সেলস পার্সনের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন। মন্ত্র ভগবান শিব।

মকর রাশি : কোন ছলনাময়ী নারী র কারনে বিবাদ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সংবাদ। নতুন চাকরি প্রার্থী ভুল বোঝা বুঝি হলেও শুভ সংবাদ থাকবে। পরিবারে মামা, কাকা, জ্যাঠা এদের দ্বারা কোনো শুভ সংবাদ পাওয়া যাবে। মন্ত্র--শং।

কুম্ভ রাশি : আজ রবি বার ।সতর্ক। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মোকাবিলা করার উপায়ে ভাবা উচিত। আজ দুই বন্ধুর মধ্যে একজন শত্রুর সামনে আসবেন। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়িতে মিস্তিরি লাগার কথা থাকলে দু দিন অপেক্ষা করুন। নয়তো ক্ষতির সম্ভাবনা। সেকেন্ডারির ছাত্র ছাত্রীরা সতর্ক থাকুন। বিদ্যায় মনোযোগ বাড়াতে হবে। মন্ত্র ঐং।

মীন রাশি : পরিবার স্বজন সহ বিবাহের কথা পাকা সম্ভবনা। পরিবারে যে পুজোটা রয়েছে তাতে অংশগ্রহণ করুন। হলুদ রঙের কাপড় পোশাক পড়ুন। জ্যোতিষ মতে বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে। পরিবারে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি হবে। বান্ধব প্রতিবেশীদের থেকে সম্মান প্রাপ্তি।

(আজ মা সারদা দেবীর আবির্ভাব তিথি মুহূর্ত। জয়রাবাটি, বেলুড় মঠে, বাগবাজার মায়ের বাড়ি বিশেষ পুজো। আজ গনিত দিবস। গণিতজ্ঞ শ্রী রামানুজ শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস)

বিজ্ঞপ্তি

এত দ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল (১) বরুন কুমার মণ্ডল, পিতা -গৌর চন্দ্র মণ্ডল সাং পিয়ালী, থানা- জীবনতলা, (২) পলাশ ব্যানার্জী, পিতা- পশুপতি ব্যানার্জী, সাং- প্রিন্স গোলাম হোসেন সাহু রোড, পোঃ ও থানা- যাদবপুর, রেকর্ড মালিক সুরবালা দাসী (ঢালী), স্বামী- পুলিন ঢালী ও কাজল বালা দাসী (বিশ্বাস), স্বামী- সুশীল চন্দ্র বিশ্বাস, উভয়ের সাং ও পোঃ- ছয়ানী, থানা- বারুইপুর, উক্ত দাত্রী দ্বয়ের পক্ষে গত ইংরাজী ১৮/০১/২০১১ তারিখে বারুইপুর এ. ডি. এস. আর, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ০০৪৮ নং আমমোক্তার নামা দলিলে ২১ শতক জমি সবিজদ্দি পিয়াদা, পিতা- এফাজদ্দিন পিয়াদা, সাং ও পোঃ- ছয়ানী, থানা- বারুইপুর নিযুক্ত করেন, মৌজা ছয়ানী, জে এল নং ১১৫, খতিয়ান নং ১৫১, ১৭৩, ৭১৯, ও ৯৫৮ ভুক্ত ১৩০২ ও ১৩০৯ নং দাগে ২১ শতক শালি জমি, এক্ষনে উক্ত জমি আমার কক্কেলদ্বয় নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছেন, উক্ত বিষয়ে দাতাগনের বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ৭ দিনের মধ্যে বি.এল. এ্যাণ্ড এল. ও, বারুইপুর অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

SANAT SARDAR
Advocate
Baruipur Civil Court
F-732/583/2116
Mobile No. 8617042052

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

ডাঃ রাধাকান্ত ভট্টাচার্য্য পিতা ৺বিভূতিভূষন ভট্টাচার্য্য সাকিম ধারাপাড়া, কোনা, হাওড়া- ৭১১১১৪ মহাশয় বিগত ইং 12/07/2022 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-0065/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(শ্রী দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য** পিতা ৺শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য্য সাকিম বৈঁচিগ্রাম পূর্বপাড়া, বৈঁচিগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 14/11/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-5724/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সেখ নূরুল আসরফ** পিতা সেখ আব্দুল অহিদ সাকিম বৈঁচিগ্রাম বেলেজোল, বৈঁচিগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫ মহাশয়কে বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা বৈঁচি, ২০ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ২৩৮৮ নং (রাধাকান্ত ভট্টাচার্য্য নামীয়) খতিয়ানে, সাবেক ১০৭৬১ তথা হাল এল.আর. ১১০৬৩ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ২১ শতক, তন্মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ১০ শতক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **সেখ নূরুল আসরফ** পিতা সেখ আব্দুল অহিদ তাহার উক্ত নিজ খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর. ও. পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করি্যাছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **শ্রী দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য**
আমমোক্তার

বিজ্ঞপ্তি

এত দ্বারা সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল বরুন মণ্ডল, পিতা- গৌর মণ্ডল, সাং- পিয়ালী, থানা- জীবন তলা, ও পলাশ ব্যানার্জী, পিতা- পশুপতি ব্যানার্জী সাং- প্রিন্স গোলাম হোসেন সাহু রোড, পোঃ ও থানা- যাদবপুর, করন রাজ ভট্টাচার্য, পিতা- সুব্রত ভট্টাচার্য্য তাহার থানা বারুইপুর মৌজা-কালাবড়ু, জে.এল নং ১১৪, খতিয়ান নং ১১৭৬, দাগ নং ১৩১০ ও ১৩৪১ নং দাগে ৬৫ শতক জমি ২০২৪ সালের ১৫৩৫ নং আমমোক্তার দ্বারা সিরাজদ্দিন আলি আহমেদ কে নিযুক্ত করেন তাহার থেকে আমার মক্কেল খরিদ করেন। এক্ষনে উক্ত জমি আমার মক্কেল নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছেন, উক্ত বিষয়ে দাতাগনের বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ৭ দিনের মধ্যে বি.এল. এ্যাণ্ড এল.আর. ও, বারুইপুর অফিসে আপত্তি জানইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কথা হইবে।

SANAT SARDAR
Advocate
Baruipur Civil Court
F-732/583/2116
Mobile No. 8617042052

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/
৯০০৭২৯৯৩৫৩/
৯৮৭৪০ ৯২২২০

আমমোক্তার নামা

নিমাই দেবনাথ পিতা -প্রয়াত রবিলাল দেবনাথ সাং -সোমড়া , পোঃ -সোমড়া থানা - বলাগড় জেলা - হুগলী পিন - 712123 । বিগত ইং -03/05/2023 তারিখে সম্পাদিত A.D.S.R সদর হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I -3896 / 2023নং আমমোক্তার নামা দলিল বলে আমাকে (শ্রী প্রবীর সরকার পিতা - প্রয়াত গৌরাঙ্গ সরকার সাং -সোমড়া পোঃ-সোমড়া থানা -বলাগড় জেলা - হুগলী পিন -712123) ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্নিত সম্পত্তি বিক্রয় করিতেছি। তপশীল-জেলা-হুগলী থানা- বলাগড় মৌজা-সোমড়া জে .এ .ল. নং - 37 সাবেক দাগ - 433 হাল দাগ -646 নং দাগে -1642 ও 1643 নং খতিয়ান হইতে 0.2847 অংশে মোট 09 শতক বাস্তু সম্পত্তি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে।

নিমাই দেবনাথ আমমোক্তার

NOTICE

This is to inform that, my client **SUSANTA MANDAL,** son of Late Shailendra Nath Mandal, residing At + P.O. : Ramrajatala, P.S. : Santragachi, Dist - Howrah, WB-711104, executed General Power of Attorney in respect of 29 Dec. property, vide Deed No IV-149 at Kharagpur A.D.S.R on 21/07/2008 in favour of **MANORANJAN METYA**, S/o - Late Hiralal Metya are resident of Inda, P.O. Inda, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721305, in respect of 29 Dec. property, R.S. Plot No. 2003, LR Plot No. : 2209, Khatian No. 441(R.S.), 5529(L.R.) J.L. No.232, Mouza- Inda, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur.

Then said attorney are sold out approx 04.76 Dec. area of the said property to **Sourav Metya** S/o- **MANORANJAN METYA**, resident of Inda, P.O. Inda, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721305, through the Deed No. I-8945/24 of Kharagpur A.D.S.R. on 26/11/2024. That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me within 15 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

NOTICE

This is to inform that, my client **SUSANTA MANDAL,** son of Late Shailendra Nath Mandal, residing At + P.O. : Ramrajatala, P.S. : Santragachi, Dist - Howrah, WB-711104, executed General Power of Attorney in respect of 29 Dec. property, vide Deed No IV-149 at Kharagpur A.D.S.R on 21/07/2008 in favour of **MANORANJAN METYA**, S/o - Late Hiralal Metya are resident of Inda, P.O. Inda, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721305, in respect of 29 Dec. property, R.S. Plot No. 2003, LR Plot No. : 2209, Khatian No. 441 (R.S.), 5529 (L.R.) J.L. No.232, Mouza- Inda, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur. Then said attorney are sold out approx 03.10 Dec. area of the said property to **Saikat Metya** S/o- **MANORANJAN METYA**, resident of Inda, P.O. Inda, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721305, through the Deed No. I-8836/24 of Kharagpur A.D.S.R. on 19/11/2024. That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me within 15 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

NOTICE

This is to inform that, my client **SUSANTA MANDAL,** son of Late Shailendra Nath Mandal, residing At + P.O. : Ramrajatala, P.S. : Santragachi, Dist - Howrah, WB-711104, executed General Power of Attorney in respect of 29 Dec. property, vide Deed No IV-149 at Kharagpur A.D.S.R on 21/07/2008 in favour of **MANORANJAN METYA**, S/o - Late Hiralal Metya are resident of Inda, P.O. Inda, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721305, in respect of 29 Dec. property, R.S. Plot No. 2003, LR Plot No. : 2209, Khatian No. 441(R.S.), 5529(L.R.) J.L. No.232, Mouza- Inda, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur.

Then said attorney are sold out approx 04.65 Dec. area of the said property to **Debjani Roy** W/o- **Ashoke Kumar Roy**, resident of Inda, P.O. Inda, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721305, through the Deed No. I-8835/24 of Kharagpur A.D.S.R. on 19/11/2024.

That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me within 15 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

NOTICE

This is to inform that, my client **Aprash Sarkar** son of Late Ajit Kumar Sarkar, residing at+P.O. : Inda, P.S. : KGP(T), Dist - Paschim Medinipur, WB-721305, executed General Power of Attorney in respect of 23.76 Dec. property, vide Deed No IV-24 at Kharagpur A.D.S.R on 02/02/2011in favour of **MANORANJAN METYA** S/o Late **Hiralal Metya**, resident at+P.O.-Inda, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721305 in respect of 23.76 Dec. property, R.S. & L.R. Plot No. 29, Khatian No. 3/1(R.S.), 170(L.R.), J.L. No.231, Mouza- Kaji Chowk, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur.

Then said attorney are sold out approx 08.40 Dec. area of the said property to **MITA ADHIKARY** W/o **Parth Adhikary**, 2). **PARTH ADHIKARY** S/o **Amrit Lal Adhikary** resident at+P.O.-Inda, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721305, through the Deed No. I-5461/13 of Kharagpur A.D.S.R. on 21/08/2013.

That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me within 15 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল মৌসুমী বাজপেয়ী, স্বামী অভিজিৎ বাজপেয়ী, সাং পাকুড়িয়া, পোঃ- চালতিয়া, থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২৪০৭, বহরমপুর A.D.S.R অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ০২/০৬/২০১৭ তারিখে বিক্রয় কবলা দলিল নং ৬৫৬৪/২০১৭ মুলে বিক্রেতা ১) নন্দিতা মন্ডল (সাহা), স্বামী সমিত মন্ডল সাং ভাকুড়ি ঘোষপাড়া, পোঃ- চালতিয়া ২) কৃষ্ণা দত্ত, স্বামী সঞ্জয় দত্ত, সাং চৌয়াপুর, পোঃ- চালতিয়া ৩) চন্দনা মুখার্জ্জী, স্বামী আশীষ মুখার্জ্জী, সাং ভাকুড়ি, পোঃ- চালতিয়া ৪) মধুমিতা দাস, স্বামী রাজু দাস, সাং চৌয়াপুর বিধাননগর, পোঃ- চালতিয়া ৫) বর্নালী ঘোষ (হাটুই), স্বামী রাজকুমার ঘোষ, ৬ নং মনীন্দ্রনগর, পোঃ-কাশিমবাজার রাজ ৬) নিপা পাল (সরকার), স্বামী অভিজিৎ পাল, সাং ২৭ নং মানকুমারী রোড, পোঃ-বহরমপুর, ৭) তনুশ্রী মন্ডল, স্বামী মনতোষ মন্ডল, সাং চৌয়াপুর, পোঃ-চালতিয়া, সর্ব থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ সকলের পক্ষে ইং ২০.০৯.২০১৬ তারিখে বহরমপুর সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-401 নং আমমোক্তারনামায় নিযুক্ত আমমোক্তারদ্বয় ১) সমিত মন্ডল, পিতা দুর্যোধন মন্ডল, সাং ভাকুড়ী ঘোষপাড়া, পোঃ- চালতিয়া ও ২) আশীষ মুখার্জ্জী পিতা প্রশান্ত মুখার্জ্জী সাং ভাকুড়ী, পোঃ-চালতিয়া, উভয়ের থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, ক্রয় করে মালিক ও দখলিকার হইতেছেন। উক্ত দলিল অনুযায়ী বহরমপুর থানার ১৬ নং তৌজি, ৮০ নং পাকুড়িয়া মৌজাস্থিত আর এস ১০৫, এল আর ১০৮৯, এল আর ১০৯০, এল আর ১০৯১, এল আর ১০৯২, এল আর ১০৯৩, এল আর ১০৯৪, এল আর ১০৯৫ খতিয়ানে ২৭৭ নং দাগে ১.২৮ শতক সম্পত্তির মালিক ও দখলিকার হইতেছে।

উপরোক্ত আমার মক্কেলের সম্পত্তির রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ১৫ দিনের মধ্যে B.L & L.R.O Berhampore অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আসরাফ আলি, এ্যাডভোকেট, বহরমপুর জজ কোর্ট, Enrl No WB/639/2013

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম।
মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম,
মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

অনলাইনে ‘বড়মা’র পুজোর নামে প্রতারণা, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘ধর্ম হোক যার যার, বড়মা সবার।’ নৈহাটির অরবিন্দ রোডের বড়মার এই মূলমন্ত্র আজ দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও পাড়ি দিয়েছে। বড়মা কাউকে ফেরান না, সেই ভরসায় ঘরে বসেই অনেকেই অনলাইনে বড়মার পুজো দিয়ে থাকেন। এবার সেই অনলাইনে বড়মার পুজোর নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকার প্রতারণার অভিযোগে ধৃত এক ব্যক্তি। ধৃত ব্যক্তি ৫১ বছরের সুরজিৎ কুণ্ডু হুগলী জেলার রিষড়ার ষষ্ঠীতলার বাসিন্দা। নৈহাটি বড়কালী পূজা সমিতি ট্রাস্টের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ শুক্রবার রাতে সুরজিৎ কুন্ডুকে রিষড়ার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ ধৃতের কাছ থেকে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের পাস বই, ল্যাপটপ ও মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে। নৈহাটি বড়কালী পূজা সমিতি ট্রাস্টের সদস্য অয়ন সাহা জানান, বৃহস্পতিবার বিদেশ থেকে এক ভক্ত সমিতির সম্পাদককে ফোন করে জানান, ‘পূজা অনলাইন’ নামক একটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বড়মার পুজো নেওয়া হচ্ছে। সেই ওয়েবসাইটে দাবি করা হয়েছিল, ভক্তরা ১০০১ টাকা থেকে ৫০০১ টাকা পর্যন্ত পুজো দিতে পারেন। পরিচয় গোপন রেখে সেই প্রতারণাচক্রের সঙ্গে তাঁরা যোগাযোগ করেন। অবশেষে পুলিশের জালে সেই প্রতারক। অয়ন সাহা আরও জানান, বড়মার পুজো অনলাইনে দেওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট হোয়াটস এপ নাম্বার আছে। তাছাড়া গুগল প্লে-স্টোরে বড়মার নামে একটা এপসও আছে। সেখানে অনলাইনে বড়মার পুজো দেওয়া যায়।

নতুন চেহারাতে আত্মপ্রকাশ হবে চাঁদমারি ব্রিজের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ দুই বছরের অধিক সময় ধরে তৈরি হচ্ছে বহু প্রতীক্ষিত ‘চাঁদমারি ব্রিজ’। আগের বাংলা বাবু ব্রিজ মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরই রেলের পক্ষ থেকে ওই পুরাতন ব্রিজের পাশেই নির্মাণ শুরু হয়েছে লোহার ব্রিজ। রেল সূত্রে জানা যাচ্ছে, ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে এই ব্রিজ নির্মাণের কাজ শেষ হবে, নব কলেবর সামনে আসবে হাওড়ার নতুন চাঁদমারি ব্রিজ। এই ব্রিজ নির্মাণের ক্ষেত্রে একাধিক সুবিধার কথা মাথায় রেখেই নির্মাণ কাজে হাত দিয়েছিল রেল।

রেল সূত্রের খবর, এই সেতুটির আগের দৈর্ঘ্য ৬০ মিটার থেকে বেড়ে হচ্ছে ১৩৪ মিটার। পুরোনো সেতুর জায়গায় তৈরি হচ্ছে চার লেনের কেবল টাইপ ব্রিজ। এতে ওই এলাকার যান চলাচলের ক্ষেত্রেও এই ব্রিজ যথেষ্ট সহায়ক হবে বলেই আশা রেলের। কাজ সম্পুর্ন হয়ে গেলে আগের খোলনলচে বদলে নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করবে হাওড়ার চাঁদমারি ব্রিজ।

রেল সূত্রে খবর, হাওড়া রেল স্টেশনের পুরাতন কমপ্লেক্সে বেশ কিছু প্ল্যাটফর্ম আরও লম্বা করার কাজ শুরু হবে। তার জন্য দূরপাল্লার একাধিক ট্রেন সেই প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন লাইন দিয়ে যাতায়াত করবে। বিশেষ করে ওই কমপ্লেক্সের ১, ৭, ১০, ১১, ১২, ১৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য বাড়ানো হবে। এছাড়াও আগামী বছরের মার্চ মাসের মধ্যে ১৫ ও ২৪ নম্বর নতুন প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ করা হচ্ছে যাত্রীদের সুবিধার জন্য। পুরোনো সিগন্যালিং সিস্টেমের পরিবর্তে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম তৈরির সুযোগ থাকছে বলেই জানা যাচ্ছে।

আগামী বছর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এই নতুন চাঁদমারি ব্রিজ যাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়া হতে পারে। ডিআরএম হাওড়া সঞ্জীব কুমার জানিয়েছেন, ‘২০১০-১১ সালে নতুন চাঁদমারি ব্রিজ তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়। গত বছর থেকে কাজ শুরু হয়েছে। এই কেবল টাইপ চার লেনের ব্রিজ বানাতে ও সম্পূর্ণ প্রকল্পের জন্য খরচ হচ্ছে ২০০ কোটি টাকা। আগামী বছর ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।’

হাওড়া স্টেশনের অনতিদূরে জরাজীর্ণ ‘চাঁদমারি ব্রিজ’ বা ‘বাঙালবাবুর ব্রিজ’ পুনর্নির্মাণ করার পরিকল্পনা করা হয় ২০১০-১১ সালে। তবে, কাজ শুরু হতে অনেকটাই বিলম্ব হয়। নয়া ব্রিজ হলে আগামী দিনে হাওড়া স্টেশনের ইয়ার্ডের কাছে রেল লাইন সম্প্রসারণ ও সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যের প্ল্যাটফর্ম তৈরি হলে ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো হতে পারে বলেও রেল সূত্রে খবর। নতুন ব্রিজের নির্মাণ কাজ শেষ হলেই পুরাতন ব্রিজটি ভেঙে দেওয়া হবে জানিয়েছেন হাওড়ার ডিআরএম সঞ্জীব কুমার। এছাড়াও হাওড়া ময়দান মেট্রো চালু হওয়ার পর ওই এলাকায় বর্ধিত যানবাহনের আধিক্য ও যাত্রী স্বচ্ছন্দের বিষয়ে এই নব নির্মিত কেবিল সেতু বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলেই মনে করছে হাওড়াবাসী।

ফের ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ হাওড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া স্টেশনের কাছে বেনারস রোডের উপরে তৈরি হচ্ছে নতুন ওভার ব্রিজ ওভার ব্রিজ নির্মীয়মাণ এই রেল ওভার ব্রিজের কাজের জন্যই আগামী ২১ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত একগুচ্ছ ট্রেনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে বেশ কিছু লোকাল ট্রেন বাতিল করার পাশাপাশি রুট বদল করা হবে কিছু ট্রেনের এর মধ্যে বেশ কিছু এক্সপ্রেস ট্রেনও রয়েছে অনেক ট্রেনই নির্দিষ্ট সময়ের থেকে দেরিতে চলবে বলেও জানিয়েছে রেল দপ্তর

যে লোকাল ট্রেনগুলি এই সময়ের মধ্যে বাতিল হবে তার মধ্যে রয়েছে হাওড়া-ব্যান্ডেল লোকাল (আপ এবং ডাউন মিলিয়ে ১৫ জোড়া), হাওড়া- শ্যাওড়াফুলি লোকাল (আপ এবং ডাউন মিলিয়ে ১১ জোড়া), হাওড়া-বেলুড় মঠ লোকাল (আপ এবং ডাউন মিলিয়ে ২ জোড়া) এবং হাওড়া- শ্রীরামপুর লোকাল (আপ এবং ডাউন মিলিয়ে ২ জোড়া) এর পাশাপাশি হাওড়া-বর্ধমান মেমু স্পেশ্যাল ট্রেনটি ২৩ থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত মেন লাইনের বদলে হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইন দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে

ছাড়াও ডাউন দেরহাদুন-হাওড়া কুম্ভ এক্সপ্রেস, ডাউন দেরাহদুন- হাওড়া উপাসনা এক্সপ্রেস, ডাউন মুজ্জাফফরপুর- হাওড়া জনসাধারণ এক্সপ্রেস এবং ডাউন দ্বারভাঙা- হাওড়া সাপ্তাহিত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি ২৩ থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত গড়ে এক ঘণ্টা পর্যন্ত দেরিতে চলতে পারে

‘কলকাতা অ্যাসোসিয়েশন মিট-২৪’র আয়োজনে জিএনআইওটি গ্রুপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: অ্যাকাডেমিক এবং শিল্প সহযোগীদের সাথে সহযোগিতা, আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করা এবং কৌশলগত তালিকা তৈরি করার লক্ষ্যে জিএনআইওটি গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশন ‘কলকাতা অ্যাসোসিয়েট মিট ২০২৪’-এর আয়োজন করে। এই যুগান্তকারী ইভেন্টটির লক্ষ্য ছিল একাডেমিক এবং শিল্প সহযোগীদের সাথে গভীর সহযোগিতা, আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করা এবং একটি কৌশলগত তালিকা তৈরি করা। শিক্ষা এবং পেশাগত উন্নয়নের ভবিষ্যতের জন্য কোর্স। শ্রেষ্ঠত্ব, উদ্ভাবন এবং অন্তর্ভুক্তির প্রতি অঙ্গীকারের সাথে জিএনআইওটি তৈরি করছে যাঁরা ভবিষ্যতে জাতিকে উন্নতির শীর্ষে এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখাবে। এই ইভেন্টে স্কুলের অধ্যক্ষ, ক্যারিয়ার পরামর্শদাতা, শিল্প বিশেষজ্ঞ এবং প্রাক্তন ছাত্র সহ স্টেকহোল্ডারদের একটি বিশিষ্ট সমাবেশকে একত্রিত করে।

এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়, কলকাতা অ্যাসোসিয়েট মিট-২০২৪ এক অর্থপূর্ণ তথ্যের এবং চিন্তাভাবনার আদানপ্রদানের সঙ্গে ধারণা বিনিময়ের এক প্রাণবন্ত প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করেছে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের পরিচালক ডঃ ভূপেন্দ্র সোম ইনস্টিটিউটের অর্জন ও নতুন উদ্যোগ তুলে ধরেন। তিনি জানান, ‘জিএনআইওটি আন্তর্জাতিক মানের কর্মসূচির আয়োজন করে যাতে শিক্ষার্থীদেরকে বিশ্বস্তরে প্রতিযোগিতামূলক করে তোলা যায়। এর আওতায় শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পের সাথে বিনিময় কর্মসূচির অভিজ্ঞতাও দেওয়া হয়। এটি তাদের বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যবসায়িক জগতের চাহিদা বুঝতে সাহায্য করে।’

বড়দিনের আগেই বাংলার বাড়ি প্রকল্পের জন্য সুখবর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে বড়দিনের আগেই বাড়ি তৈরির প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার কাজ শেষ হবে। প্রথম চার দিনেই সাত লক্ষ উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো হয়ে গিয়েছে। পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানিয়েছেন বাকি পাঁচ লক্ষকে বড়দিনের আগেই টাকা দেওয়ার লক্ষ্যে তাঁর দফতর কাজ করছে। প্রসঙ্গত, গত ১৭ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার বাড়ি প্রকল্পের টাকা দেওয়ার সূচনা করেছিলেন।

যোগ্য প্রাপকদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর যাবতীয় সমস্যা এড়াতে একাধিক পদক্ষেপ করেছে রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তর। নির্দিষ্ট পোর্টালের মাধ্যমেই এই প্রকল্পের যাবতীয় কাজ করা হচ্ছে। অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যের তরফে প্রত্যেক উপভোক্তার মোবাইলে একটি করে এসএমএস পাঠানো হচ্ছে। কোনও উপভোক্তাকে হয়রানির শিকার হতে হয়নি বলে পঞ্চায়েত মন্ত্রী জানিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার আবাস যোজনা থেকে বঞ্চিত ১২ লক্ষ মানুষকে রাজ্যের কোষাগার থেকে বাড়ি তৈরির টাকা দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয় দুদফায় আরো ১৬ লক্ষ মানুষকে এই টাকা দেওয়া হবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন। ২০২৫ সালের মে-জুন মাসের মধ্যে ৮ লক্ষ এবং ডিসেম্বর নাগাদ আরও আট লক্ষ মানুষকে এই টাকা দেওয়া হবে।আবাস যোজনা নিয়ে গত কয়েক বছর ধরেই মোদি সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সঙ্ঘাত চলছে। বঙ্গ বিজেপির তরফ থেকে কেন্দ্রের কাছে অভিযোগ করা হয়, আবাস যোজনার টাকা নিয়ে দুর্নীতি চলছে। প্রকৃতরা বাড়ি পাচ্ছেন না। ওই অভিযোগ পেয়েই রাজ্য সরকারের বকেয়া টাকা আটকে দেওয়ার পাশাপাশি নানা শর্ত দিতে শুরু করে কেন্দ্র। এমনকি দফায়-দফায় নিজেদের ‘মোসাহেব’ আমলা আর ‘পোষ্যভৃত্য’ হিসাবে পরিচিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্তাদের তদন্তের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিল। কেন্দ্রের এ্বমন আচরণে চটে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, ‘রাজ্য সরকারই গরিব মানুষদের উপরে পাকা ছাদ গড়ে দেবে।’ সেই মতো সমীক্ষা শুরু হয়। সমীক্ষায় প্রথম পর্যায়ে ১২ লক্ষ উপভোক্তার নাম চূড়ান্ত করা হয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর ২০২৪, ৬ পৌষ, রবিবার

সিবিআই নয়, সুজয়কৃষ্ণকে জেল হেফাজতের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে চায় সিবিআই। শনিবার বিশেষ সিবিআই আদালতে সিবিআইয়ের এই আবেদন মঞ্জুরও করা হয়েছে বলে আদালত সূত্রে খ বর। একইসঙ্গে সিবিআইয়ের আবেদন মেনে কালীঘাটের কাকুকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিলেন বিচারক।

এদিকে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে কেন তাঁরা নিজেদের হেফাজতে আর রাখ তে চাইছে না, এদিন সেই যুক্তিও দেন সিবিআইয়ের আইনজীবী সন্দীপ চৌধুরী।

গত বছরের ২৩ মে সুজয়কৃষ্ণ

ভদ্রকে গ্রেপ্তার করে ইডি। দীর্ঘদিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন কালীঘাটের কাকু। তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ নিয়েও টানাপোড়েন চলছিল। শেষমেশ চলতি বছরের ৩ জানুয়ারি জোকা ইএসআই হাসপাতালে তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এবার সিবিআই তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের অনুমতি পেল।

এদিকে গত চারদিন সিবিআই হেফাজতে ছিলেন কালীঘাটের কাকু। কিন্তু, এদিন আর সুজয় ভদ্রকে নিজেদের হেফাজতে চায়নি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাঁকে জেল হেফাজতে পাঠানোর আবেদন জানায়। আইনজীবী জানান, সুজয় ভদ্র তদন্তে সাহায্য করছেন না। তিনি অনেক কিছু জানেন। কিন্তু, কিছু বলছেন না। তিনি প্রভাবশালী ব্যক্তি। জামিন পেলে তদন্ত প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে পারেন বলে সিবিআই আইনজীবী দাবি করেন।

অপরদিকে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের আইনজীবী সেলিম রহমানের বক্তব্য, নিয়ম মেনে ভয়েস স্যাম্পেল নেওয়া হোক। তাঁর মক্কেল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নন। ফলে তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের কোনও যোগাযোগ নেই। তিনি অসুস্থ। বাইপাস সার্জারি হয়েছে, স্ত্রী মারা গিয়েছেন। এসব বিচার করে জামিন দেওয়া হোক। জামিন দিয়ে প্রয়োজনে হাউস অ্যারেস্ট করা হোক। দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পর সুজয়কৃষ্ণকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

ষাঠোর্ধ্ব লক্ষ্মীর ভান্ডারের উপভোক্তারা সরাসরি বার্ধক্য ভাতা পাবেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: নতুন বছরে রাজ্যের লক্ষ্মীর ভান্ডার ও বার্ধক্য ভাতার উপভোক্তাদের জন্য সুখবর। ৬০ উর্ধ্ব লক্ষ্মীর ভান্ডারের উপভোক্তারা সরারসি বার্ধক্য ভাতা পাবেন। সেই পথ প্রশস্ত করতে বার্ধক্য ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে মাসিক আয়ের উর্ধ্বসীমা তুলে দিচ্ছে রাজ্যের সমাজকল্যাণ দপ্তর। এ সংক্রান্ত খসড়াও তৈরি হয়ে গিয়েছে। মন্ত্রিসভার অনুমোদনের জন্য ওই খসড়া পাঠানো হচ্ছে। মন্ত্রিসভা সায় দিলেই নতুন বছরে কার্যকর হবে নয়া নীতি। আর তাতে উপকৃত হবেন লক্ষ-লক্ষ লক্ষ্মীর ভান্ডারের উপভোক্তা।

রাজ্যের ৬০ উর্ধ্ব বয়স্ক নাগরিকদের জন্য চালু রয়েছে 'ওল্ড এজ পেনশন'। রাজ্যের নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের তরফ থেকেই প্রবীণ নাগরিকদের মাসিক ভাতা দেওয়া হয়। তবে ওই ভাতা পেতে শর্ত মেনে চলতে হয়। মাসিক এক হাজার টাকার নিচে আয় থাকলেই প্রবীণ নাগরিকরা বার্ধক্য ভাতা পান। নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের পাশাপাশি রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দফতর, পঞ্চায়েত দপ্তর, কৃষি দপ্তর, পুর দপ্তর, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং মৎস্য দপ্তরের মাধ্যমেও বহু নাগরিককে বার্ধক্য ভাতা দেয় রাজ্য। ২০২০ সালের মার্চে বার্ধক্য ভাতা সংক্রান্ত সমস্ত প্রকল্পকে এক ছাতার তলায় এনে নাম দেওয়া হয় 'জয় বাংলা'। তবে 'ওল্ড এজ পেনশন'-এর ক্ষেত্রে এক হাজার টাকার উর্ধ্বসীমার নিয়মটি এখনও বলবৎ রয়েছে। কিন্তু 'তফসিলি বন্ধু' (তফসিলি জাতির জন্য) ও 'জয় জোহার' (তফসিলি উপজাতির জন্য) প্রকল্পের মাধ্যমে বার্ধক্য ভাতা দেওয়ার ক্ষেত্রে উপভোক্তার আয় সংক্রান্ত কোনও শর্ত নেই। তাই তফসিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' পান, ৬০ বছর হয়ে গেলে তাঁরা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে 'তফসিলি বন্ধু' বা 'জয় জোহার' প্রকল্পের আওতায় বার্ধক্য ভাতা পেতে শুরু করেন।তাই সাধারণ শ্রেণির অন্তর্গত প্রবীণদের বার্ধক্য ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে আর্থিক আয়ের উর্ধ্বসীমা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সমাজকল্যাণ দপ্তর। মন্ত্রিসভা ছাড় দিলে লক্ষ্মীর ভান্ডারের উপভোক্তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বার্ধক্যভাতা পাবেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, বার্ধক্যভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে আয়ের উর্ধ্বসীমা তুলে দিয়ে বিধানসভা ভোটের আগে ফের মাস্টারস্ট্রোক দিতে চলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। মহিলাদের ভোট ব্যাঙ্ক আরও শক্তপোক্ত করতে চলেছে।

কাউন্সিলরের প্রশ্নে বিড়ম্বনায় পরিবেশ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুরসভার মাসিক অধিবেশনে ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে শহরের বায়ু দূষণ নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই অস্বস্তিতে পরিবেশ বিভাগের মেয়র পারিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দার। যে প্রশ্নটি বিশ্বরূপ দে আদতে তোলেন এই অধিবেশনে তার উত্তর না দিয়ে কলকাতায় কত জলভূমি বোঝানো রুখেছেন, কী কী বৈঠক করেছেন এই ধরনের একাধিক বিষয়ে সাফাই দিতে থাকেন।

এরপরই এই প্রশ্নোত্তর পর্ব চলাকালীন বিশ্বরূপ দে একেবারে নিজের টেবিলে উঠে পড়েন। স্পষ্ট জানিয়ে দেন, যে বিষয়টি নিয়ে উত্তর চাওয়া হয়েছে, সেটা শুধু জানতে চাইছি। একইসঙ্গে এ প্রশ্নও করেন, বিশ্বের বায়ু দূষণের ইনডেক্সে কলকাতা স্থান পেয়েছে। পাশাপাশি সংযোজন, কলকাতা পৌরসভা বায়ু দূষণ রুখতে ব্যর্থ হচ্ছে কি না তা নিয়েও। খোদ দলের কাউন্সিলরের এমন বক্তব্যে রীতিমতো বিড়ম্বনায় পরিবেশ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়র পরিষদ। থামিয়ে দেন নিজের বক্তব্য।

এদিকে স্বপন সমাদ্দার যে অস্বস্তিতে পড়েছেন তা টের পেয়েই উঠে পড়েন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। উঠে গিয়ে নিজের বক্তব্য রাখতে শুরু করেন। দেন একের পর এক সাফাই। যদিও সেসব খুব একটা কানে তুলতে দেখা যায়নি বিশ্বরূপ দে-কে। পাল্টা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন। কলকাতাকে কি দূষণের ইনডেক্সের বাইরে আনা যাবে না তাও জানতে চান বিশ্বরূপ। সঙ্গে প্রশ্ন, কেন কলকাতার অবস্থায় এই ধরনের হবে তা নিয়েও। কিন্তু, ফিরহাদ ততক্ষণে বক্তব্যের মোড় অন্যদিকে ঘোরাতে শুরু করেছেন।

যদিও বিতর্কের আবহে নিজের বক্তব্যেই অনড় বিশ্বরূপ। তাঁর স্পষ্ট কথা, আমি মানুষের দ্বারা নির্বাচিত। তাই মানুষ যা মনে করে আমি সেই কথাই তুলে ধরি।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, যে পুরসভা শহরের বায়ু দূষণ নিয়ে প্রতি ক্ষেত্রে নিজেদের ক্লিনচিট দিয়ে থাকে, এই ক্ষমতাশীল দলেরই একজন কাউন্সিলরের প্রশ্নে শাসকদলের ট্রেজারি বেঞ্চ যে অস্বস্তিতে পড়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কেউ কেউ মুখে হাত দিয়ে হাসতেও থাকেন বিশ্বরূপ দে'র প্রশ্নে। তাঁর দলেরই কেউ কেউ বলছেন, একদম ঠিক প্রশ্ন ঠিক জায়গায় করেছেন বিশ্বরূপ। তাতেই অস্বস্তিতে পড়েছে পুরসভা। কারণ যে ধরনের আশ্বাস মুখে দেওয়া হয় তার কোনও বাস্তব প্রতিফলন দেখ তে পাওয়া যায় না। যদিও খোঁচা দিতে ছাড়েনি বিরোধীরা। তাঁদের দাবি, দলেরই কাউন্সিলরের একের পর এক প্রশ্নবাণে পরিবেশ বিভাগের আসল কঙ্কালসার চেহারাটাই প্রকাশ্যে এসে গিয়েছে।

যুবকের মৃত্যুর কারণ মিলল বান্ধবীকে করা ফোনের সূত্রে

নিজস্ব প্রতিবেদন: সল্টলেকের সেক্টর ৫-এ বৃহস্পতিবার সন্ধেয় যে যুবকের দেহ উদ্ধার হয় তাতে তদন্ত আধিকারিকদের নজরে আসে তাঁরই এক বান্ধবীর নাম।

বৃহস্পতিবার বছর আঠাশের যুবক পরিবেশ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু ঘিরে প্রথম থেকেই তৈরি হচ্ছিল ধোঁয়াশা। আর এই ধোঁয়াশা কাটাতে কললিস্ট খতিয়ে দেখে এক বান্ধবীর নম্বর পান তদন্তকারী আধিকারিকেরা। এরপরই মৃত্যুর কারণ সম্পার্কে প্রাথমিক এক ধারনা তৈরি হয় তদন্তকারী আধিকারিকদের। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত্যুর কারণ এখনও স্পষ্ট না হলেও ওই যুবক ঋণগ্রস্থ ছিলেন বলে জানতে পেরেছেন তাঁরা।কারণ, শুক্রবার তাঁর বান্ধবীর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেছিলেন ওই যুবক। সেই কথোপকথন থেকেই উঠে এসেছে সূত্র। জানা গিয়েছে ওই যুবক ৫ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন, যেটা শোধ করতে পারছিলেন না। বান্ধবীকে জানিয়েছিলেন সে কথা। ধারের টাকা শোধ না করতে পারায় মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন ওই যুবক। সেই কারণেই ১৬ তলা থেকে ঝাঁপ বলে মনে করা হচ্ছে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বিধান নগর হাসপাতাল থেকে পাঠানো হয় আর জি কর হাসপাতালে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরেই বোঝা যাবে মৃত্যুর সঠিক কারণ। এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত বিধাননগর ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলার রুজু করে তদন্ত করছে পুলিশ।

স্বর্ণ ব্যবসায়ীর সোনার অলঙ্কারের ব্যাগ ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বর্ণ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সোনার অলংকার ভর্তি ব্যাগ ছিনতাই করে চম্পট দিল দুই দুষ্কৃতী। টিটাগড় থানার ব্যারাকপুর পুরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের শঙ্খ বনিক কলোনী এলাকায় শুক্রবার রাতের ঘটনা। অভিযোগ, ওইদিন রাতে স্বর্ণ ব্যবসায়ী তাঁর শঙ্খবনিক কলোনীর দোকান থেকে সাইকেল চালিয়ে ঘুষি পাড়ায় বাড়িতে ফিরছিলেন। বাইকে চেপে দুই দুষ্কৃতী এসে তাঁর পথ আটকায়। এক দুষ্কৃতী ব্যাগ ধরে টানাটানি করতেই স্বর্ণ ব্যবসায়ী সাইকেল নিয়ে পড়ে যান। তখন স্বর্ণ ব্যবসায়ীর কাছে থাকা সোনা ও রূপোর অলংকার ভর্তি ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয় দুই দুষ্কৃতী। স্বর্ণ ব্যবসায়ী সুকুমার বাবুর দাবি, প্রতিদিনের মতোই রাতে দোকান বন্ধ করে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। বাইকে চেপে দুই দুষ্কৃতী এসে তাঁর পথ আটকায়। তাঁর কাছে ব্যাগে ২৬ থেকে ২৭ গ্রাম সোনার অলঙ্কার ও কিছু রুপো অলংকার ছিল। ওরা সেই ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দিয়েছে। ঘটনার তদন্তে টিটাগড় থানার পুলিশ।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড আলিপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের ঝুপড়িতে আগুন। এবারের ঘটনাস্থল নিউ আলিপুর। তপসিয়ার বস্তি ভয়াবহ আগুন লেগে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। খোলা আকাশের নিচে বাস করছেন ঘর হারানো বাসিন্দারা। তারই ঘটনার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই ফের কলকাতায় ভয়াবহ আগুন। আগুন নেভাতে প্রথমে পৌঁছায় দমকলের আটটি ইঞ্জিন। আগুনের ভয়াবহতা বাড়তে থাকায় আরও আটটি ইঞ্জিন পাঠানো হয় ঘটনাস্থলে।

আগুনের গ্রাসে গোটা ঝুপড়ি এলাকা। তারই জেরে কালো ধোঁয়ায় ঢাকে গোটা এলাকা। আগুনের

হলকায় কাছে যাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এমনকী দুর্গাপুর ব্রিজের দু'পাশে আগুনের হলকা অনুভূত হয় বেশ ভালভাবেই। তারই জেরে স্তব্ধ যান চলাচল। এদিকে পাশেই রয়েছে বিপি পোদ্দার হাসপাতাল। ঠিক তার পিছনের বস্তিতে আগুন লাগায় কার্যত চিন্তায় পড়েন সবাই। প্রথমেই আগুন অ্যারেস্ট করাই প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় দমকল কর্মীদের কাছে। এদিকে আগুনের তীব্রতা বাড়তে থাকায় আতঙ্ক ছড়ায় এলাকাবাসীর মধ্যে। খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছান দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। সঙ্গে ছিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম অরূপ বিশ্বাসরা। এলাকাবাসী সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রচুর দাহ্য পদার্থ মজুত ছিল। সেইখান থেকেই কোনওভাবে আগুন ধরে গিয়েছে। এ দিকে পাশেই রয়েছে আবার সেনা ছাউনি। দমকলের পাশাপাশি জওয়ানরাও আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান।

শীতের পথে জোড়া বাধা নিম্নচাপ আর পশ্চিমী ঝঞ্ঝা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণবঙ্গবাসী তথা কলকাতাবাসীর কাছে শীতের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছেন নিম্নচাপ। এদিকে নিম্নচাপের সঙ্গেই আবার হাজির পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। শীতের পথে দেওয়াল তুলেছে এই ঝঞ্ঝাও। এদিকে এই নিম্নচাপের জেরে এক রাতেই প্রায় ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছে শহরের তাপমাত্রা। আকাশের পাশাপাশি মুখভার শীতপ্রেমীদেরও। এদিকে আলিপুর আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, রবিবার আর বৃষ্টির আশঙ্কা নেই দক্ষিণবঙ্গে। এটা নিঃসন্দেহে কলকাতাবাসীর কাছে সুখবর।

অন্যদিকে আগামী ২৪ ঘণ্টায় ২-৩ ডিগ্রি সেলসিসায় পর্যন্ত কমে যেতে পারে তাপমাত্রা।যদিও শীত

থিতু হওয়ার আশা নেই। ২ দিন পর আবার ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়বে বলে জানাচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা। তাতেই বড়দিনের শীতের আমেজে যে ভাটা পড়তে চলেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

গভীর নিম্নচাপের প্রভাবে শনিবার দিনভর লাগাতার বৃষ্টি চলে জেলায় জেলায়। মেঘ ঢোকায় লাফিয়ে বেড়েছে রাতের তাপমাত্রা। কলকাতায় তো সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও উপরের দিকে উঠে গিয়েছে। কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। আলিপুরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ৪ ডিগ্রি বেশি। অন্যদিকে শ্রীনিকেতন রবিবার যেখানে তাপমাত্রা ছিল ৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এদিন তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। বাঁকুড়ায় রবিবার তাপমাত্রা ছিল ৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। এদিন তা বেড়ে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। তবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অবস্থার বদল দেখা যাবে বলে জানাচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর।

ভাটপাড়ার ওসির নেতৃত্বে প্রিয়াঙ্গুর বাড়িতে গুন্ডামির অভিযোগ অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার সন্ধেয় পুরানো একটি মামলার তদন্তে কাঁকিনাড়ার ছয় নম্বর গলিতে বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডের বাড়িতে আসে ব্যারাকপুর কমিশনারেটের গোয়েন্দা টিম এবং ভাটপাড়া থানার পুলিশ। অভিযোগ, প্রিয়াঙ্গু পান্ডেকে জোর করে পুলিশ নিয়ে যেতে গেলে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা থেকে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। যদিও প্রিয়াঙ্গুকে নিয়ে যেতে বাধা পেয়ে পুলিশ তাঁর দুই সঙ্গী চবন সিং ও আশিস সাউকে পাকড়াও করে নিয়ে যায়। প্রিয়াঙ্গুর বাড়িতে পুলিশি হানার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি সেখানে হাজির হন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর অভিযোগ, ভাটপাড়া থানার ওসির নেতৃত্বে প্রিয়াঙ্গুর বাড়িতে ঢুকে গুন্ডামি করা হয়েছে। তাঁর দাবি, প্রিয়াঙ্গুকে প্রাণে মারার চেষ্টায় মামলায় ভাটপাড়া থানার ওসির ভূমিকা ছিল। এদিন

নোটিশ ছাড়াই তদন্তকারীরা প্রিয়াঙ্গুর বাড়িতে এসেছিল। প্রাক্তন সাংসদের আরও দাবি, তৃণমূল সরকার প্রায় শেষের দিকে। তাই এই সরকার শেষ ছোবল মারার চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রিয়াঙ্গু কিংবা অর্জুন সিংকে পুলিশ দিয়ে দমানো যাবে না। প্রাক্তন সাংসদের যুক্তি, নোটিশ দিতে সশরীরে আসার প্রয়োজন নেই। প্রিয়াঙ্গুর মেলে তো নোটিশটা পাঠানো যেত। অপরদিকে বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডের অভিযোগ, ভাটপাড়া থানার ওসি তাঁকে জোর করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। আবাসনের আবাসিকরা বাধা দিলে তাঁদেরকে মারধোর করা হয়েছে। এমনকি মহিলারাও মারের হাত থেকে বাদ যাননি। এমনকি পুলিশ তাঁর দুই সঙ্গীকে গ্রেপ্তারও করেছে। তাঁর দাবি, কেসটা ডিডি ডিপার্টমেন্ট দেখছে। তাহলে ভাটপাড়া থানার ওসি এলেন কেন। তাঁর দাবি, বিজেপি করার অপরাধে তাঁকে হেনস্থা করা হচ্ছে।

বর্জিত নারকেল মালায় শিল্প গড়ে তাক লাগাচ্ছেন শ্যামনগরের তরুণ বিশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাধারণত নারকেল খেয়ে আমরা সেই নারকেলের মালা ফেলে দিয়ে থাকি। আর সেই মালা জোগাড় করে নানান ধরনের রকমারি জিনিস বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন মাঝবয়সী তরুণ বিশ্বাস। ভাটপাড়া পুরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামনগর পীড়তলা রোডে তাঁর হার্ডওয়্যারের দোকান। যখন দোকানে খদ্দের থাকে না, সেই সময়ে নারকেলের মালা দিয়ে নানান ধরনের সামগ্রী বানিয়ে রীতিমতো সাড়া ফেলে দিয়েছেন ৬২ বছরের তরুণ বিশ্বাস। নারকেলের এই খোলসকে কাজে লাগিয়ে কচ্ছপ, পিঁপড়ে থেকে শুরু করে পেঁচা, প্রজাপতি, হাতি, নৌকা, একতারা, ফুলদানি, ধূপদানি-সহ নানান রকমারি জিনিস তিনি বানিয়ে দোকানে মজুত রেখেছেন। যদিও তাঁর হাতে গড়া সামগ্রী তিনি বিক্রয় করতে নারাজ। নারকেল মারার সাইজ অনুযায়ী তাঁর জিনিস গড়ার চিন্তা-ভাবনা মাথায় আসে। দোকান সামলে এখন শিল্প গড়ার নেশায় মশগুল হয়ে পড়েছেন শ্যামনগরের এই শিল্পী। বয়সের ভারে কাবু তরুণ বিশ্বাস জানান, ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছবি আঁকতেন। যদিও তাঁর কোনও অঙ্কন শিক্ষক ছিল না। ছবি আঁকার পাশাপাশি তিনি মাটি ও কাঠ দিয়ে জিনিস বানাতেন। পরবর্তীতে নারকেল মালা দিয়ে তিনি চায়ের কাপ, প্লেট, সাবান কেস তৈরি করতেন। আর তাঁর হাতের তৈরি জিনিসপত্র তিনি এলাকায় আগত সাধু, সন্ন্যাসীদের দিতেন। তরুণ বাবুর সংযোজন, কয়েক বছর ধরে নারকেল মালা কুড়িয়ে কিংবা কারও

কাছ থেকে জোগাড় করে, তা দিয়েই পশু, পাখি ও রকমারি জিনিস বানিয়ে নিজের দোকানে মজুত করছেন। এখন তিনি নারকেল মালার অলঙ্কার তৈরি করতে চান। তাঁর এই শিল্পকলার তারিফ করে ভাটপাড়া পুরসভার এক অস্থায়ী কর্মচারী গোপাল চক্রবর্তী বলেন, গত বছর ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে কয়েকদিন কাজে এসে তরুণ বাবুকে দোকানে বসে নারকেল মালার জিনিস বানাতে দেখেছিলাম। ফের ওই ওয়ার্ডে কাজে এসে তাঁর শিল্পকলা দেখে কিছুটা অবাক হয়ে যাই। মেধা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তরুণ বাবুর শিল্প গড়া নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। গোপাল বাবুর দাবি, ফেলে দেওয়া নারকেল মালা দিয়ে শিল্প গড়ার শিল্পীকে যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া হোক।

মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে পূর্ব রেলের ৭২টি বিশেষ ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে গঙ্গাসাগরে সমাগম হয় লাখ-লাখ পুণ্যার্থীর। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা তো বটেই। ভিন রাজ্য থেকেও প্রচুর মানুষ আসেন সেখ ানে। সেই কারণে চালনো হবে বিশেষ ট্রেন পরিষেবা।

রেলসূত্রে খবর, ১২ই জানুয়ারি থেকে ১৬ই জানুয়ারি পর্যন্ত ৭২টি বিশেষ ট্রেন চালানো হবে। তবে এই ট্রেনগুলির তালিকা এখনও প্রকাশ করেনি রেল। আর কয়েকদিনের মধ্যেই কোন কোন ট্রেন চালানো হবে তা জানিয়ে দেওয়া হবে। এছাড়াও, শিয়ালদা সাউথ, প্রিন্সেপ ঘাট, কাকদ্বীপ এবং নামখানা স্টেশনগুলিতে 'মে আই হেল্প ইউ' বুথ খোলা হবে। এই বুথগুলোতে সহায়তার জন্য হেল্পলাইন নম্বর প্রদান করা হবে। জরুরি পরিস্থিতিতে সাহায্য দেওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ফোন নম্বরসহ একটি তালিকা প্রদর্শিত হবে। যার মধ্যে থাকবে পুলিশ স্টেশন, হাসপাতাল, ফায়ার ব্রিগেড-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ সব নম্বর।

সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে অতিরিক্ত টিকিট কাউন্টারের ব্যবস্থা করা হবে। কাকদ্বীপে পাঁচটি, নামখানায় পাঁচটি অতিরিক্ত টিকিট কাউন্টার চালু করা হবে। ২৪ ঘণ্টাই সেখানে কর্মী থাকবেন। এছাড়া থাকবে শিয়ালদহ, কাকদ্বীপ ও নামখানায় সুসজ্জিত মেডিক্যাল বুথ এবং অ্যাম্বুল্যান্সও থাকবে। অতিরিক্ত শৌচালয়ের ব্যবস্থা থাকবে শিয়ালদা, কাকদ্বীপ এবং নামখানা স্টেশনে। প্রতিটি স্পর্শকাতর স্থানে থাকবে সিসিটিভি। শিয়ালদায় ২৮টি এবং নামখানায় ২২টি অতিরিক্ত ক্যামেরা বসানো হবে।

সম্পাদকীয়

আমদানি নির্ভরতা হ্রাস করতে কেন্দ্রের ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’কে সফল করতেই হবে

স্বল্প খরচ হওয়ার কারণে এবং জটিল প্রযুক্তি ভাগ করে নেওয়ায় আজ বহু বছর যাবৎ দিল্লির অন্যতম অস্ত্র সরবরাহকারী হয়ে উঠেছে রাশিয়া। তবে বিবিধ কারণে সাম্প্রতিক কালে এ ক্ষেত্রে দিল্লির মস্কো-নির্ভরতা খানিক হ্রাস পেয়েছে। অন্যান্য দেশ থেকে অস্ত্র আমদানির পাশে ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’র মাধ্যমে দেশীয় প্রতিরক্ষা উৎপাদন শিল্পকে আরও কার্যকর করে তোলার প্রচেষ্টা চলছে। দিল্লির এই প্রবণতা ইউক্রেন যুদ্ধ-পূর্ববর্তী হলেও, বর্তমান যুদ্ধপরিস্থিতিতে তা আরও বেড়েছে। যুদ্ধের জেরে দেরি হচ্ছে যুদ্ধবিমানের খুচরো অংশের সরবরাহে। শুধু তা-ই নয়, দীর্ঘায়িত যুদ্ধ প্রশ্ন তুলে দিয়েছে রুশ অস্ত্রের কার্যকারিতার উপরেও। অন্য দিকে, মস্কো-বেজিং সখ্য উদ্বেগ বাড়িয়েছে দিল্লির। সম্প্রতি দুই রাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক যে ভাবে গাঢ় হয়েছে, তাতে এর পর বেজিং-এর সঙ্গে কূটনৈতিক বিবাদে দিল্লি মস্কোকে পাশে পাবে কি না, প্রশ্ন থাকছেই। পাকিস্তানকে চিনের অস্ত্র সরবরাহের বিষয়টিও তো ভারতকে আগাগোড়াই উদ্বিগ্ন রাখে। এমতাবস্থায় অস্ত্রভান্ডারের ক্ষমতা বাড়াতে আমেরিকা-সহ ফ্রান্স, জার্মানি, ইজরায়েল-মুখী হয়েছে ভারত। আমেরিকান ও ফরাসি ইঞ্জিন দিয়ে ফাইটার জেট কিংবা জার্মান এবং স্প্যানিশ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডুবোজাহাজের নির্মাণ পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তবে আমদানি-নির্ভরতা হ্রাস করতে কেন্দ্রীয় সরকারের ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ এখনও সফল নয়। তা ছাড়া, দেশের সামরিক সরঞ্জামের সিংহভাগ এখনও রুশনির্মিত হওয়ার ফলে মস্কোর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করাও অসম্ভব। শুধু তা-ই নয়, পূর্বের ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্রের মতো সম্প্রতি বর্ম-ভেদী ম্যাঙ্গো শেল বা কালাশনিকভ এ কে ২০৩ অ্যাসল্ট রাইফেল-এর মতো সামরিক সরঞ্জামের উন্নয়ন এবং নির্মাণ উদ্যোগে এখনও দিল্লির সহযোগী রাশিয়া। ফলত, নতুন ভূরাজনৈতিক পরিবেশে রাশিয়ার সঙ্গে সমীকরণ বিষয়ে নতুন করে ভাবতে হবে ভারতকে।

শব্দবাণ-১৩৯

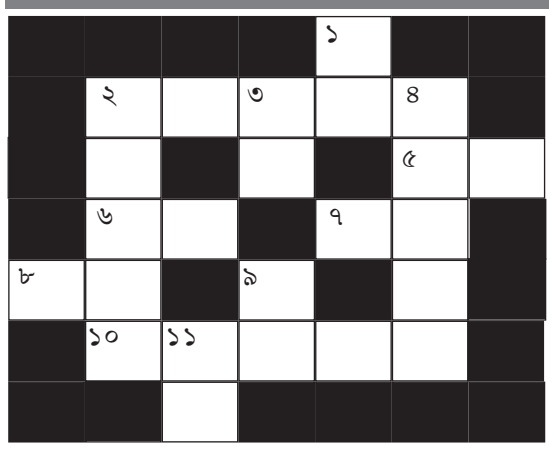

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. পোষা পায়রা, পারাবত ৫. কেনা ৬. স্থাপিলা বিধুরে— স্থাণুর ললাটে ৭. পুঁজি, সঞ্চয় ৮. উপাসনা করা ১০. ঠোঁট, ওষ্ঠ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. ইঁচড়েপাকা, ফাজিল ২. পারিবারিক কলহ ৩. কবিতা বা গানের চরণ ৪. কোর্মা ৯. ছেদহীন, নিরবচ্ছিন্ন ১১. সূর্যপুত্র।

সমাধান: শব্দবাণ-১৩৮

পাশাপাশি: ১. বাজেট ৩. সমীপ ৫. সম্ভার ৬. শসন ৭. আলাদা ৯. গোবাঘ ১১. লহর ১২. রওনা।

উপর-নীচ: ১. বাতাস ২. টগর ৩. সতীশ ৪. পত্তন ৭. আক্কেল ৮. দায়ের ৯. গোচর ১০. ঘরানা।

জন্মদিন

আজকের দিন

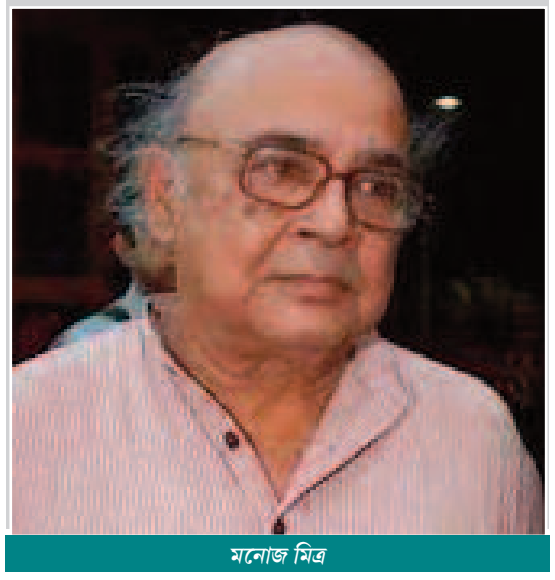

মনোজ মিত্র

১৮৮৭ *বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ শ্রীনিবাস রামানুজনের জন্মদিন।*
১৯৩৮ *বিশিষ্ট নাট্যকার ও অভিনেতা মনোজ মিত্রর জন্মদিন।*
১৯৪৭ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় দিলীপ দোশীর জন্মদিন।*

জনগণের সাংবিধানিক অধিকার কেড়েছিল কংগ্রেস ৭৫ বার সংবিধান পরিবর্তন করে

গণতন্ত্রের একমাত্র যোগ্য পুরোহিত নরেন্দ্র মোদি

প্রদীপ মারিক

দেশের কথা কি ভাববে কংগ্রেস। বর্তমান যে কংগ্রেস'রা ভারতীয় সংবিধান হাতে নিয়ে ফটোশুটে ব্যাস্ত থাকেন তারাই টানা ৬০ বছর রাজত্ব কালে ৭৫ বার সংবিধান পরিবর্তন করেছিলেন। সংবিধানের ৭৫ বছর পূর্তিতে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বললেন, ‘সংবিধানের ২৫ বছর পূর্তির সময় দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল। সংবিধানের ২৫ বছর পূর্তিতে ভারতীয় সংবিধান ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল। জরুরি অবস্থা জারি করে দেশের জনগণের সমস্ত সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। জরুরি অবস্থার কালো দাগ কংগ্রেস কখনও মুছে ফেলতে পারবে না। সংবিধান বদল করার বীজ বপন করেছিলেন জওহরলাল নেহরু। সেটাই অনুসরণ করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী।’ সংবিধান দিবস কে বলা হয় জাতীয় আইন দিবস। ভারতের সংবিধান গৃহীত হওয়ার স্মরণে প্রতি বছর ২৬ শে নভেম্বর ভারতে পালিত হয়। ২৬ শে নভেম্বর ১৯৪৯ সালে ভারতের গণপরিষদ ভারতের সংবিধানে গৃহীত হয় এবং এটি ২৬ শে জানুয়ারী ১৯৫০ সালে কার্যকর হয়। সংবিধান দিবসের জবাবি ভাষণে কংগ্রেসের আসল চেহারা দেশ বাসীর কাছে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জরুরি অবস্থায় থেকে শাহ বানো মামলা, সংবিধান সংশোধন থেকে ৩৭০ ধারা, একের পর অস্ত্র বের করে বিঁধলেন নেহরু-গান্ধী পরিবারকে। জরুরি অবস্থায় কথা টেনে এনে নরেন্দ্র মোদী বলেন, জরুরি অবস্থায় কালি কংগ্রেস কখনও মুছতে পারবে না। মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে সংবিধানের ৩৭০ ধরা বিলুপ্তির মান্যতা দেয়। ১৮৪৬ সালে একটি চুক্তির পরে ডোগরা রাজা গুলাব সিংহ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে জম্মু ও কাশ্মীর এলাকা কিনে নিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় জম্মু-কাশ্মীরের তৎকালীন মহারাজা হরি সিংহ ভারতের সঙ্গে Instrument of Accession সই করে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হন। ভারত সরকার বিদেশ বিষয়ক, প্রতিরক্ষা বিষয়ক এবং যোগাযোগ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পায়। যে সময়ে কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী পদে সেখ আবদুল্লাহকে বসিয়ে ছিলেন তৎকালীন জম্মু ও কাশ্মীরের রাজা মহারাজা হরি সিং ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। সেই সময় শেখ আবদুল্লাহ ৩৭০ ধারার প্রেক্ষিতে জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য অস্থায়ী নয়, বরং স্থায়ী সায়াত্ত্বের দাবি করেছিলেন। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি লাগু হয় ভারতের সংবিধান। সেই সময়েই ৩৭০ ধারার বিস্তৃত কাঠামো তৈরি হয়। ভারত সরকার কাশ্মীরে আইন তৈরির বিষয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, আইন লাগুর আগে জম্মু কাশ্মীরের সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। রাষ্ট্রপতি সংবিধানের যে কোনও ধারা জম্মু ও কাশ্মীরে পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম-সহ প্রয়োগ করতে পারে তবে সেটা জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে করতে হবে। এও বলা হয়েছিল যে জম্মু ও কাশ্মীরের গণ পরিষদ সম্মত না হলে ৩৭০ ধারা সংশোধন বা বাতিল করা যাবে না। ১৯৫০ সালে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ৩৭০ ধারার অধীনে প্রথম সাংবিধানিক অর্ডার প্রয়োগ করেন- Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order. এতে আরও একাধিক বিষয় অন্তভুর্ক্ত ছিল। তার সঙ্গেই এখানে যুক্ত হয়েছিল Schedule II- এখানে সংবিধানের সেই মডিফিকেশন অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল যেগুলি এই রাজ্যে প্রয়োগ করা যাবে। ১৯৫২ সালে দিল্লি চুক্তি হয়। ভারত সরকার ও জম্মু কাশ্মীর সরকারের মধ্যে ওই চুক্তি হয়েছিল। ২৪৮ ধারা (Residuary powers) সংক্রান্ত এই চুক্তি হয়েছিল। রাজ্য তালিকা (State List) এবং Concurrent Listé-এর বাইরে এগুলি পড়ে। দিল্লি চুক্তির মধ্যমে এই ক্ষমতা জম্মু কাশ্মীর সরকারের হাতে দেওয়া হয়, অন্য রাজ্যের ক্ষেত্রে যেগুলি কেন্দ্রের হাতেই থাকে। ১৯৫৪ সালে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি দিল্লি চুক্তির যাবতীয় বিষয়গুলি লাগু করার নির্দেশ দেন। এই সময়েই ৩৫এ ধারা আসে, যেটা জম্মু-কাশ্মীরের বাসিন্দাদের বিশেষ অধিকার দেয়। জম্মু-কাশ্মীরের গণপরিষদের Concurrence-এর ভিত্তিতে এটা পাশ হয়। ১৯৫৬ সালে জম্মু কাশ্মীরের সংবিধান কাজ শুরু করে। এর সঙ্গে একটি Declaration ছিল- যেখানে বলা হয় জম্মু-কাশ্মীর সর্বদা Union of India-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ থাকবে। ১৯৫৯ সালে Prem Nath Kaul vs Union of India-মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ‘Financial Decision of the Constituent Assembly’-এর একটি বিষয়ের গুরুত্বের উপর আলোকপাত করে। এখানে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতির কোনও ডিক্ল্যারেশন (Constituent Assembly-এর অনুমতির উপর নির্ভর করছে subject to approval) Big Landed Estates Abolition Act- সংক্রান্ত একটি মামলায় বিষয়টি উঠে আসে। আবেদনকারীর দাবি ছিল কাশ্মীরের মহারাজা এই আইন এনেছিলেন, সেটা তাঁর ক্ষমতায় ছিল কিনা। সুপ্রিম কোর্ট ওই আইনের পক্ষেই রায় দিয়েছিল। এই ধারা অনুযায়ী, প্রতিরক্ষা, বিদেশ বিষয়ক, আর্থিক, যোগাযোগ বিষয়ক ক্ষেত্রে ভারতীয় সংসদকে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্য সরকারের মতামত নিয়ে কোনও আইন লাগু করতে হত। কারণ, জম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দারা কেবলমাত্র জম্মু ও কাশ্মীরের আইনের আওতাতেই থাকতেন ৩৭০ ধারা অনুযায়ী। এই আইনে ভারতের বাকি রাজ্যগুলির বাসিন্দারা কাশ্মীরে জমি বা সম্পত্তি কিনতে পারতেন না। ১৯৬২ সাল- রাষ্ট্রপতি একটি নির্দেশ জারি করেছিলেন যেখানে Indirect Election-এর মাধ্যমে সংসদে জম্মু-কাশ্মীরের প্রতিনিধিত্ব করার বিষয়ে অনুমতি ছিল। Article 81-এ কিছু বিষয় Modification করা হয়েছিল। তার বিরোধিতা করে একটি মামলা হয়। Puranlal Lakhanpal vs The President odf India- শীর্ষক ওই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রাষ্ট্রপতির নির্দেশের (Presidential Order) পক্ষেই রায় দেয়। কেন্দ্রে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতেই শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্নপূরণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০১৯ সালের ৫ অগস্ট জম্মু ও কাশ্মীর থেকে সংবিধানের ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার বিজেপি ও সঙ্ঘ পরিবারের বহু পুরনো দাবি ছিল। জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অন্যতম স্লোগানই ছিল, এক দেশে এক বিধান, এক নিশান ও এক প্রধানই থাকবে। পৃথক বিধি থাকতে পারে না উপত্যকায়। ১১ ই ডিসেম্বর ২০২৩ সুপ্রিম কোর্টের সংবিধান বেঞ্চ জানিয়ে দিল, জম্মু কাশ্মীরে সংবিধানের ৩৭০ ধারার প্রয়োগ বাতিল করা ছিল বৈধ পদক্ষেপ। কারণ, ৩৭০ ধারা কোনও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল না। ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ বাতিল করে কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বিলোপের সিদ্ধান্ত অসাংবিধানিক নয় বলে সোমবার জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সংবিধান বেঞ্চের রায় দেন, ২০১৯ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকারের সুপারিশে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তা বৈধ। তবে কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা দিতে বিধানসভা নির্বাচন করার যে পরামর্শ দেয় মহামান্য আদালত তা মান্যতা দেয় মোদি সরকার। আজ মোদির জন্যই কাশ্মীরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। ২০১৯ সাল, ৫ অগাস্ট জম্মু-কাশ্মীর থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় ৩৭০ ধারা। জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা তুলে নেয় মোদি সরকার। আর সেই মতো পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরি করা হয় জম্মু এবং কাশ্মীরকে ভেঙে। মোদি সরকারের এহেন সাহসী সিদ্ধান্ত ঘিরে প্রশ্ন ওঠে। আইনগত এবং সংবিধানিক ভাবে এই সিদ্ধান্ত কতটা বৈধ, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। কেন্দ্রের যুক্তি, দেশের সংবিধান সভা জম্মু ও কাশ্মীরকে ৩৭০ ধারায় বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল। কিন্তু স্বাধীন দেশে সংবিধান প্রণয়নের পর ১৯৫৭ সালে সংবিধান সভা ভেঙে দেওয়া হয়। ১৯৫০ সালে সংবিধান প্রণয়নের সময় ৩৭০ ধারায় জম্মু-কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হলেও সেই মর্যাদা স্থায়ী ছিল না, বরং ছিল ‘অস্থায়ী সংস্থান’ ওই অনুচ্ছেদের ৩ নম্বর উপধারায় বলা হয়, রাষ্ট্রপতি ইচ্ছে করলে ওই ‘বিশেষ মর্যাদা’ তুলে নিতে পারেন। রাষ্ট্রপতির ওই ক্ষমতাকে ব্যবহার করেই ২০১৯ সালে ‘বিশেষ মর্যাদা’ প্রত্যাহার করে মোদি সরকার। কেন্দ্রের সঙ্গে সহমত দেশের শীর্ষ আদালত। ৩৭০ ধারা (Article 370 in Jammu and Kashmir) একটি ‘অস্থায়ী বিধান’। রাষ্ট্রপতির হাতে এটি বাতিল করার ক্ষমতা ছিল। সর্বোচ্চ আদালত আরও জানিয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীর সাংবিধানিক পরিষদ ভেঙে যাওয়ার পরেও ৩৭০ ধারা রদের বিজ্ঞপ্তি জারি করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির আছে। জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ অধিকার প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে ‘ঐতিহাসিক’ বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেছেন, এটি আশা, অগ্রগতি এবং ঐক্যের বার্তা দেয়। ২৫ জুন, ১৯৭৫ থেকে ২১ মার্চ, ১৯৭৭ পর্যন্ত ২১ মাসব্যাপী ভারতের জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ। এই জরুরি অবস্থার পরামর্শদাতা ছিলেন ভারতের তদনীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। ভারতীয় সংবিধানে ৩৫২ নং ধারা অনুযায়ী এই জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয়েছিল। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসে এই ঘটনা ছিল সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত। এই আদেশের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে অধ্যাদেশ জারির ক্ষমতা দেওয়া হয়, যার ফলে নির্বাচন বাতিল করা এবং নাগরিক অধিকার স্থগিত করা সম্ভব হয়। জরুরি অবস্থার অধিকাংশ সময়ে ইন্দিরা গান্ধীর বেশিরভাগ রাজনৈতিক বিরোধীকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। গান্ধী শাসনামলে ১,০০,০০০-এর বেশি রাজনৈতিক বিরোধী, সাংবাদিক এবং ভিন্নমতাবলম্বীকে আটক করা হয়। জরুরি অবস্থা জারির চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি ইন্দিরা গান্ধী প্রস্তাব করেছিলেন, যা ভারতের রাষ্ট্রপতি অনুমোদন করেন এবং জুলাই থেকে আগস্ট ১৯৭৫-এর মধ্যে মন্ত্রিসভা ও সংসদের দ্বারা অনুমোদিত হয়। এর পেছনে যুক্তি ছিল যে, ভারতীয় রাষ্ট্রের উপর অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয় ধরনের আসন্ন হুমকি ছিল। সংবিধানের ৩৫২ অনুচ্ছেদের অধীনে, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার পরামর্শে, ‘যুদ্ধ বা বহিরাগত আগ্রাসন বা সশস্ত্র বিদ্রোহ’ দ্বারা ভারত বা দেশের কোনো অংশের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হলে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। সংবিধানের ৩৫২ অনুচ্ছেদের অপব্যবহার করে কংগ্রেস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাই তো বলতে পারেন, সংবিধান বদল করার বীজ পুঁতেছিলেন জওহরলাল নেহরু। সেই কাজটাই করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। রক্তের গন্ধ পেয়ে সংবিধানের সাহায্য নিয়ে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। সংবিধানকে কাজে লাগিয়ে আদালতের ক্ষমতাও ছেঁটে ফেলেছিলেন ইন্দিরা। টানা ৬০ বছরের রাজত্বে ৭৫ বার সংবিধান বদল করেছে কংগ্রেস। মোদি আরো বললেন, কংগ্রেস দেশের গণতন্ত্রের গলা চেপে ধরে দেশটাকে জেলখানায় পরিণত করেছিল। টানা ২ বছর মানুষের অধিকার কেড়ে নিয়েছিল কংগ্রেস। সংবিধান তৈরির ২৫ বছরের মধ্যে তার টুকরো করে ফেলেছিল কংগ্রেস। সংবাদমাধ্যমের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেস সেই দাগ কখনওই মুছে ফেলতে পারবে না । দেশের এখন সবচেয়ে প্রয়োজন ঐক্য। এনডিএ সরকার ৩৭০ ধারা রদ করেছে সেই ঐক্য বজায় রাখতেই। দেশের অর্থনৈতিক ঐক্য তৈরি করতে জিএসটির একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। এছাড়াও এক দেশ এক রেশন কার্ডের বাবস্থা হচ্ছে, সব মানুষের জন্য স্বাস্থ্য বিমা করা হচ্ছে। ওয়ান নেশন, ওয়ান গ্রিডের কথা টেনে এনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এতে গোটা দেশের মানুষ নিরবিচ্ছন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা পাবে। গণতান্ত্রিক দেশে সুষ্ঠ আন্দোলন দেশের উন্নতির পক্ষে। কারণ গণতন্ত্র মানেই একটি সরকার ব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জনগণ বা রাষ্ট্রের সাধারণ জনগণের হাতে ন্যস্ত করা হয়। ভারতবাসীকে পূর্ণ গণতন্ত্রের মর্যাদা দিতে পেরেছে একমাত্র মোদি সরকার। প্রত্যেক দেশবাসী পেয়েছেন স্বাধীন মৌলিক অধিকার। নরেন্দ্র মোদি একটার পর একটা উন্নয়ণের কাজ দেশের জনগণ সাদরে গ্রহণ করছে এটা আবার প্রমাণিত। বিরোধীদের কাজই তো বিরোধিতা করা, গণতন্ত্রের মন্দিরে দাঁড়িয়ে তারা বিরোধিতা করবেন এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু সেটা হওয়ায় উচিত গঠন মূলক বিরোধিতা। দেশবাসী তৃতীয় বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করলেন নরেন্দ্র মোদিকে। দেশবাসী মনে করেন নরেন্দ্র মোদি গণতন্ত্রের যোগ্য পুরোহিত।

আলবিদা উস্তাদ

তন্ময় সিংহ

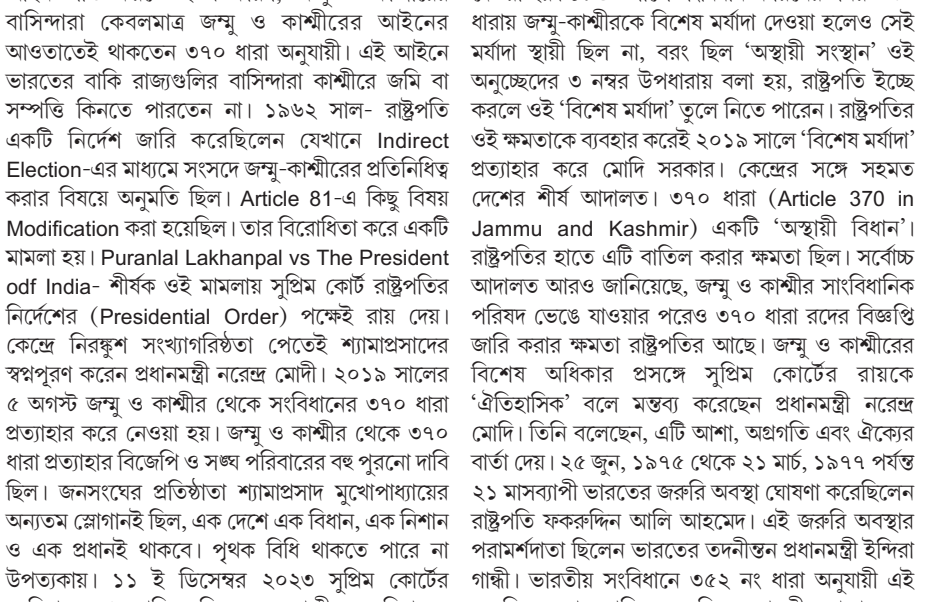

উস্তাদ জাকির হুসেইন কে নিয়ে লিখতে বসে ফ্ল্যাশব্যাকে ভেসে আসছে করোনার সময়কালের শ্মশান ঘাটে একটা ছবি। ভারতবর্ষ, স্বাধীনতার পঁচাত্তর তম বর্ষে বিভিন্ন ঘটনায় দেশের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রে কিছু কালো দাগ নিয়ে, বিশ্বের বৃহত্তম জনবসতির দেশ করোনার প্রথম ঢেউ সামলে দ্বিতীয় ঢেউয়ে করোনার করাল গ্রাসে আক্রান্ত। তখনই ২০২২ এর মে মাসে আপনাকে দেখলাম প্রিয় বন্ধু সন্তুর বাদক পন্ডিত শিবকুমার শর্মার জাতীয় পতাকায় মোড়া মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে আপনি শ্মশান বন্ধু হিসেবে উপস্থিত মুম্বাইয়ের ভিলে পার্লের পবন হংস শ্মশানে। এই ছবির সাথে ভাইরাল হল আরেকটা ছবি যেখানে আপনি কিছুটা দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছেন আপনার বন্ধুর নশ্বর দেহ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

করোনার সময় ভয়ংকরভাবে সামাজিক হিরোর খোঁজে থাকা সোশ্যাল মিডিয়ায় মুহূর্তেই আপনিই হয়ে গেলেন আমাদের ভারতের পতাকা বাহক। যে ভারত আদি ও কৃত্রিমভাবে পরধর্ম সহিষ্ণু ও ধর্মনিরপেক্ষ। চোখের সামনে ভেসে এলো আর একটা ছবি ৫০ বছর আগের আরেকটা ছবি, মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহো তে সংগীত সম্মেলন চলাকালীন আপনার চালানো রিকশায় চেপে তাল ঠুকছেন বীরজু মহারাজ,আর রিকশার পেছনে শিব কুমার শর্মা ও হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া। আসলে আপনারাই প্রতিভূ ছিলেন ওই ভারতের, যেখানে বিসমিল্লার সানাইয়ের ঘুম ভাঙ্গতো কাশী বিশ্বনাথের। আপনার তবলায় বেজে ওঠা শিবজীর ডমরু আর শঙ্খ ধ্বনির শব্দ মোহিত করতো আপামর ভারতবাসীকে। জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সসম্মানে বেরিয়ে আসতে আপনাদের সবার জন্য একটাই শব্দ উস্তাদজি।

ভারতবর্ষের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ তবলা বাদক আল্লারাখার জ্যেষ্ঠ সন্তান আপনি। আপনার একটা সাক্ষাৎকারে দেখছিলাম আপনি বলছেন জন্মের সময় আপনার পিতা আপনার কানে কোন ধর্মীয় শব্দ বা আশীর্বাদের বদলে বলেছিলেন তবলার বোল। আসলে তো আপনারা আপনাদের ক্ষেত্রে সিদ্ধ পুরুষ, তাই আল্লারাখা জানতেন আপনিও একদিন বাবার মত সারা বিশ্বকে মোহিত করবেন আপনার তবলার মাধ্যমে। ক্যালিফর্নিয়াতে পড়ার সময় আপনার সাথে পরিচয় ঘটবে এক বিদেশিনীর, মায়ের শত নিষেধ উপেক্ষা করেও আপনি সহধর্মিনী হিসেবে বেছে নেবেন অ্যান্তোনিয়া কে। তবলার সাথে কথকের ভালবাসার সাক্ষী হিসেবে রেখে যাবেন আনিসা ও ঈসাবেলাকে। দেশ কাল ,কাঁটাতার সমস্ত বেড়াকে উপেক্ষা করে চলা ভালোবাসা সঙ্গে থাকবে আমৃত্যু।

সাত বছর বয়সে একক মঞ্চানুষ্ঠানের মাধ্যমে যে শিল্পীর জীবন আপনার শুরু হয়েছিল তা চলবে আপনার মৃত্যু দিন পর্যন্ত। আপনার মৃত্যুর দুদিন পরেও কলকাতাতে পূর্ব নির্ধারিত থেকে যাবে আপনার অনুষ্ঠান। এরই মাঝে সারা বিশ্বে আপনার প্রতিভা, কর্মজীবন ও কৃতিত্বের জন্য দেশবাসী হিসেবে আপনার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসী গর্বিত বোধ করবে। ২০০৯ সালে গোল্ডেন ড্রাম প্রজেক্ট অ্যালবাম বিশ্বের সমকালীন সংগীত অ্যালবাম বিভাগে গ্র্যামি পাবেন। যদিও এই জনপ্রিয় পুরস্কারটি আপনি আরও তিনবার পাবেন আবার ২০২৪ এসে। সঙ্গীত একাডেমী থেকে শুরু করে পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ ও পদ্মবিভূষণ ভারত সরকারের তরফে পেয়েছেন আপনি , আমেরিকাও আপনাকে ভূষিত করেছে ন্যাশনাল হেরিটেজ ফেলোশিপ দিয়ে। সেই আমেরিকাতেই ২০২৪ এর ১৫ ডিসেম্বর হৃদযন্ত্রের চিকিৎসার জন্য গিয়ে চিরকালীন থেমে যাবে আপনার তবলার বোল।

আপনার প্রতিভা নিয়ে আলোচনা করার দুঃসাহস নেই। আমরা হলাম আপনার ফ্যান বয়, আপনার কোঁকড়ানো চুল আপনার তবলার বোল এগুলোর সাথে পরিচয় বাকি পাঁচজন সাধারণ ভারতীয়র মতন কিন্তু দূরদর্শনে আসা ওই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। নব্বইয়ের দশকে প্রচারিত হওয়া ব্রুক বন্ড তাজমহল চায়ের বিজ্ঞাপনটি করতে আপনি নিজের খরচায় সান ফ্রান্সিসকো থেকে আগ্রায় এসে হাজির হন। হয়তো যুগ পুরুষ হিসেবে আপনি জানতেন ঘরে ঘরে টেলিভিশন পৌঁছে যাওয়ার এই দশকে আপনার মত শাস্ত্রীয় সংগীতের একজন শিল্পীকে প্রত্যেক বাড়িতে পরিচিত মুখ করে দেবে, ওই কালজয়ী বিজ্ঞাপন। তাজমহল কে পিছনে রেখে তবলার চর্চা করতে করতে আপনার বলে ওঠা ‘ওয়া ওস্তাদ নাহি, বাহ তাজ বলিয়ে’ । যা পরবর্তী ত্রিশ বছর চলবে টিভির পর্দায়, জাকির হুসেইন এর তবলার সাথে পরিচিত করাবে ভারতের প্রজন্মের পর প্রজন্মকে। আর আপনার বিয়োগের পরেও আমাদের সম্মিলিত শ্রদ্ধায় আপনাকে স্মরণ করতে গিয়ে আপামর ভারতবাসীকে পুনরায় বলে উঠবে ‘ওয়াহ উস্তাদ’।

আলবিদা উস্তাদ,ভালো থাকবেন অমৃতলোকে ।

অপহরণের ৭ ঘণ্টার মধ্যে শিশু কন্যাকে উদ্ধার করল পুলিশ, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: অপহরণের ঘটনার ৭ ঘণ্টার মধ্যেই উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘি এলাকা থেকে নাবালিকা শিশু কন্যাকে উদ্ধার করল হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। এই ঘটনায় দুই অপহরণকারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশের সাফল্যের পর অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস উদ্ধার নাবালিকা শিশু কন্যার পরিবারের। উল্লেখ্য, বাড়ির সামনে থেকেই সাত বছরের কন্যা শিশুকে অপহরণ করার অভিযোগ উঠেছিল দুই দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। শনিবার দুপুরে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সালালপুর এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ওই গ্রামে তদন্তে পৌঁছয় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। মোটরবাইকে আসা দুই দুষ্কৃতীর পিছু ধাওয়া করেও গ্রামবাসীরা ওদের ধরতে পারেনি। সিসিটিভির ক্যামেরার ফুটেজ দেখেই পুলিশ অপহরণকারীদের চিহ্নিত করে এবং শিশুটিকে উদ্ধার করে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অপহৃত শিশু কন্যার নাম আফরোজা খাতুন (৭)। সে স্থানীয় একটি ইংরেজি মাধ্যমে প্রথম শ্রেণিতে পাঠরত । ওই ছাত্রীর বাবা রাজু শেখ , পেশায় ব্যবসায়ী। মূলত মালদা সহ আশেপাশের জেলা থেকে মানুষের মাথার কাটা চুল সংগ্রহ করার পর রাজস্থানের যোধপুরে সরবরাহ করেন রাজু শেখ। তার স্ত্রী মালা বিবি। তবে ঘটনার দিন বাড়িতে রাজু শেখ ছিলেন না।

অপহৃত ওই ছাত্রীর মা মালা বিবি জানিয়েছেন, বাড়ি থেকে সামান্য ১০ মিটার দূরেই মেয়ে একাই খেলা করছিল। সেই সময় মোটরবাইকে দুইজন ব্যক্তি এসে আমার মেয়েকে তুলে নিয়ে চলে যায়। কেন ওরা এরকম করল কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমাদের সঙ্গে কারোর ঝামেলা নেই। দুইজন দুষ্কৃতী যেভাবে আমার মেয়েকে মোটরবাইকে তুলে নিয়ে গেছে সেটি পাশের বাড়ির সিসি ক্যামেরা ফুটেজে উঠে এসেছে। পুলিশ তদন্তের জন্য সেই সিসিটিভির ফুটেজ সংগ্রহ করেছিল। স্থানীয় প্রতিবেশী রুবেলা বিবি পুলিশকে জানিয়েছেন, মেয়েটি যেখানে খেলা করছিল তার থেকে ৫০ মিটার দূরে আমি টিউবলে জল ভরছিলাম। দেখি দুই ব্যক্তি হেলমেটে মুখ ঢাকা অবস্থায় মোটর বাইকে বসে ওই মেয়েটির সামনে মোবাইলে ছবি মেলাচ্ছিল। পাঁচ থেকে সাত মিনিট ওরা দাঁড়িয়েছিল। এরপরই ওই শিশু কন্যাটিকে মোটরবাইকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। আমার চিৎকার শুনে কয়েকজন পথ চলতি মানুষ ওদের ধাওয়া করলেও ধরতে পারিনি। সিসি ক্যামেরার ফুটেছে দেখা গিয়েছে সালালপুর গ্রাম থেকে চন্ডীপুরের দিকে মোটরবাইকটি গিয়েছে। সেখান থেকে ১০ কিলোমিটার দূরেই রয়েছে বিহার সীমান্ত। ইতিমধ্যে বিভিন্ন নাকা চেকিংগুলিতে এ বিষয়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। তবে রাজু শেখ চুলের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। পুরনো শত্রুতা কিনা খতিয়ে দেখা হবে।

গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন গনগনিতে জমেছে প্লাস্টিকের স্তূপ, উদ্বেগে পরিবেশপ্রেমীরা

চিত্ত মাহাতো ● মেদিনীপুর

প্রাকৃতিক পরিবেশে ভরপুর পর্যটন কেন্দ্র যে গনগনিতে জড়িয়ে আছে মহাভারত ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, সেই গনগনিতে প্লাস্টিক দূষণ ক্রমশ বাড়তে থাকায় উদ্বিগ্ন পরিবেশবিদরা। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা এক নম্বর ব্লকের গড়বেতা পঞ্চায়েত এলাকায় শিলাবতী নদীর ধারে অবস্থিত গনগনিকে 'বাংলার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন' বলা হয়। এখানকার উঁচুনিচু ভূমিরূপ আর জঙ্গল পর্যটকদের বিশেষ আকর্ষণ করে। বনভোজনের জন্য রয়েছে কাজুবাদামের জঙ্গল। রয়েছে কাঁকরে ঢাকা গিরিখাত। স্নিগ্ধভাবে বয়ে চলা শিলাবতী নদী। রয়েছে সবুজ শ্যামল অটবির মাঝে আকাশের নীল দিগন্তে সূর্যাস্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার আলাদা অনুভূতি। এখানে রয়েছে বড় বড় গুহা। অজানা প্রাণীদের মুখ। শিলাবতীর খর প্রবাহে বিভিন্ন রকমের এই ভূমিরূপ তৈরি হয়েছে। এখানের অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে লুকিয়ে রয়েছে মহাভারতের এক টুকরো ইতিহাস। স্থানীয়দের বিশ্বাস, এখানেই একটি গুহায় বসবাস করতেন বকাসুর। ভীম তাকে বধ করেছিলেন। অন্যদিকে, এই গনগনি স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসেরও সাক্ষ্য বহন করে। এই অঞ্চলের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সাঁওতাল বিদ্রোহ ও চুয়াড় বিদ্রোহের ইতিহাস। সূর্যাস্তের আগে নদীখাত থেকে উপরে উঠতে পারলে শিলাবতীর অপরূপ অস্তরাগে যেকোনো পর্যটককে মোহিত হতে হয়। শীতকালে এখানে বহু মানুষ পিকনিক করতে আসেন। পিকনিকের পর তারা প্লাস্টিকের খাবারের প্লেট, আবর্জনা সবই নদীখাতে ফেলে দেয়। যা জায়গাটির গরিমা দিন দিন নষ্ট করছে। সম্প্রতি গনগনিতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে তৈরি হয়েছে কৃত্রিম ফুলের পার্ক, ওয়াচ টাওয়ার গড়ে উঠেছে, ইট কাঠ পাথরের জঙ্গল। এগুলি পরিবেশের ক্ষতি করছে বলে দাবি পরিবেশপ্রেমীদের। তবুও, আমেরিকার গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের ন্যানো ভার্সন বাংলার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন গনগনি ধীরে ধীরে বাঙালির হৃদয়ে যে জায়গা করে নিচ্ছে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

রাজ্যের তৃণমূল নেতার অশ্লীল ছবি তৈরি, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়ার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মধ্যক্ষর অশ্লীল ছবি তৈরি করে ভাইরাল করার অভিযোগে গ্রেপ্তার পাক সার্কাস থেকে এক যুবক। অভিযুক্তের নাম উমেশ খান। এই নিয়ে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বাদুড়িয়ার তৃণমূল নেতা ও নেত্রীর মধ্যে। যারা সরকারি পদে বসে আছেন তাদের ছবি প্রথমে এডিট করা হয় তারপর বাংলাদেশের রাজশাহী একটি ফেক প্রোফাইল থেকে নেতার অশ্লীল ছবি তৈরি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিয়ে তৃণমূলকে কালিমালিপ্ত করতে উদযোগী হয়েছিল এই হ্যাকার। এই প্রোফাইলে শুধু ওই তৃণমূল নেতার নেত্রী নাম বাদ দিয়ে মন্ত্রী, এই জেলার একাধিক বিধায়ক সভাপতিদের নাম ছিল। রীতিমতো অস্বস্তিত পড়েছিল রাজ্য তৃণমূল। এই ঘটনায় বাদুড়িয়া থানায় বাংলাদেশের ফেক প্রোফাইল অশ্লীল ছবি তৈরি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়ারঅভিযোগ হয়। তারপর সেটি বসিরহাট সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। তদন্তে নেমে জানতে পারে এই প্রোফাইলটা বাংলাদেশের রাজশাহীর রাজ্যের কোনও এক যুবকের। সাইবার ক্রাইম দ্বারা যৌথভাবে এই যুবককে পার্ক সার্কাস এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে। জেরায় সে শিকার করেছে বাংলাদেশের ফেক প্রোফাইলে এই অশ্লীল ছবি এডিট করে ভাইরাল করেছে।

সবাইকে একজোট হতে হবে, তা নাহলে পশ্চিমবঙ্গেও খারাপ দিন আসবে: মিঠুন চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: গোটা দেশেই বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযান চলছে। বাংলায় দেরীতে শুরু হলেও বড় লক্ষ্যের দৌড়ে রাজ্য বিজেপি। আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপি নেতৃত্ব বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তীকে নিয়ে এসে সদস্যতা অভিযানে বিশেষ চমক দিলেন শনিবার। আরামবাগের দৌলতপুরে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে তিনি সদস্যতা অভিযানে অংশ নেন। তারপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বাংলাদেশ নিয়ে মুখ খোলেন। তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, বাংলাদেশের ঘটনা খুবই দুঃখের বিষয়। বাংলাদেশে এই রকম হয়ে যাবে, এটা ভাবিনি। কষ্ট পেয়েছি। ভারত এই ধরনের ঘটনাকে বরদাস্ত করবে না। ভারত আন্ডার এস্টিমেট করবে না। ওই দেশে যা চলছে, তা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। এপার বাংলায় যাতে ওই রকম না হয়। সেই জন্যই বলছি সবাইকে একজোট হতে হবে। তা নাহলে পশ্চিমবঙ্গেও খারাপ দিন আসবে। এদিন মিঠুন চক্রবর্তীকে দেখার জন্য বিজেপির জেলা কার্যালয়ের সামনে কর্মী সমর্থকরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বহু সাধারণ মানুষ। কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে। আরামবাগ আসতেই বিজেপির নেত্রীরা পুষ্পবৃষ্টি সহকারে মিঠুন চক্রবর্তীকে বরণ করে। সংবর্ধনা ও শুভেচ্ছা জানায় বিজেপি আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা পুরশুড়া বিধায়ক বিমান ঘোষ। এছাড়াও ছিলেন সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন সভাপতি সুশান্ত বেরা সহ অন্যান্য নেতা-নেত্রী ও কর্মী সমর্থকরা। যদিও এদিন মিঠুন চক্রবর্তীর সদস্যতা কর্মসূচিতে দেখা গেল না খানাকুল, গোঘাট সহ আরামবাগের বিধায়কদের। জেলা সভাপতি বিমান ঘোষ জানায়, আমাদের সদস্যতা অভিযান কর্মসূচি চলছে, যার সূচনা করে গেছেন কলকাতায় দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেই সদস্যতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে মিঠুন চক্রবর্তী এসেছেন। প্রসঙ্গত, এবার নতুনদের

ছাগল বিতরণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের উদ্যোগে ও বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লক প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ছাগল বিতরণী কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল। মূলত গ্রামাঞ্চলের সাধারন মানুষদের অর্থনৈতিক দিক থেকে সাবলম্বী করার লক্ষ্যে বালুরঘাট সমষ্টি প্রাণী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এদিন ছাগল বিতরণী কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনেদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিএলডিও আদিত্য পাল, বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার সহ আরো আনেকে। এদিন গরিব কৃষকদের মধ্যে মোট ১০০ টি ছাগল বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি প্রত্যেককে ছাগলের খাবার, ওষুধ, ট্রেনিং কিট প্রদান করা হয়।

চন্দ্রকোনায় বাস দুর্ঘটনায় আহত চালক ও যাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: শনিবার সকালে আনন্দপুর থানার পাঁচখুরি বুড়াপাট এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় ৬ জন বাসযাত্রী আহত হয়েছেন। ঘন কুয়াশা এবং বৃষ্টির কারণে রাজ্য সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা পণ্য বোঝাই লরির পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে একটি যাত্রীবাহী বাস। ঘটনায় বাসের চালক সহ ছয় জন যাত্রী আহত হয়েছেন। স্থানীয়দের তৎপরতায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় বাসের চালক ও কয়েকজন যাত্রীকে কেশপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শনিবার সকালে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বেসরকারি বাসটি চন্দ্রকোনা থেকে পাঁচখুরি বুড়াপাট হয়ে মেদিনীপুরের দিকে যাচ্ছিল। ঘন কুয়াশা ও হালকা বৃষ্টির কারণে বাসটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। স্থানীয়রা জানান বাসটিতে প্রায় ৪০ জন যাত্রী ছিলেন।

সিউড়ি রবীন্দ্র সদনে শুরু হল দু'দিন ব্যাপী ময়ূরাক্ষী উৎসব। পদ্য ঘরের আয়োজনে দুই দিনব্যাপী এই উৎসবের সূচনা করেন গিল্ডের সভাপতি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ লদী নারায়ণ মণ্ডল। এই দিন পদ্য ঘরের ছাত্র-ছাত্রীদের কবিতার পাশাপাশি জগন্নাথ বসু ও উর্মিমালা বসুর কবিতা পাঠ এবং সবশেষে পার্বতী দাস বাউলের বাউল গানে সকলে মুগ্ধ হন।

ফর্ম বি
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১২ অধীনে)
রিকন ইঞ্জিনিয়ারস (ইন্ডিয়া) প্রা. লি.-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

নং	বিবরণাদি	বিস্তারিত
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	**রিকন ইঞ্জিনিয়ারস (ইন্ডিয়া) প্রা. লি.**
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২৫.১০.১৯৯৮
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U45201WB1988PTC045417
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	২২৭, কমলালয়া সেন্টার, ১৫৬এ, লেনিন সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০১৩
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির তারিখ	১৭.১২.২০২৪
৭.	কর্পোরেট ডেটরের লিকুইডেশন শুরুর তারিখ	১৭.১২.২০২৪ (নির্দেশ কপি গৃহীত হয়েছে ১৯.১২.২০২৪ তারিখে)
৮.	লিকুইডেটর হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	সঞ্জীব ঝুনঝুনওয়ালা IBBI/IPA-001/IP-P00325/2017-18/10595
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, স্যুট নং ১৩৪, কলকাতা - ৭০০০১৩ **sanjeevjhunjhunwala@gmail.com**
১০	লিকুইডেটরের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, স্যুট নং ১৩৪, কলকাতা - ৭০০০১৩, **cirp.reacon@gmail.com**
১১	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	**১৬.০১.২০২৫**

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে **রিকন ইঞ্জিনিয়ারস (ইন্ডিয়া) প্রা. লি. -এর লিকুইডেশন শুরুর তারিখ ১৭.১২.২০২৪।**
রিকন ইঞ্জিনিয়ারস (ইন্ডিয়া) প্রা. লি.-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি **১৬.০১.২০২৫** তারিখে লিকুইডেটরের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।
লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে বিনিয়োগকারীরা তাদের দাবি পেশ না করলে সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারীগণ ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পারসনস) রেগুলেশনসের অধীনে কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সময়ে দাবি পেশ করতে পারেন এবং তা সংশ্লিষ্ট ধারার ৩৮ অধীনে দাখিলকৃত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

স্বা/-
শ্রী সঞ্জীব ঝুনঝুনওয়ালা
লিকুইডেটর
মেসার্স **রিকন ইঞ্জিনিয়ারস (ইন্ডিয়া) প্রা. লি.**
IBBI/IPA-001/IP-P00325/2017-18/10595
এএফএ বৈধ ৩০.০৬.২০২৫ পর্যন্ত
৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, সিদ্ধা ওয়েস্টন, স্যুট নং ১৩৪, কলকাতা - ৭০০০১৩
যোগাযোগের ইমেল আইডি : **cirp.reacon@gmail.com**
রেজিস্টার্ড ইমেল আইডি : **sanjeevjhunjhunwala@gmail.com**

তারিখ : ২২.১২.২০২৪
স্থান : কলকাতা

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং -৮০০১২০৭৮১১

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের **রুল ৯(১) এবং রুল ৮(৬)** অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নলিখিত তারিখে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ১০.০১.২০২৫
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ডিরেক্টর এবং জামিনদাতার নাম	বিক্রয়কৃত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য ইএমডি ১০ শতাংশ ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**মেসার্স গ্রেমন্ট প্রোজেক্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রা লি (গ্রেমন্ট)** রুম নং এ-০৬, ২০তম তল, চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, ৩৩এ, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা : ৭০০০৭১। **শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য** **পিতা প্রয়াত রাম প্রসাদ ভট্টাচার্য, (ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতা গ্রেমন্ট এর)** ২৩/১৭, গড়িয়াহাট রোড,ফ্ল্যাট নং ৫ এবং ৬, ৩য়তল, কলকাতা : ৭০০০২৯। **শ্রীমতি মঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য** **স্বামী প্রয়াত রাম প্রসাদ ভট্টাচার্য (ব্যক্তিগত জামিনদাতা -গ্রেমন্ট)** ২৩/১৭, গড়িয়াহাট রোড, ফ্ল্যাট নং ৫ এবং ৬, ৩য় তল, কলকাতা : ৭০০০২৯। **শ্রীমতি ইনগ্রিড মেরি গ্ল্যাডেস ভৌমিক পিতা প্রয়াত শ্রী অচিন্ত কুমার ভৌমিক (ডিরেক্টর এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতা-গ্রেমন্ট)।** **শ্রী অভিজিৎ কুমার ভৌমিক, পিতা প্রয়াত শ্রী অজিন্ত কুমার ভৌমিক (ডিরেক্টর এবং ব্যক্তিগতজামিনদাতা-গ্রেমন্ট)।** **শ্রী অরিজিৎ কুমার ভৌমিক পিতা প্রয়াত শ্রী অচিন্ত কুমার ভৌমিক, (ডিরেক্টর এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতা-গ্রেমন্ট)।** **ঠিকানা : উক্ত ব্যক্তিগণের :** ব্রাবোর্ণ কোর্ট, ব্লক -বি, স্যুট নং ৮, ১, চাঁদনি চক স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০৭২।	**সম্পত্তি নং ১ :** একটি ফ্ল্যাট ২য়তলে, উত্তর ব্লক ই টাইপ, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৫১৯.৯৮ বর্গফুট অবস্থিত ডায়মন্ড টাওয়ার, সকলের ব্যবহারের স্থান এবং সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সমন্বিত জমি অবস্থিত ডায়মন্ড পার্ক, মৌজা : জোকা, আরএস খতিয়ান নং ৪৩০, আরএস দাগ নং ৭১৩, জোকা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : ঠাকুরপুকুর (পুরানো) বর্তমানে হরিদেবপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা রেজিস্টার্ড **উল্লেখ্য দলিল নং ১-০৪৮৫৬ তারিখ ১৭.০৮.২০০৫,** বুক নং ১, ভল্যুম নং ৯০, পৃষ্ঠা ৫২ থেকে ৮৫, রেজিস্টার্ড জেলা সাব রেজিস্ট্রার -২, আলিপুর, **শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যর নামে।** **(সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত)।** **সম্পত্তি ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ঢাকা এরিয়া কারপার্কিংয়ের পরিমাণ ৩০০ বর্গফুট , ১ ঘর, বাথ এবং প্রিভি মধ্য অংশে একতলায় জি-৪ তলা ভবনে নির্মিত জমি প্লট নং ৩৫৭ , ব্লক এ, পো এবং থানা : লেক টাউন , জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০৮৯, জেলা রেজিস্ট্রার আলিপুর বর্তমানে বারাসত সাব রেজিস্ট্রার কাশীপুর, দমদম, বর্তমানে এডিএসআর বিধাননগর, **রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ১-০৫৫৫৫ তারিখ ০১.১১.২০০২, শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যর নামে।** **(সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত)।** **দ্রষ্টব্য :** ডিআরটি-১, কলকাতা সমীপে ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে এসএ দাখিল করা হয়েছে উল্লেখ্য এসএ/০৭/২০১৫, কিন্তু সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ১ বিক্রি ক্ষেত্রে কোনও স্থগিতাদেশ নেই।	**১৬.৫৩ কোটি টাকা (ষোলো কোটি তিপান্ন লাখ টাকা) ০৬.০৯.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭২৯৬১৬	সম্পত্তি ১: ৪২,০৮,০০০.০০ টাকা ৪,২০,৮০০.০০ টাকা ২৫,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি ২: ১৪,১৬,০০০.০০ টাকা ১,৪১,৬০০.০০ টাকা ১০,০০০.০০ টাকা পর্যবেক্ষণের তারিখ ০৩.০১.২০২৫
২	**শ্রী অরূপ দত্ত** **পিতা শ্রী দুলাল চন্দ্র দত্ত** **ঠিকানা :** শ্যামনগর, শান্তিগড় বাই লেন, গাড়ুলিয়া(এম), জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১২৭ **এবং** ৭/১, শান্তিগড় বাই লেন, শ্যামনগর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১২৭।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ২/ডি, তিনতলায় উক্ত বহুতল ভবনে পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৭২০ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯০০ বর্গফুট কমবেশি , ২ বেড রুম, ১ কিচেন,১ ডাইনিং তথা ড্রইং এবং ২ টয়লেট -প্রিভি সহ, ১ ব্যালকনি বেং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ৫ কাঠা ৭ ছটাক ১৫ বর্গফুট এবং তদস্থিত বহুতল ভবন অবস্থিত মৌজা : ইছাপুর, জেএল নং ৩, আরএস নং ৮৯, তৌজি নং ৬১৭, আরএস দাগ নং ৫১২০, ৫১১৯/৫৫৫৯ এবং ৫১১৯, এলআর দাগ নং ৮২৩৫, ৮২৩২, এবং ৮২৩৩, আরএস খতিয়ান নং ১২০৫ এবং ১৬৮৭, এলআর খতিয়ান নং ২২৬৯, ৮২৪০/১, ৩৬৩১, ৩৭১২, ৬৭১৮, ৭৬৯৫, স্থানীয় উত্তর বারাকপুর পুরসভা অধীন ওয়ার্ড নং ১৮, (নতুন) হোল্ডিং নং ৩০০, স্ট্র্যান্ড রোড, থানা নেয়াপাড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪৩১৪৪, **স্বত্বদলিল নং ১-০৮৩২৯/২০২২, শ্রী অরূপ দত্ত এর নামে।** (সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্বদখলীকৃত)	**৩১,০৪,৪৬০.০০ টাকা (একত্রিশ লাখ চার হাজার চারশ ষাট টাকা) ৩১.০১.২০২৩ অনুযায়ী** এবং ০১.০২.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭২৯৬১৬	২৫,০০,০০০.০০ টাকা ২,৫০,০০০.০০ টাকা ২৫,০০০.০০ টাকা পর্যবেক্ষণের তারিখ ০৩.০১.২০২৫

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in এবং/বা https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet.psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ২২.১২.২০২৪
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
দত্তফুলিয়া শাখা
দত্তফুলিয়া রোড
পো. এবং থানা - দত্তফুলিয়া
জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১৫০৪
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে"** ২৯.০১.২০২৫ তারিখে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) ঋণগ্রহীতা : শ্রী মৃত্যুঞ্জয় সাহা** পিতা যদুনাথ সাহা, গ্রাম : দত্তফুলিয়া ইন্দ্রপল্লি, পো : দত্তফুলিয়া, থানা : ধানতলা, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১৫০৪। **জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা :** **শ্রীমতি মীরা সাহা,** স্বামী যদুনাথ সাহা, গ্রাম : দত্তফুলিয়া ইন্দ্রপল্লি, পো : দত্তফুলিয়া, থানা : ধানতলা, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১৫০৪। **জামিনদাতা : শ্রী যদুনাথ সাহা** পিতা প্রয়াত নিত্য গোপাল সাহা , গ্রাম : দত্তফুলিয়া ইন্দ্রপল্লি, পো : দত্তফুলিয়া, থানা : ধানতলা, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১৫০৪। **খ) দত্তফুলিয়া শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন , দত্তফুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, মৌজা : দত্তফুলিয়া,জেএল নং ৮৪, খতিয়ান নং আরএস ২৬৬, এলআর নং ৯৩, ১৮৮৫, বর্তমান এলআর নং ২২৭২, প্লট নং ১১৪৩, জমির এরিয়া পরিমাণ ১৭৮.৫ বর্গফুট বা ০.৪০৯ শতক শ্রেণি : বাজার এবং পাকা ঘর অবস্থিত, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ১-০২১৮২ তারিখ ০২/১১/২০০৭, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও রানাঘাট-২, থানা : ধানতলা, জেলা : নদিয়া। **সম্পত্তি শ্রীমতি মীরা সাহা,** স্বামী যদুনাথ সাহ এর নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে : শম্ভু কর্মকারের দোকান ঘর; দক্ষিণে : নিরঞ্জন সাহার দোকান ঘর ;পূর্বে : গলি পথ; পশ্চিমে : পিডব্লুডি এর জমি।	**১৬,২২,৯৭৪.০০ টাকা** (ষোলো লাখ বাইশ হাজার নশো চুয়াত্তর টাকা) (বিবি + এমওআই = ১৩,৭৩,১১৮.৪৪ টাকা + ২,৪৯,৮৫৫.৫৬ টাকা) **১৮.১২.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **২০,১০,০০০.০০ টাকা (*)** (কুড়ি লাখ দশ হাজার টাকা) খ) **২,০১,০০০.০০ টাকা** (দুই লাখ এক হাজার টাকা) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB30028278609** ঙ) **ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**
২	**ক) ঋণগ্রহীতা তথা জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা : শ্রী শ্রীকৃষ্ণ সাহা** পিতা রঙ্গলাল সাহা, গ্রাম : দত্তফুলিয়া বাজারপাড়া, পো : দত্তফুলিয়া, থানা ধানতলা, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১৫০৪। **জামিনদাতা : শ্রীমতি তুলসী সাহা** স্বামী শ্রীকৃষ্ণ সাহা, গ্রাম : দত্তফুলিয়া বাজারপাড়া, পো : দত্তফুলিয়া, থানা ধানতলা, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১৫০৪। **খ) দত্তফুলিয়া শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন, **শ্রীকৃষ্ণ সাহার নামে,** মৌজা : দত্তফুলিয়া, জেএল নং ৮৪, খতিয়ান নং আরএস ৭৪৪, এলআর খতিয়ান নং ১৩২২ এবং ৭১৩, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ২৫৯০, প্লট নং ১২০১, জমির এরিয়া পরিমাণ ৩.০০ শতক, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও রানাঘাট-২, উল্লেখ্য দলিল নং ১/৩৪২তারিখ ২৫.০১.২০১০। চৌহদ্দি : উত্তরে : গৌর সাহার সম্পত্তি; দক্ষিণে : প্রভাস সাহার ভবন; পূর্বে : পঞ্চায়েত কংক্রিট রোড; পশ্চিমে : প্রবীর ভট্টাচার্যর সম্পত্তি।	**১৮,৬৭,৯৬৮.০০ টাকা** (আঠার লাখ সাতষট্টি হাজার নশো আটষট্টি টাকা) (বিবি + এমওআই = ১৬,৩৫,০১০.০০ টাকা + ২,৩২,৯৫৮.০০ টাকা) **১৯.১২.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **১৯,২০,০০০.০০ টাকা (*)** (উনিশ লাখ কুড়ি হাজার টাকা) খ) **১,৯২,০০০.০০ টাকা** (এক লাখ বিরানব্বই হাজার টাকা) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB30047598570** ঙ) **ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ২৯.০১.২০২৫, সময় : সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। **প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি - support.BAANKNET@psballiance.com** এবং হেল্প লাইন নম্বর পাওয়া যাবে সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **support.BAANKNET@ps-balliance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **(https://baanknet.com)**এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং** ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের (https://baanknet.com)-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ- ২০.১২.২০২৪/স্থান- দত্তফুলিয়া
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ভার্চুয়াল মাধ্যমে শ্রীরামপুরের হেরিটেজ ও পর্যটন উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা মুখ্যমন্ত্রীর

বনস্পতি দে ● শ্রীরামপুর

ড্যানিশ আমলে শ্রীরামপুরে গঙ্গার পশ্চিম তীরে ১৪ হাজার বর্গফুট জমিতে গড়ে ওঠে সেন্ট ওলাভ গির্জা। ১৭৫৫ সালে ড্যানিশরা শ্রীরামপুরে উপনিবেশ তৈরি করে। শনিবার শহর শ্রীরামপুরে পুরোদমে শুরু হচ্ছে হেরিটেজ ও পর্যটন উৎসব। বড়দিন উপলক্ষে উৎসবে পার্ক স্ট্রিটের আদলে এবার শ্রীরামপুর সেজেছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে পার্ক স্ট্রিটের অ্যালেন পার্ক থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে শ্রীরামপুরের হেরিটেজ ও পর্যটন উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তখনই ধরা পড়ে, যে জায়গাকে ঘিরে উৎসবের আয়োজন, সেই সেন্ট ওলাভ চার্চের ঘড়ি বন্ধ। তারপর দিন বেলা নাগাদ যান্ত্রিক ত্রুটি সারিয়ে ফের চালু করা হয় চার্চের ঘড়ি। উৎসবের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত শ্রীরামপুর। চার্চ স্ট্রিটের দু'ধারে খাবার, খেলনা, প্রসাধন সামগ্রী এবং অন্যান্য সরঞ্জামের যে সব স্টল বসবে, এ দিন সেগুলোর মাপজোক হয়েছে। শহরে উৎসবের আলো এদিন আরও বেড়েছে।

শ্রীরামপুর কলেজ লাগোয়া যে ব্যাপ্টিস্ট চার্চ, সেটাও এ দিন সেজে উঠেছে আলোকসজ্জায়। শ্রীরামপুর আদালতের উত্তর ও দক্ষিণ ফটকের সামনে বেশ কয়েকটি স্থায়ী ডাস্টবিনে আবর্জনা স্তূপ হয়ে ছিল। এদিন সব পরিষ্কার করা হয়েছে। শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট চার্চের সচিব সুবীরকুমার দাস বলেন, 'ঘড়ি বন্ধের বিষয়টি জানতে পারার পরেই আমরা ইঞ্জিনিয়ারকে ডাকি, ঘড়ি মেরামত করা হয়।' তাঁর সংযোজন, 'বড়দিনের উৎসবকে কেন্দ্র করে সেন্ট ওলাভ গির্জার যে মাহাত্ম্য, সেটা বজায় থাকবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।' ১৮০১ সালে সেন্ট ওলাভ চার্চের কাজ শুরু হয়, শেষ হয় ১৮০৫ সালে। ইউনেস্কো ২০১৬ সালে ওই গির্জাকে 'ইউনেস্কো এশিয়া-প্যাসিফিক' পুরস্কার দেয়। ড্যানিশরা শ্রীরামপুরে যে সব স্থাপত্যের নিদর্শন রেখে গিয়েছে, সেগুলোর অন্যতম সেন্ট ওলাভ গির্জা। বছর কয়েক আগে সেন্ট ওলাভ গির্জার সংস্কার করা হয়।

ভিন রাজ্যে মৃত পরিযায়ী শ্রমিককে খুনের অভিযোগ, দেহ আটকে বিক্ষোভ

সুজিত ভট্টাচার্য ● কাঁকসা

ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হয় গত শনিবার রাতে। কাঁকসার কেনেলপারের বাসিন্দা মৃত শ্রমিকের নাম সতীশ মণ্ডল (৩৩)। ঠিকাদারের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তুলে দেহ ফিরে পেতে ৪ দিন পর কাঁকসা থানার পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিল পরিবার। পরিবারের অভিযোগ গত কয়েক বছর ধরে এক ঠিকাদারের সঙ্গে ওই শ্রমিক বেঙ্গালুরুতে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। গত কালীপুজোর পর সে ছুটি কাটিয়ে কাজে যোগ দিয়েছিল। গত রবিবার সকালে কাঁকসার ক্যানেলপাড়ের বাড়িতে ঠিকাদার ফোন করে মৃত্যুর খবর জানায়। এর পরেই পরিবারের সদস্যরা বার বার দেহ পাঠানোর কথা বললেও ঠিকাদার টাল বাহানা করতে থাকে বলে অভিযোগ। এরপরেই কাঁকসা থানার দ্বারস্থ হয়েছিল পরিবার। অবশেষে বেঙ্গালুরু থেকে প্লেনে করে শনিবার সকালে অন্ডাল এয়ারপোর্টে কফিন বন্দি দেহ আনার পর দুপুরে দেহ এলাকায় ঢোকার মুখে বাধা দিয়ে বিক্ষোভ দেখায় এলাকার মানুষ ও পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের সদস্যরা দাবি করে পুনরায় দেহ ময়নাতদন্ত করতে হবে। কারণ তারা জানতে পেরেছেন তাকে খুন করা হয়েছে। বেঙ্গালুরুতে যে ময়নাতদন্ত হয়েছে তা তারা মানতে নারাজ। তাই পুনরায় ময়নাতদন্তের দাবি করেন তারা এবং ঠিকাদারকে গ্রেপ্তারের দাবি জানায়। স্থানীয়দের বিক্ষোভের জেরে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হলে এলাকার মানুষ ঠিকাদারকে মারমুখী হয়ে উঠলে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে ঠিকাদারকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পুলিশের আশ্বাসে কফিন বন্দি দেহ পরে বাড়িতে নিয়ে যায় পরিবার।

নবদ্বীপ সকার কাপের মাঠে ভিড় জমাচ্ছে বিদেশি দর্শকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যাল সকার কাপে মায়াপুর ইসকনের বিদেশি ভক্তদের দেখা মিলছে। শ্রী চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপে শুরু হয়েছে নবদ্বীপ পুরসভা পরিচালিত দশম বর্ষ ৩২ দলীয় ব্যাপী মিউনিসিপাল সকার কাপ। প্রতিদিন নবদ্বীপ বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে উপচে পড়ছে সাধারণ মানুষের ভিড়। বাদ নেই বিদেশিরাও। নবদ্বীপ বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামের ভিআইপি গ্যালারিতে দেখা গেল মায়াপুর ইসকনের বিদেশি ভক্তদের। তারাও তাদের প্রিয় দলকে সমর্থন করতে হাজির হয়েছে মাঠে। হোক না বাঙালির প্রিয় ফুটবল তবুও সকার কাপ যেন ধীরে ধীরে আরো প্রভাব বিস্তার করছে বিদেশিদের আনাগোনায়। এ বিষয়ে সকার কাপ কমিটির অন্যতম সুজিত সাহা বলেন, পুজো পার্বণ শেষ হতে না হতেই নবদ্বীপ মিউনিসিপাল সকার কাপ শুরু হয় নবদ্বীপে। আর এই সকার কাপ ঘিরে গোটা নবদ্বীপবাসী মুখিয়ে থাকে কবে থেকে শুরু হবে এই সকার কাপ। ইতিমধ্যেই প্রথম পর্যায়ে সমস্ত খেলা শেষে দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলা শুরু হয়েছে। দিনের পর দিন ক্রমশ মানুষের উন্মাদনা ও আবেগ বাড়ছে শ্রীচৈতন্য বিজড়িত নবদ্বীপে মিউনিসিপাল সকার কাপকে ঘিরে। আর মাঠে বিদেশিনী দর্শকদের উপস্থিতি সেটাই প্রমাণ করে দিচ্ছে। সকার কাপে কলকাতা প্রিমিয়ার লিগ সহ বিভিন্ন নামী দামি খেলোয়ার অংশগ্রহণ করেছে।

দুর্গাপুরের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ১১৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ১১৪ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার আঞ্চলিক অফিস, দুর্গাপুর একটি বিশ্ব ধ্যান শিবিরের আয়োজন করেছে। কাকতালীয়ভাবে, ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা দিবস এবং বিশ্ব ধ্যান দিবস ২১শে ডিসেম্বর আঞ্চলিক অফিসের পাশের একটি মাঠে আয়োজিত একটি ধ্যান শিবিরে, আর্ট অফ লিভিং-এর সাথে যুক্ত শিল্পপতি রোহিত আগরওয়াল ব্যাঙ্কের কর্মীদের সাথে এর গুরুত্ব সম্পর্কে কথা বলেছেন। জীবনে ধ্যান এবং যোগব্যায়াম। তিনি বলেন, রাগ করার কারণ থাকতে হবে কিন্তু হাসির জন্য কোনো কারণের প্রয়োজন নেই, তাই সবসময় হাসতে থাকুন।

অনুষ্ঠানে দুর্গাপুর আঞ্চলিক প্রধান কুন্দন কুমার-সহ ব্যাঙ্কের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

আম্বেদকরের প্রতি কটু মন্তব্য, প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: শনিবার ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকরের প্রতি কটু মন্তব্য করেছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, এরই প্রতিবাদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর করা মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে এর বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তির দাবি করে রানিগঞ্জের সিয়ারসোল রাজবাড়ি মোড় থেকে শিশু বাগান পর্যন্ত এক বিক্ষোভ মিছিল হয়। এদিন প্রতিবাদ জানালেন রানীগঞ্জ শাখার, ভুঁইয়া সমাজ উত্থান সমিতির সদস্যরা। এদিন তারা বিশাল সংখ্যক সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে অমিত শাহের কুশপুতুল নিয়ে ভীমরাওজির বিভিন্ন ব্যানার পোস্টার গলায় ঝুলিয়ে নিজেদের সংগঠনের পতাকা নিয়ে এনএসবি রোড যা বর্তমানে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক সেই রাস্তা ধরেই মিছিল করলেন। এরপরই শিশু বাগান মোড়ে নজরুল মূর্তির পাদদেশে, জাতীয় সড়কের ওপরে অমিত শাহের কুশপুতুল জ্বালালেন।

জঙ্গলমহলে আতঙ্কের আরেক নাম বাঘিনী যমুনা!

অরূপ ঘোষ ● ঝাড়গ্রাম

মাওবাদী সমস্যার সময়ে জঙ্গলমহলের মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছিল। তবে সেই আতঙ্ক বর্তমানে নেই। কিন্তু হঠাৎই বেশ কয়েকদিন ধরে জঙ্গলমহলে মানুষের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে জঙ্গলমহলের মানুষের কাছে আতঙ্কের আরেক নাম বাঘিনী যমুনা! জঙ্গল মহলের মধ্যে ঝাড়গ্রাম জেলার অন্তর্গত বেলপাহাড়িতে এবার বাঘের আতঙ্কে ঘুম উড়েছে প্রত্যন্ত এলাকার জঙ্গল লাগোয়া গ্রামবাসীদের। বাঘিনী যমুনার আতঙ্কে আতঙ্কিত ঝাড়গ্রাম জেলাবাসী। বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ঝাড়খণ্ডের চাকুলিয়া রেঞ্জের রাজা বাসার জঙ্গল পেরিয়ে ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ি থানার অন্তর্গত কাটুচুয়া জঙ্গলে ঢুকে পড়ে বাঘিনী যমুনা। তবে ইতিমধ্যেই বাঘিনীর গতিবিধি নজরে রাখছেন বনকর্মীরা। ড্রোন দিয়ে নজরদারি চালানো হচ্ছে বলেও জানা গিয়েছে বনদপ্তর সূত্রে। পাশাপাশি যমুনার গলায় রয়েছে ট্র্যাকার। ফলে তার অবস্থান জানতে বিশেষ বেগ পেতে হচ্ছে না বনকর্মীদের। বাঘিনী যমুনাকে ধরার জন্য ইতিমধ্যে ছাগল ও মহিষের টোপ দিয়ে খাঁচা বসানোর প্রস্তুতি চলছে। বাঘিনী যমুনা বেলপাহাড়ির কাঁকড়াঝড়ের ময়ূর ঝরনা জঙ্গলে অবস্থান করায় অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে শনিবার সকাল থেকে বেলপাহাড়ির জুজারধারা, ময়ূরঝোড়া, জাবলা, তেলিঘানা, ওরালি, চিরিমারা, মনিরাডি, কাঁকরাঝোড়, আমলাসোল, দলদলি সহ একাধিক গ্রামের গ্রামবাসীদের প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করে সচেতন করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে নিকটবর্তী রিসোর্টগুলিকেও সচেতন করা হয়েছে। সেই সঙ্গে গ্রামবাসীদের অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যাতে জঙ্গলে না যান। অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া সন্ধ্যার পর বাড়ি থেকে বের হতে নিষেধ করা হচ্ছে গ্রামবাসীদের। গ্রামের এক গৃহবধূ ললিতা মুর্মু বলেন, পুলিশ এসে আমাদের গ্রামে বলে গিয়েছে জঙ্গলে না যেতে। পাশাপাশি বনদপ্তরের লোকেরাও এসে সাবধান করে যাচ্ছে।

টিউবের পর এবার কাচের বোতলে মিলবে কৃষ্ণগঞ্জে তৈরি নলেন গুড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: রাজ্যে প্রথম টিউব নলেন গুড় বিদেশে রপ্তানি করে নজির গড়েছিল রাজ্য খাদি দপ্তর। টিউব নলেন গুড়ের পাশাপাশি এবার এল কাচের বোতলে নলেন গুড়। নলেন গুড়কে ক্রেতাদের কাছে আকৃষ্ট করতে এমনই অভিনব পন্থা নিয়েছে রাজ্যের খাদি ও গ্রমীণ শিল্প পর্ষদ। টিউব জাত নলেন গুড়ের পাশাপাশি এবার কাচের বোতল ভর্তি, নলেন গুড় পাড়ি দেবে রাজ্য-সহ ভিন রাজ্যে এমনকি বিদেশের মাটিতেও। রাজ্যের বিভিন্ন খাদি স্টল ছাড়াও রাজ্য সরকার আয়োজিত বিভিন্ন মেলাতে মিলছে টিউব এবং কাচের বোতলে খাঁটি এবং সুগন্ধি নলেন গুড়। নদিয়ার মাজদিয়ার নলেন গুড়ের চাহিদা সর্বত্র। সেই গুড়ই আগে টিউবের মধ্যে ভরে বিক্রি হত কলকাতা, জেলা ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। টিউবে নলেন গুড়ের চাহিদা ব্যাপক। এবার কাচের বোতলে গুড় বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছে পর্ষদ। ২৫০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম ও ১ কেজি ওজনের নলেন গুড় বিক্রি হচ্ছে কাচের বোতলে। খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ সূত্রে খবর, শীতের মরশুমে নলেন গুড়ের চাহিদা বরাবরই থাকে। সেই সূত্রেই গুণগত মান বজায় রেখে নলেন গুড় কাচের বোতল করে বিক্রি ব্যবস্থা করেছে রাজ্য খাদি দপ্তর। আর এভাবেই নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের ভাজন ঘাট থেকে তৈরি হওয়া নলেন গুড় বিশ্ব বাংলার মাধ্যমে চলে যাচ্ছে বিভিন্ন স্টল-সহ ভিন রাজ্য এমনকী বিদেশের বাজারে। এ বিষয়ে রাজ্য খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান কল্লোল খাঁ জানান, টিউবের নলেন গুড়ের চাহিদা বেশ ভালোই। যা ইতিমধ্যেই বিদেশের বাজারেও সমাদ্রিত। এবার টিউবের পাশাপাশি কাছের বোতলেও নলেন গুড় ভর্তি করে রাজ্যদাতা ভিন রাজ্য এমনকী বিদেশের বাজারেও রপ্তানি করার চেষ্টা চালানো হবে।

১৩ তম হরিপাল মেলার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হরিপাল: সাড়ম্বরে শুরু হল ১৩ তম হরিপাল মেলা। শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে হুগলির হরিপাল মেলার উদ্বোধন করেন রাজ্যের সেচ মন্ত্রী মানস রঞ্জন ভুঁইয়া। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি সমবায় মন্ত্রী বেচারাম মান্না, জেলাশাসক মুক্তা আর্য, হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন সহ অন্যান্যরা। হরিপাল গুরুদয়াল স্কুল মাঠে চলছে মেলা। চলবে আগামী পয়লা জানুয়ারি পর্যন্ত। বিভিন্ন রকমারি কেনা কাটার স্টলের পাশাপাশি খাবারের স্টল বসেছে। মেলা প্রাঙ্গণে প্রতিদিন হবে বিভিন্ন খ্যাতনামা গায়ক গায়িকাদের বিচিত্রানুষ্ঠান। এই হরিপাল মেলা প্রসঙ্গে মেলা কমিটির সভাপতি মন্ত্রী বেচারাম মান্না জানালেন, এবার হরিপাল মেলা ১৩ তম বর্ষে পড়ল। এবার এই মেলার চমক ৬৪,০০০ মানুষকে তাদের বাড়িতে গিয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে মেলা দেখার জন্য। এর মধ্যে যারা আমন্ত্রণপত্র পাননি আমাদের জানালে সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে দেব। সবার জন্যই এই মেলা এটা মিলন মেলা।

ঝুমঝুমি গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চালু হল সিজারিয়ান ডেলিভারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়া জেলায় সিজারিয়ান ডেলিভারি বেড়ে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। শনিবার এমনটাই জানিয়েছেন হাওড়া জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কিশলয় দত্ত। এদিন তিনি বলেন, সাধারণত ১৫ শতাংশ সিজারিয়ান ডেলিভারি গ্রহণযোগ্য। কিন্তু সিজারিয়ান ডেলিভারি অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় রীতিমতো উদ্বিগ্ন আমরা। যদিও এই সিজারিয়ান ডেলিভারি বেড়ে যাওয়া প্রসঙ্গে তিনি আসন্নপ্রসবা ও তার পরিবারের লোকজনকেই অনেকাংশে দায়ী করেন। তিনি বলেন, অনেক মা সন্তান প্রসব করার আগেই সিজারের কথা বলে চিৎকার শুরু করেন। বাধ্য হয়ে চিকিৎসকরা সে পথ নেন। কিন্তু যদি একজন সিজারিয়ান ডেলিভারির কুফল গুলো জানেন তাহলে সহজে সিজার করাতে চাইবেন না। আজ এক্ষেত্রে তিনি আশা কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে বলে মন্তব্য করেন। প্রসঙ্গত শনিবার হাওড়ার শ্যামপুর থানা এলাকার ডিহিমন্ডলঘাট দুই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঝুমঝুমি গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চালু হল সিজারিয়ান ডেলিভারি। আর প্রথম সন্তান প্রসব করলেন চালিতাপাড়ার তরুণী গৃহবধূ তানজিলা খাতুন। উল্লেখ্য এদিন হাসপাতালের একটি মিটিং রুমের ও উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মণ্ডল। এদিন উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া মহকুমা প্রশাসক মানস কুমার মণ্ডল, জেলা সভাধিপতি কাবেরী দাস সহ সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য, জুলফিকার আলি মোল্লা প্রমুখ।

ঠান্ডায় গাড়ি চালকদের হঠাৎ ঘুমের রাশ টানতে পুলিশের দাওয়াই

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: দূর থেকে দেখে মনে হবে পুলিশ টাকা তুলছে। কাছে গিয়ে দেখলে এ এক অন্য চিত্র। শুক্রবার রাত্রে কনকনে ঠান্ডার মধ্যে বেলিয়াবেড়া থানা এলাকার ৯ নম্বর রাজ্য সড়কে গাড়ির চালকদের গাড়ি দাঁড় করিয়ে চা- বিস্কুট খাওয়াল বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ। এই ঠান্ডায় গাড়িচালকদের চোখ যাতে জড়িয়ে না যায় তার জন্য এই দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করেছে বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ। কারণ শীতকালেই বেশিরভাগ দুর্ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। তাই ৯ নম্বর রাজ্য সড়কে দুর্ঘটনা এড়াতেই গাড়ি দাঁড় করিয়ে গাড়ির চালকদের চা-বিস্কুট খইয়ে নিদ্রায় রাশ টেনে সজাগ করে তোলার উদ্দেশ্যে বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ রাতের অন্ধকারে ঠান্ডার মধ্যেও এই কাজ করছে। যা দেখে খুশি গাড়ির চালকরা পুলিশকে সাধুবাদ জানান। রাতের রাজপথে পথনিরাপত্তার স্বার্থে, সাধারণ মানুষের জীবনরক্ষায় পুলিশের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান জেলার মানুষজনও। বেলিয়াবেড়া থানার ওসি সুদীপ পালোধী জানান, ভোর রাতের দুর্ঘটনা কমাতে বেলিয়াবেড়া পুলিশের তরফে ট্রাক চালকদের সজাগ রাখতে তাঁদের দাঁড় করিয়ে চা-বিস্কুট খাওয়ানোর দাওয়াই দেওয়া হচ্ছে। এতে চালকদের তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব যেমন কাটবে, তেমনই গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণও করা যাবে। তিনি আরও বলেন,বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চালকের চোখ বুজে আসাই রাতে দুর্ঘটনার মূল কারণ। চালকেরা যাতে সজাগ থাকেন, তার জন্য যুগডিহা ও বেলিয়াবেড়া থানা এলাকার বিভিন্ন রাজ্য সড়কের বিভিন্ন জায়গায় ট্রাক-লরি দাঁড় করিয়ে চালকদের চা খেতে দেওয়া শুরু হচ্ছে।

বৃষ্টিতে আলু চাষে ক্ষতির আশঙ্কা হুগলির চাষিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: একটানা ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। সারাদিন একই ছবি। হুগলির তারকেশ্বর থেকে হরিপাল, ধনিয়াখালি, সিঙ্গুর, জাঙ্গিপাড়া-সহ জেলার একাধিক ব্লকে রাত থেকেই শুরু হয়েছে বৃষ্টি। তাতেই নতুন করে আলু চাষে ক্ষতির আশঙ্কা করছেন চাষিরা। আলুর বীজ জমিতে বসানো থেকে আলু পরিপক্ক হতে সময় লাগে ৭০ থেকে ৮০ দিন।

এ বছর এমনিতেই আলু চাষ পিছিয়েছে ১৫ থেকে ২০ দিন। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার কারণে হুগলি জেলায় দীর্ঘ সময় ধরে বিক্ষিতভাবে আলুর বীজ বসানো হয়েছে। তাই বর্তমানে কোনও জমিতে আলু গাছের বয়স ১৫ দিন, তো কোনও জমিতে ১ মাস। এবার অকাল নিম্নচাপে নতুন করে সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছেন চাষিরা। অন্যদিকে আবার কোল্ড স্টোরে মজুত আলু নিয়ে দুশ্চিন্তায় ব্যবসায়ী থেকে কৃষকেরা। কয়েকদিন বাদেই বাজারে চলে আসবে নতুন আলু। কিন্তু, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্টোরগুলির মতো চন্দ্রকোনার কোল্ড স্টোর গুলি এখনও মজুত লক্ষ লক্ষ প্যাকেট পুরনো আলু। এই আলুর ভবিষ্যত কী হতে চলেছে তা ভেবেই কূল কিনারা পাচ্ছেন না চাষি থেকে ব্যবসায়ীরা। সূত্রের খবর, শুধু পশ্চিম মেদিনীপুরে হিমঘরগুলিতেই এখনও ১ লক্ষ ৬৫ হাজার মেট্রিক টন আলু মজুত রয়েছে। এর মধ্যে চন্দ্রকোনা এক ও দুই নম্বর ব্লক মিলিয়ে কোল্ড স্টোর গুলিতে এখনও মজুত রয়েছে ১০ লক্ষ ৮১ হাজার ৬২০ আলুর প্যাকেট। দ্রুত সেগুলিকে বাজারে বের করা না হলে নতুন আলুর তুলতে যে রীতিমতো বেগ পেতে হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ডিম দিতে গিয়ে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: সরকারের নির্দেশ প্রতিদিন ডিম দিতে হবে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। বাজারে বর্তমানে এক একটি ডিমের দাম ৮টাকা। কিন্তু সরকারি ভাবে এক একটি ডিমের দাম বরাদ্দ সাড়ে ৬টাকা। অর্থাৎ দেড় টাকা পকেট থেকে দিয়ে ডিম কিনে সেই ডিম পুষ্টিকর খাবার হিসেবে রাজ্যের প্রতিটি আইসিডিএস সেন্টার গুলিতে দিতে হবে। ব্যাপারটা কি রকম হাস্যকর হয়ে উঠছে না। আর এই ঘটনা দেখে শুনেও যেন কিছু বুঝতে পারেন না প্রশাসনিক কর্তারা। আবার যদি কোনও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সিডিপিওকে জানান, তখন তাদের উত্তর ম্যানেজ করে চালান। এই অবস্থাতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে পুরুলিয়া জেলার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের অবস্থা হয়েছে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে পুষ্টিকর খাবার মিড ডে মিলে দেওয়া হয় ডিম। কিন্তু সরকারের বরাদ্দ অর্থের থেকে ডিমের দাম বেশি হওয়ার কারণে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা পড়েছেন ব্যাপক অসুবিধাতে। জানা গেছে,বর্তমানে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ছয় দিনের পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হয়। তিনদিন খিচুড়ি ও ডিম দেওয়া হয়। বাকি তিনদিন ভাত আলু সব্জি ও ডিম সেদ্ধ দেওয়া হয়। গর্ভবতী মহিলাদের ছয় দিনেই গোটা ডিম দিতে হয়। বাচ্চাদের তিনদিন অর্ধেক এবং তিনদিন গোটা ডিম দেওয়া হয়। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের অভিযোগ, বর্তমান বাজার দরের তুলনায় সরকারের বরাদ্দ অত্যন্ত কম। তাঁদের একটি ডিমের জন্য সাড়ে ৬ টাকা দেওয়া হয়। শুরু তাই নয় বাচ্চাদের সব্জির জন্য ১১পয়সা দেওয়া হয়। তাছাড়া জ্বালানি বাবদ যে টাকা দেওয়া হয় তাও অত্যন্ত কম। গত ১৫ বছর ধরে জ্বালানির জন্য বরাদ্দ অর্থ বাড়ানো হয় নি।শুধু তাই নয়, তিন মাসের বিল জমা দিলে এক মাসের টাকা পাওয়া যায়। এই অবস্থায় সরকারের বরাদ্দ ওই ন্যূনতম টাকায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চালাতে গিয়ে নাভিশ্বাস উঠছে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা বলছেন, সেন্টারে একদিন ডিম না দেওয়া হলেই তাদের হতে হচ্ছে হেনস্তার শিকার। অথচ বরাদ্দের থেকে বেশি টাকায় ডিম কিনে কিভাবে দেওয়া সম্ভব? কর্মীদের দাবি, বিষয়টি সরকার দ্রুত বিবেচনা করে বরাদ্দ বেশি করুক নচেৎ বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে এবার তারা। ইতিমধ্যেই ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কাস অ্যান্ড হেল্পার ইউনিয়ন পুরুলিয়া জেলা কমিটি আন্দোলনে নেমেছে। সংগঠনের জেলা সভাপতি অনিতা মাহাত বলেন, প্রতি বছর এই শীতের সময় ডিমের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের প্রচুর অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

জামশেদপুরকে হারিয়ে ১০ নম্বরে লাল-হলুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি: অন্তত ছ'গোলে জেতা ম্যাচ। শেষ পর্যন্ত জিততে হল এক গোলে। তার উপর শেষ বেলায় বিপক্ষ বেশ কয়েক বার আক্রমণে ওঠায় চাপের মুহূর্তও তৈরি হল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কার্যসিদ্ধি। আইএসএলে ঘরের মাঠে টানা দ্বিতীয় ম্যাচে জিতল ইস্টবেঙ্গল। শনিবার জামশেদপুরকে হারিয়ে দিল ১-০ গোলে। ম্যাচের একমাত্র গোল দিমিত্রিয়স দিয়ামানতাকোসের। পয়েন্ট তালিকায় এক ধাপ উঠে এখন ইস্টবেঙ্গল ১০ নম্বরে। ১২ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট হল তাদের। গোটা ম্যাচ লক্ষ করলে দেখা যাবে, ইস্টবেঙ্গল অন্তত ছ'গোলে জামশেদপুরকে হারাতে পারত। মাত্র এক গোলে জিতেছে তারা। গোটা ম্যাচে অসংখ্য সুযোগ পেয়েছে লাল-হলুদ। আক্রমণ ভাগের প্রায় প্রতিটি ফুটবলার সুযোগ নষ্ট করেছেন। গোলের সামনে থেকে বল ফিরে এসেছে। প্রথমার্ধের শেষ ১০ মিনিটে পর পর অন্তত পাঁচটি সুযোগ তৈরি করেছে ইস্টবেঙ্গল। তবে কোনওটিই কাজে লাগাতে পারেনি। নন্দকুমার নিজেই গোটা তিনেক সহজ সুযোগ নষ্ট করেছেন। তাৎক্ষণিক ভুলে দিয়ামানতাকোস, পিভি বিষ্ণুরা গোল করতে পারেননি। এ দিন ভাগ্যও সহায় ছিল না ইস্টবেঙ্গলের। দু'বার নিশ্চিত গোল হয়নি। সাত মিনিটে আনোয়ার আলির শট লাগে পোস্টে। দ্বিতীয়ার্ধে বিষ্ণুর শট বারে লেগে ফিরে আসে। গোটা ম্যাচে দাপট দেখিয়েও মাত্র এক গোলে জেতা কিছুটা হলেও চিন্তায় রাখতে পারে কোচ অস্কার ব্রুজোঁকে।

ম্যাচের আগে সাংবাদিক বৈঠকে ব্রুজোঁ একটা কথা বার বার বলেন, তিনি রক্ষণাত্মক খেলায় বিশ্বাসী নন। আগ্রাসী খেলা পছন্দ করেন। দলে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের নিয়েই বাজি লড়তে রাজি। জামশেদপুর ম্যাচের প্রথম একাদশ দেখে সেটা আবার বোঝা গেল। হাতে এমনিতেই বিদেশি কম। মাঝমাঠের কেউ নেই। তাই এ দিন ক্লেটন সিলভার পাশে শুরু থেকেই জুড়ে দিলেন দিয়ামানতাকোসকে। দীর্ঘ দিন পরে আক্রমণ ভাগে দুই বিদেশি নিয়ে খেলতে নেমেছিল ইস্টবেঙ্গল। ফলে ম্যাচের রাশ শুরু থেকেই তাদের হাতে চলে এসেছিল। জামশেদপুরের রক্ষণে দীর্ঘদেহী স্টিফেন এজে একাই প্রচুর আক্রমণ প্রতিহত করেছেন।

মরসুমের শুরু থেকে তিনি খেলছিলেন সেন্টার ব্যাক হিসাবে। আগের ম্যাচে কার্ড সমস্যায় জিকসন সিংহ খেলতে না পারায় সেই আনোয়ারকেই মাঝমাঠে খেলানো হয়েছে। এ দিন তিনি খেললেন রাইট ব্যাকে। ১২ মিনিটের মাথায় মহম্মদ রাকিপ চোট পেয়ে উঠে যাওয়ার পরে যখন আনোয়ারকে রাইট ব্যাকে নিয়ে এসেছিলেন অস্কার, তখন অনেক সমর্থকই সিঁদুরে মেঘ দেখে ছিলেন। এত ঘন ঘন পজিশন বদলানো যে কোনও ফুটবলারের কাছেই কঠিন। তবে নতুন পজিশনে মানিয়ে নিতে আনোয়ারের মতো অভিজ্ঞ ফুটবলার সময় নেননি। উল্টে প্রচুর আক্রমণ এল তাঁর পা থেকেই। ভাগ্য সহায় থাকলে সাত মিনিটেই গোল করে ফেলতে পারতেন আনোয়ার। প্রায় ৩৫ গজ দূর থেকে তাঁর শট পোস্টে লাগে। ভেতরের পোস্টে লেগেও বল গোলে ঢোকেনি। এ ছাড়া গোটা ম্যাচে পাস বাড়ানো থেকে আক্রমণ আটকানো, সব বিষয়েই টেক্কা দিয়েছেন আনোয়ার।

অনেকেই প্রশ্ন তুলতে পারেন, গোলের পাস এসেছে তাঁরই পা থেকে। তিনি মন্থর হন কী ভাবে! তবে গোটা ম্যাচের দিকে চোখ রাখলে বোঝা যাবে, নন্দকুমার মোটেও আগের ফর্মে নেই। রাইট উইংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ পজিশনে খেলেন, যেখানে গতিই শেষ কথা। সেখানে নন্দকুমার বেশ মন্থর। দু'বার বল নিয়ে ভেতরে ঢুকে বিপক্ষের বক্সের কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন। কিন্তু শট নিলেন না। নষ্ট হল আক্রমণ। এ রকম আরও অনেক আক্রমণ নষ্ট হয়েছে তাঁর ভুলে। এমনকি যে পাস থেকে গোল হয়েছে সেটিতেও নন্দের গতি যথেষ্ট ছিল না। ভুলের ক্ষেত্রে দায়ী বিপক্ষই। মহেশ পুরো ফিট ছিলেন না বলে তাঁকে নামানোর ঝুঁকি নেননি ব্রুজোঁ। হয়তো পরের ম্যাচে নন্দকে রিজার্ভে দেখা যেতে পারে।

পঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে তাঁর ভাল পারফরম্যান্সের পর জামশেদপুরের বিরুদ্ধে বিষ্ণুকে প্রথম একাদশে সুযোগ দিয়েছিলেন অস্কার। আস্থার দাম রাখলেন কেরলের তরুণ ফুটবলার। যত সময় যাচ্ছে ততই তিনি ধারালো হয়ে উঠছেন। এ দিন গোটা ম্যাচে জামশেদপুরের শুভম সারাঙ্গিকে বোতলবন্দি করে রাখলেন। কত বার যে বিপক্ষকে ধোঁকা দিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েছেন। পাঁচটি সফল ড্রিবল করেছেন তিনি। অসংখ্য সুযোগ তৈরিতে ভূমিকা নিয়েছেন। তবে ফাইনাল থার্ডে গিয়ে বা ফাইনাল পাস বাড়াতে গিয়ে এখনও সমস্যা রয়েছে তাঁর। বক্সের মধ্যে ঢুকে অনেক সময়ই খেই হারিয়ে ফেলছেন। এ ব্যাপারে আরও একটু যত্নবান হতে হবে কেরলের ফুটবলারকে।

সবচেয়ে যাঁর কথা না বললেই নয়, তিনি ক্লেটন সিলভা। দিয়ামানতাকোস দলে আসার পরেই এমনিতেই প্রথম একাদশে জায়গা হারিয়েছিলেন। যে ক'টি ম্যাচে নেমেছিলেন নজর কাড়তে পারেননি। তবে গত কয়েকটি ম্যাচের পারফরম্যান্সের সুবাদে এ কথা বলাই যায়, ক্লেটন আবার ফর্মে ফিরেছেন। ৩৭ বছর বয়সেও অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারেন। গোটা মাঠ জুড়ে দৌড়লেন। সুযোগ নষ্ট হলেও সতীর্থদের চাঙ্গা করে তুললেন। আদর্শ নেতার মতো ভূমিকা পালন করেছেন ক্লেটন। দ্বিতীয়ার্ধে একটি ফ্রিকিকের সময় বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে গোলও করে ফেলতে পারতেন। বিপক্ষের গোলকিপার ভাল সেভ করায় স্কোরশিটে নাম লেখা হল না তাঁর। তবে এ দিনের ম্যাচে প্রভাব ফেলার ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকবেন অনেকের থেকেই।

লক্ষ্মীলাভ পাকিস্তানের! ভারত না যাওয়ায় আরও ৩৮ কোটি টাকা পাচ্ছে পাক ক্রিকেট বোর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: অনেক বিতর্কের শেষে হাইব্রিড মডেলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনে রাজি হয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। এই সিদ্ধান্তের ফলে লক্ষ্মীলাভ হয়েছে তাদের। ভারত সে দেশে খেলতে না যাওয়ায় আরও ৩৮ কোটি টাকা পাচ্ছে মহসিন নকভির নেতৃত্বাধীন বোর্ড।

আইসিসি জানিয়েছে, ভারতের ম্যাচগুলি অন্য দেশে হবে। কোন দেশে হবে তা অবশ্য এখনও ঘোষণা করা হয়নি। তবে যে দেশেই হোক, সেখানে খেলা আয়োজনে খরচ হবে। যেহেতু পাকিস্তান আয়োজক দেশ, তাই সেই টাকা তাদেরই খরচ করতে হবে। সেই কারণে আইসিসির কাছে বাড়তি টাকা পাচ্ছে তারা।

এই কথা জানিয়েছেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার আকাশ চোপড়া। একটি ইউটিউব ভিডিয়োয় তিনি বলেন, তপাকিস্তানের কোনও আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে না। উল্টে এ বার ওদের লাভ হচ্ছে। হাইব্রিড মডেলে রাজি হওয়ায় ওদের মুখরক্ষা হয়েছে। পাশাপাশি আইসিসি ওদের আরও ৩৮ কোটি টাকা দিচ্ছে ভারতের ম্যাচ আয়োজনের জন্য। তবে একটি ক্ষতি ওদের হবে। সেটা পর্যটনে। ভারত পাকিস্তানে খেলতে গেলে ভারত থেকে অনেক সমর্থকও যেতেন। ফলে ওদের পর্যটনে লাভ হত। সেটা হবে না।দ

পাকিস্তানকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়ার পরেই বেঁকে বসেছিল ভারত। বিসিসিআই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল, পাকিস্তানে খেলতে যাবেন না রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা। নিরপেক্ষ কোনও দেশে খেলা আয়োজনের আবেদন জানিয়েছিল তারা। পাকিস্তান প্রথমে এতে রাজি ছিল না। অনেক আলোচনার পরে অবশেষে তারা রাজি হয়। তবে তারা পাল্টা দাবি জানায় যে, ভারতে কোনও আইসিসি প্রতিযোগিতা হলে তারাও এ দেশে আসবে না। নিরপেক্ষ দেশে খেলবে। পাকিস্তানের সেই দাবিও মেনে নিয়েছে আইসিসি। আপাতত ২০২৭ সাল পর্যন্ত দু'দেশ দু'দেশের মাটিতে খেলতে যাবে না।

প্রথমে ঠিক ছিল, নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে নিজেদের ম্যাচ খেলবে ভারত। কিন্তু পাকিস্তানের তাতে আপত্তি রয়েছে। তারা চাইছে, ভারতের ম্যাচগুলি শ্রীলঙ্কাতে হোক। এই সমস্যায় এখনও পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সূচি ঘোষণা করতে পারেনি ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

আম্বেদকর ইস্যু দলিত পড়ুয়াদের জন্য নতুন বৃত্তির ঘোষণা কেজরির

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর: বিআর আম্বেদকরকে নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের 'ফ্যাশন' মন্তব্যে তোলপাড় আবহে এবার ইন্ডিয়ার অন্যতম শরিক আম আদমি পার্টি দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে দলিত পড়ুয়াদের জন্য নতুন বৃত্তির ঘোষণা করল। যার নাম 'ডক্টর অম্বেডকর সম্মান বৃত্তি প্রকল্প'। শনিবার আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানান, সংবিধানের জনককে নিয়ে শাহের অসম্মানজনক মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া হিসাবে 'ডক্টর অম্বেডকর সম্মান বৃত্তি প্রকল্প' চালু করবে আপ। তবে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে দিল্লিতে আপ ক্ষমতায় ফিরলেই এই প্রকল্প চালু হবে।

শনিবার একটি সভায় বক্তৃতা দেওয়ার সময় এই নতুন প্রকল্পের ঘোষণা করেন তিনি। আপ প্রধান জানান, যে সব দলিত পড়ুয়া বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চান, তবে তাঁদের পড়াশোনার খরচের বোঝা কমাতে দিল্লি সরকার বৃত্তি দেবে। কেজরিওয়াল বলেন, 'অর্থের অভাবে যাতে না কোনও দলিত পড়ুয়ার পড়াশোনা আটকে যায়, সেটা দেখবে দিল্লি সরকার।'

কেজরিওয়াল তাঁর বক্তৃতার সময় জানান, লন্ডনের এক কলেজে আম্বেদকরের পড়াশোনা অর্থের অভাবে মাঝপথেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারপর তিনি দেশে অর্থ জোগাড় করে আবার ফিরে গিয়ে পড়াশোনা শেষ করেন। তারপরই শাহকে আক্রমণ করে দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জানান, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আম্বেদকরের কোটি কোটি অনুগামীর ভাবাবেগে আঘাত করেছেন। কেজরিওয়াল বলেন, 'স্বাধীন ভারতে কেউ কল্পনা করতেও পারেননি, সংসদে আম্বেদকরকে ব্যঙ্গ করবেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অসম্মানজনক মন্তব্যের জবাবে আমি এই প্রকল্পের ঘোষণা করছি।' মঙ্গলবার রাজ্যসভায় সংবিধানের ৭৫ বছর নিয়ে বিতর্কের শেষে জবাবি বক্তৃতায় শাহ বলেন, 'এখন একটা ফ্যাশন হয়েছে, আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর...। এত বার ভগবানের নাম নিলে সাত জন্ম পর্যন্ত স্বর্গ লাভ হত।' বুধবার থেকেই শাহের বিরুদ্ধে অবমাননার অভিযোগ তুলে সরব কংগ্রেস কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ইস্তফার দাবিতে বৃহস্পতিবার দেশব্যাপী ধর্না বিক্ষোভের ডাক দেয়। পাশাপাশি, শাহের বিরুদ্ধে রাজ্যসভায় স্বাধিকারভঙ্গের নোটিস দিয়েছে তৃণমূল। এবার শাহের মন্তব্যের প্রতিবাদে নতুন প্রকল্পের ঘোষণা কেজরির।

সরকারি কর্তার গাড়ির ধাক্কা, ৩০ কিমি হিঁচড়ে নিতেই মৃত্যু বাইকচালকের

লখনউ, ২১ ডিসেম্বর: উত্তরপ্রদেশের এক সরকারি কর্তার গাড়ি এক বাইকচালককে ধাক্কা মারার পর ৩০ কিলোমিটার টেনে নিয়ে যায়। তাতেই মৃত্যু হয় বাইকচালকের। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে বহরাইচের কাছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম নরেন্দ্রকুমার হালদার। প্রয়াগপুরের বাসিন্দা নরেন্দ্র বৃহস্পতিবার রাতে কাজ সেরে নানপারা-বহরাইচ সড়ক ধরে বাড়িতে ফেরার পথে রাজস্ব দপ্তরের এক কর্তার গাড়ি নরেন্দ্রর বাইকে সজোরে ধাক্কা মারে। সেই ধাক্কায় নরেন্দ্র সহ বাইকটি গাড়ির সামনে আটকে যায়। ওই অবস্থাতেই চালক গাড়ি না থামিয়ে আরও গতি বাড়িয়ে দেন। ৩০ কিলোমিটার ও ভাবে নরেন্দ্র এবং তাঁর বাইকটিকে হিঁচড়ে নিয়ে যান চালক। আর তাতেই মৃত্যু হয় নরেন্দ্রর।

প্রাথমিক ভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে, দুর্ঘটনার সময় রাজস্ব দপ্তরের কর্তা শৈলেশকুমার অবস্থি গাড়িতেই ছিলেন। জেলাশাসক মণিকা রানি জানিয়েছেন, ওই সরকারি কর্তার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হচ্ছে। গাড়িচালক মেরাজ আহমেদকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সংসারের একমাত্র উপার্জনকারী নরেন্দ্রর মৃত্যুর খবরে ভেঙে পড়েছে গোটা পরিবার। নরেন্দ্র তিন সন্তান রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, যে রাস্তায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেই রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জয়পুরে দুর্ঘটনায় মৃত বেড়ে ১৪, সুপ্রিম রিপোর্ট তলব

জয়পুর, ২১ ডিসেম্বর: রাজস্থানের জয়পুরে সিএনজি ট্যাঙ্কার দুর্ঘটনা এবং বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৪। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি ৩০ জন। এই দুর্ঘটনা কী ভাবে ঘটল, রাজ্যের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছে সুপ্রিম কোর্ট। ২০ জানুয়ারির মধ্যে সেই রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

ইতিমধ্যেই এই দুর্ঘটনার তদন্তে উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করেছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি মৃত এবং আহতদের পরিবারের জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণও ঘোষণা করা হয়েছে। মৃতদের পরিবারের জন্য ৫ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারও মৃতদের পরিবারের জন্য আলাদা ভাবে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে।

স্থানীয়দের দাবি, রাসায়নিক ভর্তি কয়েকটি ট্যাঙ্কার এবং তেলের ট্যাঙ্কারে বিস্ফোরণ হওয়ায় বাতাসে রাসায়নিক মিশেছে। অনেকেরই চোখজ্বালা, শ্বাসকষ্টের মতো উপসর্গ দেখা দিয়েছে।

এমনকি বিস্ফোরণের তীব্রতা এবং আগুনের হলকা এতটাই উঁচুতে উঠেছিল যে, বেশ কিছু পাখি মারা গিয়েছে। ট্রেলার, ট্রাক, কন্টেনার, পিকআপ ভ্যান, মোটরবাইক, অটোরিকশা, সাতটি গাড়ি এবং দু'টি বাস মিলিয়ে ৪০টি গাড়ি আগুনে পুড়ে গিয়েছে।

শুক্রবার জয়পুর-অজমের হাইওয়ের ধারে একটি পেট্রল পাম্পের কাছে দাঁড় করানো একটি সিএনজি ট্যাঙ্কারে ধাক্কা মারে এলপিজিবোঝাই ট্রাক। সেই সংঘর্ষে সিএনজি ট্যাঙ্কার লিক হয়ে যায়। তারপরই আগুন ধরে গিয়ে বিস্ফোরণ হয়। সেই বিস্ফোরণের তীব্রতা ৩০০ মিটার জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ায় পরপর অনেক গাড়ি জ্বলে গিয়েছে। অনেকে গাড়ি থেকে বেরনোর সুযোগই পাননি। ঝলসে মৃত্যু হয়েছে তাঁদের।

মুম্বইয়ে লঞ্চডুবির তিনদিন নিখোঁজ কিশোর-দেহ উদ্ধার

মুম্বই, ২১ ডিসেম্বর: মুম্বইয়ে এলিফ্যান্টা গুহার কাছে লঞ্চডুবির তিন দিন পর মিলল নিখোঁজ কিশোরের দেহ। বুধবার বিকেলে নৌসেনার একটি স্পিডবোটের ধাক্কায় যাত্রিবাহী লঞ্চে দুর্ঘটনার পর থেকে খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না জোহান মহম্মদ নিসার আহমেদ পাঠান নামে এক কিশোরের। তিনদিন ধরে অভিযানের পরে শনিবার সকালে সাত বছরের ওই কিশোরের দেহ উদ্ধার করে নৌসেনার একটি দল। এই নিয়ে লঞ্চডুবির ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হল ১৫।

উল্লেখ্য, বুধবার যাত্রিবাহী লঞ্চ এবং নৌসেনার স্পিডবোট মিলিয়ে ১১৩ জন যাত্রী দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন। তার মধ্যে ৯৮ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। যাদের মধ্যে দু'জন আহত অবস্থায় ভর্তি রয়েছেন হাসপাতালে। বাকি নিখোঁজ দুই যাত্রী মধ্যে বৃহস্পতিবার একজনের দেহ উদ্ধার করা হয়। এরপর শনিবার পাওয়া যায় কিশোরের দেহও।

নৌসেনার তরফে জানানো হয়, ওই স্পিডবোটটির ইঞ্জিন পরীক্ষা করা হচ্ছিল। সেই সময়েই 'নীলকমল' নামে একটি যাত্রিবাহী লঞ্চে ধাক্কা মারে নৌসেনার স্পিডবোটটি। দুর্ঘটনার সময়ে স্পিডবোটটিতে ছ'জন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দু'জনকে জীবিত উদ্ধার করা গিয়েছে। কী ভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত করছে মুম্বই পুলিশ। পাশাপাশি নৌসেনা তরফেও একটি অভ্যন্তরীণ তদন্তকারী বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

ওই লঞ্চটির ৬ জন কর্মী এবং ৮৪ জন যাত্রীকে বহন করার অনুমতি থাকা সত্ত্বেও, শতাধিক যাত্রী নিয়ে গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া থেকে এলিফ্যান্টা গুহার দিকে রওনা দিয়েছিল। দুর্ঘটনার পর ওই লঞ্চের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, স্পিডবোটের থ্রটলে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। ফলে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। তার পরই সেটি সোজা গিয়ে ধাক্কা মারে যাত্রীবোঝাই লঞ্চে। সে ক্ষেত্রে কেন ব্যস্ত সময়ে স্পিডবোটের ইঞ্জিন পরীক্ষা করা হচ্ছিল, সে বিষয়েও নৌসেনার কাছে জবাব তলব করেছে মুম্বই পুলিশ। ওই লঞ্চে ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি যাত্রী তোলা হয়েছিল কি না, যাত্রীদের লাইফজ্যাকেট দেওয়া হয়েছিল কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পরকীয়া সন্দেহে মহিলাকে বিবস্ত্র করে মারে অভিযুক্ত শ্বশুরবাড়ি

ভোপাল, ২১ ডিসেম্বর: পরকীয়া সন্দেহে এক মহিলাকে বিবস্ত্র করে রাতভর মারধরের অভিযোগ উঠল স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে। মহিলার যৌনাঙ্গে লঙ্কার গুঁড়ো দেওয়া এবং লোহার রডও ঢোকানো হয় বলে অভিযোগ। তারপর তাঁকে জোর করে তুলে রাস্তার ধারে অচৈতন্য অবস্থায় ফেলে রেখে আসেন শ্বশুরবাড়ির লোকজন। ঘটনাটি মধ্যপ্রদেশের রাজগড়ের।

পুলিশ সূত্রে খবর, মহিলা একজন আশাকর্মী। গত ১৩ ডিসেম্বর প্রতিবেশী এক যুবক বাড়িতে ইস্ত্রি চাইতে এসে মহিলাকে যৌন হেনস্থা করার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। আর তার থেকেই মহিলার ওই যুবকের সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে বলে স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকেদের সন্দেহ হওয়ায় তাঁর ওপর অত্যাচারের অভিযোগ ওঠে।

নির্যাতিতার অভিযোগ, তাঁকে সারারাত ধরে মারধর করেন শ্বশুর, শাশুড়ি, ননদ এবং স্বামী। লোহার রড গরম করে ছ্যাঁকা দেওয়া হয়। অত্যাচারের জেরে অচৈতন্য হতেই তাঁকে তুলে গুনা জেলায় গোপীসাগর বাঁধের কাছে ফেলে দিয়ে আসেন শ্বশুরবাড়ির লোকেরা।

এক ব্যক্তি মহিলাকে আহত অবস্থায় দেখে পুলিশে খবর দিতে তারা এসে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকরা গ্রেপ্তার হয়েছে।

e-Tender

Following E-tender are here by invited on behalf of Prodhan, Bahirgachi GP, Post- Hat Bahirgachi Dist- Nadia vide **NIT NO-14(e)/BGP/SBM/ 2024-25 dated-21/12/2024 .**

Last date of bid submission: **28/12/2024**. Details information is available in **www.etender.wb.nic.in**

Sd/- Pradhan
Bahirgachi Gram Panchayet

ব্রাজিলে ট্রাক ও বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু ২২ জনের, আহত ১৩

ব্রাসিলিয়া, ২১ ডিসেম্বর: ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা দক্ষিণ আফ্রিকার দেশ ব্রাজিলে। শনিবার দক্ষিণ ব্রাজিলের মিনাস গেরাইসে অঞ্চলে ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে আগুন লাগল বাসে। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২২ জনের। পাশাপাশি আহত হয়েছেন আরও ১৩ জন। শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, সাও পাওলো থেকে ৪৫ জন যাত্রী নিয়ে এদিন রওনা দিয়েছিল বাসটি। হাইওয়ে দিয়ে যাওয়ার সময় মিনাস গেরাইসে এলাকায় হঠাৎ বাসটির টায়ার ফেটে যায়। যার জেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে উলটো দিক থেকে আসা একটি গাড়িকে ধাক্কা মারে বাসটি। এর পর ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে সেটির। সঙ্গে সঙ্গে আগুন লেগে যায় বাসে। দুর্ঘটনার জেরে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ২২ জনের। প্রথমে যে গাড়িটির সঙ্গে বাসটির সংঘর্ষ হয় সেই গাড়িতে থাকা তিন জন গুরুতর জখম হয়েছেন। এছাড়াও বাসে থাকা বাকি যাত্রীরাও আহত হয়েছেন। সব মিলিয়ে আহতের সংখ্যা ১৩।

দুর্ঘটনার খবর দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় পুলিশ ও ফায়ার ব্রিগেড। জ্বলন্ত বাসের আগুন নিভিয়ে আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী তেওফিলো ওটিনি শহরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দমকলের দাবি, বাসের মধ্যে অগ্নিকাণ্ডের জেরে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেননি আহত যাত্রীরা। যার জেরে হতাহতের পরিমাণ বাড়ে। আহতদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসন।

Office of the Municipal Councilors
Bhadreswar Municipality
G.T. Road, P.O.+P.S.- Bhadreswar, Dist.- Hooghly

Memo No. 6429 **Dated, Bhadreswar, 21st December, 2024**

CORRIGENDUM

Due to unavoidable circumstances **E-Tender No. BM/PWD/e-NIT/6108 (1st Call)** and **Tender ID : 2024_MAD_778833_1** at present TIA of Bhadreswar Municipality decided to exted the bid submission date to **30/12/2024 up to 5.00 p.m.** for maturing the tender clearly and technical bid opening date **02/01/2025 at 2.00 p.m.**

Sd/-,
Chairman
Bhadreswar Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন নবপ্রভাত

রবিবার • ২২ ডিসেম্বর ২০২৪ • পেজ ৮

শীত এসে গেছে, সুপর্ণা

সুপ্রিয় দেবরায়

তিনি এসে গেছেন। বেশ জমিয়েই এসেছেন। বুঝতে পারলাম যখন গায়ে শাল জড়িয়ে ধূমায়িত চায়ের পেয়ালার আশায়; উঠোনের যেখানে সকালের একফালি মিঠে রোদ্দুর এসে হামাগুড়ি দেয়, দেখি বেতের চেয়ারে গিন্নি বসে নেই, নেই ধোঁয়াওঠা চায়ের পেয়ালাও। এদিক-ওদিক তাকাতেই গিন্নির হাঁক, 'সদর দরজায় তালা লাগিয়ে চলে এসো গাড়িতে। জ্যাকেট'টা পরে নিও আর মাথায় টুপি।' চালকের আসনে বসে গিন্নি। গ্যারেজ থেকে আই-২০ বের করতে ব্যস্ত। গ্যারেজের অ্যাসবেস্টসের চালে নজর কাড়ে শিশিরের জলতরঙ্গ। আবার কানে আসে জলতরঙ্গের মতো গিন্নির সুরেলা কণ্ঠস্বর, 'বুঝলে, মাটির ভাঁড়ে মুড়ে থাকা দুই তালুতে অজানা এক খুশির জোয়ার আসে এই জমিয়ে পড়া ঠাণ্ডাতেই। চলো টাপরি'তে (চায়ের ঠেক)। মাটির খুরি থেকে চায়ে চুমুক দিতে দিতেই, তোমার সেই কলেজ বান্ধবী সুপর্ণাকেও জানিয়ে দেবে, শীত এসে গেছে। ভাস্কর চক্রবর্তীকে যেন জানিয়ে দেয়, এবার পারবে সে তিনমাস ঘুমিয়ে থাকতে, প্রতি সন্ধ্যায়। তবে আজকাল শীতের মনমেজাজ, চলনগমন বোঝা সত্যিই দুঃসাধ্য! শীত মানেই চট, হুট আর দুম। চট করে আসে, হুট করে বেড়ে যায় আর চলে যায় দুম করে। যেন মাসখানেকের অতিথি। বড্ড খামখেয়ালি যে সে!' শহর ছাড়িয়ে একটু যেতেই বিস্তৃত ফুলকপিখেত। ফাঁকে ফাঁকে বেগুনের চাষ। ছোট ছোট গাছ থেকে ঝুলে আছে তারা। চোখে পড়ে ছোট ছোট নধর পালং শাকের পাতা কিংবা মাচা থেকে ঝুলে থাকা গোল লাউ। হলুদ সর্ষে এখনও তার ইন্দ্রজাল রচনা শুরু না করলেও, আরও এগিয়ে দেখতে পাওয়া যায় সোনা ঝরানো ধানের খেত। ফসলের ভারে দাঁড়িয়ে আছে মাথা নীচু করে একজন জ্ঞানী মানুষের ন্যায়।

দু'দিন পূর্বেই সকালে চায়ের টেবিলে বসে গিন্নি জানিয়েছিল, 'আজ সকালে উঠে দেখি সাদা বস্তুটা নারকেল তেলের শিশিতে, মানে শীত এসে গেছে। এই হল উপযুক্ত সময় আলমারির ওয়ারড্রবের অন্ধকার কুঠুরি থেকে মোটা সুতির চাদর, সোয়েটার, মাফলার, টুপি আর বক্স খাটের ড্রয়ার খুলে কম্বল, লেপ টেনে বের করার।' তাদের গায়ে ছড়িয়ে থাকে ন্যাপথলিনের গন্ধ , মিশে থাকে তাদের ওমে গত শীতের পরশ। মেলে দেওয়া হয় তাদের উঠোনে চেয়ার পেতে, একটু যে সেঁকে নিতে হয় তাদের শরীর আমাদের গায়ে স্নেহের উষ্ণতা ছড়ানোর আগে। সঙ্গে অবশ্য গিন্নির সতর্কবাণী, বিছানা ছেড়েই যেন গায়ে চড়াই সোয়েটার আর মাথাতে টুপি। তা নাহলেই নাক সুড়সুড় আর গলা খুকখুক করে দেবে এই মনোরম শীতের আগমনটিকে আন-রোমান্টিক।

এই তো কিছুদিন আগে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি, যখন মাথার উপরে বন্ বন্ করে না হলেও ফ্যান ঘুরছিল, মনে হচ্ছিল শীত বেশ অভিমান ভরেই আমাদের থেকে দূরে সরে রয়েছে; ঠিক তার কদিন পরেই রোদ্দুরের ছ্যাঁকা লাগানো তেজ কমতে কমতে যখন বেশ আরামদায়ক হয়ে উঠছিল আর বিকেলটা আস্তে আস্তে ছোট হতে হতে ঝুপ করে সন্ধেটা শুরুর জানান দিয়েছিল আশেপাশের ঘর থেকে ভেসে আসা শঙ্খ ও উলুধ্বনির আওয়াজে, কবজি উল্টিয়ে তখন দেখতে পাই ঘড়ির কাঁটা সবে পেরিয়েছে সাড়ে পাঁচটার দাগ। তাহলে কি শীত এসে গেল? লক্ষ্য করি আমলকীর ডালে ডালে হালকা শিরশিরানির কাঁপন তুলে শীত নেমে আসছে। অমনি খুশিতে আনচান করে ওঠে মন।

আমাদের শৈশবকালে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়ে যেত ডিসেম্বরের প্রথমদিকেই, আর তারপরেই আমাদের অফুরান আনন্দ , ক্রিকেট, ডাংগুলি, বনভোজন, শুধু খেলা খেলা আর খেলা। আর জমিয়ে রাখা গল্পের বইগুলি গোগ্রাসে গেলা। শিউলি গাছের তলায় মোলায়েম হলুদ রোদ পিঠে লাগিয়ে জমায়েত আমরা ভাই-বোনেরা কাকুকে ঘিরে। সামনে রাখা গাছির পেরে আনা মাটির কলসি ভরা খেজুর রস। আর ঠকঠক করে কাঁপা আমাদের, খেজুর রসে চুমুক দেওয়ার সময়। একটু বেলা হলেই বাতাসে ভেসে আসত মিষ্টি মাদক গন্ধ। নলেন গুড়ের ম-ম করা সুবাস আজও যে জড়িয়ে আছে শীতকালের স্মৃতির সঙ্গে। খেজুরের রস জ্বাল যেন জানান দিত আর কিছুদিন পরই পিঠে-পুলি-পায়েসের উৎসব। মাচার ওপর লতানো শিম, বরবটি গাছের গায়ে ঝরে পড়া শিশির-কণা। কুয়াশার আস্তরণ ভেদ করে সোনালি সূর্যের কিরণে দেখাত যেন কয়েকটি মুক্তোর ডানা। দুপুরে পুকুরের ঠাণ্ডা জলে হি হি করে কেঁপে ডুবকি লাগালেও পারত না কেউ জল থেকে তুলতে সহজে। শীতের ছোট্ট দুপুরে উঠোনে মাদুর বিছিয়ে সোনা-রঙের রোদ্দুর গায়ে লাগিয়ে খেলতাম লুডো, ক্যারাম, তাস মিলান্তি। কানে আসত ক্রিকেটের ধারাবিবরণী। তখন বোধহয় ক্রিকেট খেলাটা শীতকালেই হতো। জানুয়ারিতে নতুন ক্লাস, নতুন বই, নেই কোনো পড়ার চাপ। নতুন বইয়ের পাতা উল্টিয়ে আঙুল বোলানো আর তার সাথে নাকের কাছে এনে সুঘ্রাণের অনুভূতি। গায়ে মায়ের হাতে বোনা নতুন সোয়েটার। মন খুশিতে ডগমগ, আসছে সরস্বতী পুজো। আমাদের সময় সরস্বতী পুজোর দিনটিই ছিল মন-হৃদয় দেয়া-নেওয়ার সময়। তখন তো আর ভ্যালেন্টাইন ডে কী জানতাম না, সরস্বতী পুজোর দিনটিই ছিল আমাদের কাছে ভ্যালেন্টাইন ডে।

আমাদের দেশে যে ছয়টি ঋতু আছে, সেগুলো এতটাই বৈচিত্র্যপূর্ণ যে তাদের নামগুলিই মনে করিয়ে দেয় তাদের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি। গ্রীষ্মের উত্তপ্ত সূর্যের তাপ, বর্ষার বারিধারা, শরতের শিউলি আর কাশফুল, হেমন্তে কৃষকের গোলাভরা নতুন ধান, বসন্তে কোকিলের কুহু কুহু ডাক , মনে করিয়ে দেয় শীতকাল মানেই লেপ-কম্বলের ওম্ , খেজুরের রস, নলেন গুড়, পিঠে-পায়েস, চড়ুইভাতি, আরও কত কী!

শীতের প্রকোপে ঠাণ্ডা-হিম শীতল বাতাস, সকালে কুয়াশার আস্তরণের জাল, অলস দুপুরে লেপের নিচে হাঁটু মুড়ে শুয়ে থাকা মনে করিয়ে দেয় আজও ১৯৭১ সালে ভাস্কর চক্রবর্তী রচিত কবিতাটি, 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা, আমি তিন মাস ঘুমিয়ে থাকব , প্রতি সন্ধ্যায়'। শীতকাল যে আলসেমির ঋতু, ঘুমিয়ে থাকার মাস। তবে সকালের আলসেমি কাটাতে দ্বিতীয় চায়ের আশা মনের গহীনে দাবিয়ে রেখেই ছুটতে হয় থলি হাতে বাজারের উদ্দেশে। নাহলে যে জুটবে না দুপুরের পাতে কই মাছ দিয়ে ফুলকপির ঝোল কিম্বা চিংড়ি দিয়ে লাউ অথবা বাঁধাকপির ঘণ্ট। আর গিন্নি নতুন আলু-বেগুন-শিম-মুলো-বড়ি দিয়ে পাঁচমিশালি চচ্চড়ি'টা যা বানায় , আহা! একটু বেলার দিকে দ্বিতীয় প্রস্থ চায়ের সাথে গরম মুড়ি আর মিষ্টি কুমড়ো কিংবা বক ফুলের বড়া। শীতকাল যেন অলসতার সাথে সাথে নিয়ে আসে বাজার করা আর খাওয়ার সুখ। তাই যে যাই বলুক শীতে মনখারাপ, আলসেমি স্থায়ী হয় না বলেই আমার বিশ্বাস।

ছোটবেলায় কোথাও পড়েছিলাম, 'শীত যবে আসে দোরে, বসন্ত কি থাকে দূরে?' ভাবতাম, শীত মানে কি খারাপ সময়, দুঃখের সময়! এটা কি করে হয়? কারণ শৈশবে, কৈশোরে শীতকালটা সব দিক দিয়েই প্রচণ্ড আনন্দের সময় ছিল। এখনও তাই। তাই সব অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে উৎফুল্ল মনে জানাই, সুপর্ণা, শীত কবে আসবে নয়, শীত এসেছে।

উপলব্ধি

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

'এই শুভময় তুমি একটু বাইরে যাও তো। সমস্ত গেস্টরা এসে গেছে। দেখো গিয়ে তোমার কালিগড়াও এসেছে। ওদেরকে ভেতরে নিয়ে এসো'

স্ত্রী পারমিতার কথা শুনে শুভময় ব্যস্তবিস হয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে যায় গেস্টদের কে আপ্যায়ন করতে।

শুভময় আর পারমিতার একমাত্র ছেলে শ্রীজিতের প্রথম পাঁচ বছরের জন্মদিন। নিজেদের ফ্ল্যাটেই শুভময়রা তাই ধুমধাম করে ছেলের জন্মদিনের অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে।। সমস্ত ফ্ল্যাটটা সেজে উঠেছে ফুল রংবেরঙের কাগজ আর বেলুনের বাহারে।

শুভময় তার গেস্টও কলিগদের আপ্যায়ন করে ভেতরে নিয়ে এলো। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আরও নিমন্ত্রিতদের আগমন হল। ফ্ল্যাটটা ভরে উঠলো হইচই আনন্দ আর কোলাহলে।

সকল অতিথিরাই শ্রীজিতকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে তার হাতে বিভিন্ন দামি দামি গিফট তুলে দিচ্ছে। শ্রীজিত সেগুলো কে ধন্যবাদ সহ অত্যন্ত আনন্দের সাথে গ্রহণ করে একটা জায়গায় গুছিয়ে রাখছে।

খানিক্ষণ পরেই পারমিতার সাথে শুভময়দের বাড়ির কাজের লোকটা একটা বড় ট্রে এর মধ্যে কফির গ্লাস ও চিকেন পাকোড়া নিয়ে সকলকে পরিবেশন করতে লাগলো। সন্ধ্যেটা জমে উঠলো।

অতিথিদের সাথে শুভময় কথাবার্তাতে মেতে উঠেছিল এমন সময় পারমিতা তাকে ডাকলো

শুভময় উঠে পারমিতার কাছে যেতেই, পারমিতা বলল

'ইট ইজ এইট পি এম নাও শুভময়। চলো এবার শ্রীজিতের বার্থডে কেকটা কেটে ফেলি। সবাই তো ওয়েট করছে কেক কাটার জন্য।'

'দাঁড়াও আগে মা আসুক। মা না হলে হবে কি করে? ঠাকুমার থেকে শ্রীজিত আশীর্বাদ নেবে না। আমার ড্রাইভারকে তো মাকে আনতে পাঠিয়েছি।'

'আরে মা কখন আসবে তার জন্য বসে থাকবো নাকি কোন দরকার নেই। কেকটা এখনই কেটে নাও। তোমার মা যখন আসবে তখন তোমার মাকে একটু কেক আমি দিয়ে দেবো'।

'একটু দাড়াও পারমিতা মা হয়তো আর আধ ঘন্টার মধ্যে চলে আসবে।'

নাছোড়বান্দা হয়ে ওঠে পারমিতা,

'না আর দাঁড়াতে হবে না আমি তোমাকে বলছি চলো বাইরে সকালে ওয়েট করছে কেকটা কেটে ফেলি।

শুভময় এর গাড়ির ড্রাইভার শুভময় এর মা সুমিতা দেবী কে আনতে গিয়েছে। শুভময়ের মা আর বাবা ওদের নিজেদের বাড়িতে থাকে। বিয়ের আগে শুভময় ওদের নিজেদের বাড়িতে বাবা মায়ের সাথেই থাকতো কিন্তু বিয়ের পর পারমিতার আবদার মেটাতে শুভময় এই ফ্ল্যাটটা কিনেছে। শুভময় বারবার বলেছিল যে মা বাবাও এই ফ্ল্যাটে থাকবে। কিন্তু পারমিতা সাফ জানিয়ে দিয়েছিল বাবা মার সাথে ওই ফ্ল্যাটে থাকবে না। শুভময় কেও মেনে নিতে হয়েছিল পারমিতার দাবি।

এখানে চলে আসার পরপরই হঠাৎ শুভময়ের বাবা হার্ট এটাকে মারা যায় তারপর থেকে সুমিতা দেবী একেবারে একলা হয়ে যায়। শুভময় মাঝে মাঝে গিয়ে তার মাকে দেখে আসে। এইভাবেই কেটে যাচ্ছে জীবন। আজকের অনুষ্ঠানে অতিথিদের লিস্ট যখন শুভময় বানাচ্ছিল তখন সেই লিস্টে সুমিতা দেবীর নাম দেখে রীতিমতো চমকে উঠেছিল পারমিতা, বলেছিল,

'হ্যাভ ইউ গণ ম্যাড শুভময়? তুমি মাকেও ইনভাইট করবে এই পার্টিতে!'

'হ্যাঁ কেন নাতির জন্মদিনে তার ঠাকুমা থাকবে না?'

'না থাকবে না শুভময়। তুমি তো জানো মা একটু সেকেলে কালচারের। তাই এই মডার্ন কালচারের আমাদের রিলেটিভ ও গেস্টদের সাথে মাকে একদম মানাবে না। আমরা ঠিকঠাক পরিচয় দিতে পারব? লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যাবে না?দ তকিন্তু মাকে তো আমি বারন করতে পারবো না। তুমি প্লিজ ওইদিন একটু এডজাস্ট করে নিও নাতির জন্মদিনে আমার মা যদি না আসতে পারে তাহলে মায়ের মনে দুঃখ হবে। তাছাড়া মা শ্রীজিতকে খুব ভালোবাসে।'

অগত্যা শুভময় এর অবিরাম জোড়াজড়ির ঠেলায় পারমিতা রাজি হল তার শাশুড়িকে নিমন্ত্রণ করতে।

সবাই মিলে হই হই করে কেক কাটার পর্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পরেই দরজার বাইরে বেজে উঠল কলিংবেল।

শুভময়, বলল ওই বোধহয় মা এসে গেছে চাই দরজাটা খুলে দিয়ে আসি।

পারমিতা শুভময় কি যেতে না দিয়ে সেখানে উপস্থিত বাড়ির কাজের মেয়ে মিনতিকে দরজা খুলতে পাঠালো। মিনতি গিয়ে দরজা খুলে সুমিতা দেবীকে ভেতরে নিয়ে এলেন।

পারমিতা সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে বললেন,

'মা আপনি আমাদের ঘরে চলুন ওখানে গিয়ে বসবেন বয়স হয়েছে এত হইচই বা ভিড় আপনার ভালো লাগবে না'।

শাশুড়িকে নিজেদের ঘরে বসিয়ে বাইরে এসে আবার হৈ-হুল্লোড়ে মেতে উঠলো পারমিতা। হইহুল্লোড় শেষে

ডাইনিং রুমে সকল গেস্টদের ডিনার সার্ভ করে, শুভময় বলল, যাও এবার মাকে খেতে দিয়ে দাও মাকে তো আবার ড্রাইভার দিয়ে আসবে বাড়িতে। শ্রীজিত যাও গিয়ে তুমি ঠাকুমাকে প্রণাম করে এসো'।

পারমিতা আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে শুভময়ের হাতে একটা চিমটি কাটলো তারপর শুভম এর কানে কানে ফিসফিসিয়ে বলল,

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে এখন আর প্রণাম টনাম চলে না। এগুলো সব অবসলেট হয়ে গেছে। সমস্ত গেস্টরা দাঁড়িয়ে আছে এখানে। তারা যদি দেখতে পায় হাসাহাসি করবে। শ্রীজিত যাও তুমি গিয়ে দেখো তোমার ফ্রেন্ডসদের আর কিছু লাগবে কিনা।'

বার্থডে পার্টি শেষে সমস্ত গেস্ট চলে যাওয়ার পর রাতে শুভময় বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে এসে বেডরুমে ঢুকে দেখল বিছানার পাশে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে চেয়ারে বসে পারমিতা গলা থেকে সমস্ত গয়নাগাটি খুলে রাখছে আর বিছানায় বসে গেস্টদের দেওয়া সমস্ত গিফটগুলোর রেপার খুলে কে কি গিফট দিয়েছে সেটা দেখায় মেতে আছে।

'মাকে ঠিকঠাক খাবার দিয়েছিলে তো পারমিতা'

হ্যাঁ

'মা কি নিয়ে এসেছিল?'

'ওই এক বাক্স মিষ্টি আর সৃজিতের জন্য একটা গিফট নিয়ে এসেছিল'

'মিষ্টিটা তুমি ফ্রিজে রেখে দিয়েছো তো?'

মিষ্টির বাক্সটা আমি মিনতির হাতে দিয়ে দিয়েছি। ও বাড়ি নিয়ে চলে গেছে ওটা। ওই মিষ্টি গুলো প্রচন্ড সস্তার মিষ্টি। একেবারে আনহাইজিনিক। ওগুলো খেলে শরীর খারাপ করবে তাই আমি ওগুলো মিনতিকে দিয়ে দিয়েছি। মিনতি মিষ্টিগুলো আনন্দ করে খাবে'।

শুভময় আর কোন বাক্য ব্যয় না করে শোয়ার জন্য বিছানায় গিয়ে উঠলো,

বিছানায় শ্রীজিত একটার পর একটা গিফটের প্যাকেট খুলে বার করে দেখছে কেউ দিয়েছে দামি টেডি বিয়ার কেউ দিয়েছে রিমোট কন্ট্রোল গাড়ি কেউ দিয়েছে ইলেকট্রনিক ভিডিও গেম আরো কত কি।

আস্তে আস্তে শুভময়ের চোখে ঘুম নেমে এলো আর সে ঘুমিয়ে পরবার ঠিক আগের মুহূর্তেই আধো আধো চোখে লক্ষ্য করল সৃজিত তার ঠাকুমার দেওয়া খেলনাটা হাতে ধরে বলছে মাই খেলনাটা খুব কম দামি মা। এটা একটা ঝুমঝুমি। আমার মোটেও পছন্দ নয়। আমি ফেলে দিচ্ছি। এই কথাটা বলে জানলা দিয়ে সে নিচের ডাস্টবিনে খেলনাটা ফেলে দিল। শুভময় দেখল পারমিতা নির্বিবাদী, নিরুত্তাপ হয়ে সমস্ত ব্যাপারটা শুধুমাত্র দেখে গেল।

সকালবেলায় অফিস অফিসে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে শুভময় দেখতে পেল বাড়ির সামনে যে ময়লার ভ্যাটটা রয়েছে সেই ভ্যাটে একটি ছেলে ফেলে দেওয়া খেলনাটা তুলে দুচোখ ভরে দেখছে। ছেলেটি একটি গরিব ভিখিরির ছেলে দেখলেই মনে হয় পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। ছেলেটি এক হাতে রয়েছে একটা বস্তা। বস্তায় সম্ভবত রাস্তায় ফেলে যাওয়া জিনিস কুড়িয়ে বেড়ায়। ঝুমঝুমি টা পেয়ে ছেলেটির দু চোখ আনন্দে ভরে গেল। দূর থেকেও শুভময় দেখতে পেল ছেলেটির দু চোখ জলে ভরে উঠেছে। খুব আদরে ছেলেটি খেলনাটা নিয়ে নিজের বুকে ঠেকালো তারপর নিজের বস্তাটার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলো।

মনটা হু হু করে উঠলো শুভময়ের । জিনিসের বিচার এখন কেবল দাম দিয়েই হয়। সেই দামের মধ্যে কি ভালবাসার আদেও থাকে। দামি খেলনা বা দামি উপহারের মধ্যেই কি সত্যি ভালোবাসা লুকিয়ে থাকে। এই ছেলেটার কাছে শ্রীজিতের ফেলে দেওয়া শুভময়ের মায়ের খেলনাটা মূল্যই অনেক অনেক বেশি। কারণ এই ছেলেটা এই সামান্য খেলনা টুকুর কদর করতে জানে। ওকে এই সামান্য ঝুমঝুমি টুকু কিনে দেওয়ার মত কেউ লোক নেই। ওদের সামর্থ্যও নেই। তাই সামান্য খেলনা টুকুর মূল্য ওই ছেলেটার কাছে অনেক।

শুভময়ের মনে পড়ে গেল শুভময় এর বাবা-মায়ের তার প্রতি করা সমস্ত কর্তব্য স্নেহ ভালবাসার কথা। শুভময় এর বাবা মা গরিব ছিল খুব একটা অর্থ সুখ পায়নি তারা। শুভময়ই নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে অর্থ কষ্ট দূর করেছে তবে সে অর্থ-কষ্ট দূর করেছে শুধু নিজের। বিয়ে থা করে এই জমকালো ফ্ল্যাটে আছে সে। কিন্তু সত্যিই কি অর্থসুখ থাকলেই সাধারণ সস্তার যে জিনিসগুলো সেগুলোর দাম সত্যিই কমে যায় সত্যিই কি সেগুলো অর্থহীন হয়ে পড়ে। এখন শুভময় বুঝতে পারছে মায়ের আনা ওই মিষ্টির বাক্স আর ওই খেলনাটার মর্ম। শুভময় ছোটবেলায় এই ধরনের খেলনা নিয়েই তো খেলা করেছে শুভময়। অর্থের প্রাচুর্যে দামি গিফটের আধিক্যতায় হারিয়ে গেছে উপহার দেওয়া এই সমস্ত ছোট ছোট স্মৃতি বিজরিত খেলনা গুলির মর্ম। শ্রীজিত শুধুমাত্র দামের মাপকাঠিতে বিচার করেই এই খেলনাটাকে সস্তার খেলনা বলে পরিত্যাগ করেছে। সে বোঝেনি এই সামান্য খেলনাটার মর্ম। সে বুঝিনি যে এই খেলনা লুকিয়ে আছে তার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী স্নেহের ঠাকুমার ভালোবাসা। ঠিক যেমনটা বোঝেনি তার স্ত্রী পারমিতাও।

হঠাৎ একটা বিষয় আচমকা মনে পড়ে যেতেই শুভময় গাড়ি ঘুরিয়ে সোজা তাদের বাড়ির কাজের মেয়ে মিনতির বাড়ি চলে যায়। মিনতির বাড়ি আসতেই মিনতির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়

'আরে দাদা বাবু আপনি আমাদের এখানে আমি তো আপনাদের বাড়িতে যাব বলি বেরোচ্ছিলাম তাই এখানে এসেছেন কেন আপনার কিছু কি দরকার। বৌদিমনি কি পাঠাল আপনাকে এখানে?'

'না আমাকে তোর বৌদি মনি পাঠায়নি। আমার একটা কথা রাখবি জানি এটা বলাটা আমার ঠিক উচিত নয়। তবু তোর কাছে একটা আবদার করব। রাখবি?'

'কি দাদাবাবু?'

'কাল পারমিতা আমার মায়ের যে আনা মিষ্টি গুলো তোকে দিয়েছে ওর মধ্যে একটাও কি মিষ্টি এখনো বেঁচে আছে তোর কাছে।'

'হ্যাঁ আছে তো কালকে রাত্রি বেলা আমরা খেয়েছি এখনো কয়েকটা আছে। কিন্তু কেন বলতো দাদা বাবু। তুমি হঠাৎ মিষ্টির খোঁজ করছ কেন। বৌদি মনি বলল তোমাদের ওই মিষ্টি খাওয়ার কেউ নেই তাই এই মিষ্টিগুলো নিয়ে আসতে।'

'বলছি আমাকে একটা মিষ্টি দিবি। কালকে তোকে বৌদি মনি যে মিষ্টির বাক্সটা দিল ওই বাক্স থেকে একটা মিষ্টি দিবি।'

'কেন দেব না দাদাবাবু? আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি। কিন্তু আপনি কেন ওই বাক্স দেখে মিষ্টি খেতে চাইছেন সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'তোকে পরে সব বলব'।

মিনতি দৌড়ে গিয়ে ঘর থেকে মিষ্টির বাক্সটা নিয়ে এসে সেটা থেকে একটা মিষ্টি বের করে শুভময়ের হাতে দেয়। শুভময় পরম তৃপ্তি সহকারে মিষ্টিটা খেলো।

'আসিরে। অফিসের জন্য লেট হয়ে যাচ্ছে। একটা কথা বলি আমি যে এখন এখানে এসেছিলাম মিষ্টি খেয়েছি এই কথা যেন তোর বৌদি মনি না জানে। বৌদি মনিকে কোন কথা বলবি না কেমন'।

আচ্ছা দাদাবাবু

মিনতির সামনে আবার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল শুভময়। গাড়ি চালাতে চালাতে শুভময়ের দুচোখ জলে ভরে ওঠে। সজল চোখে বির বির করে বলে। সব ঠিক করে দেবো মা। আমি সব ঠিক করে দেবো। জীবনের সাধ যেটা সে পাচ্ছে সেটা নকল। আসল স্বাদ তার চাই। যেটা ছিল তার শৈশবে দিনগুলিতে পুরনো দিনগুলিতে। সেগুলি এখনো আছে তার মায়ের কাছে।

বিভিন্ন পেশায় যুক্ত সেরাদের সংবর্ধিত করল ট্যালি একাডেমী

সম্প্রতি ট্যালি একাডেমীর সেরাদের স্বীকৃতি পুরস্কারের পঞ্চম সংস্করণ ইউনিভার্সিটি ইনিস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বিভিন্ন স্তরের ৩০ জনকে সংবর্ধনা দিয়ে সম্মানিত করে এই সংস্থা। অনুষ্ঠানে অভিনয়, লেখক, সাংবাদিক, শিক্ষা, কর্মউপযোগী শিক্ষা, আইনজীবী, ট্যাক্স পেশাদারদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন স্বনামধন্য অভিনেত্রী লাবণী সরকার, অভিনেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, তাদের হাত থেকে গুণিজনরা অ্যাওয়ার্ড ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। যেসকল গুনিজনরা স্বীকৃতি পেলেন তাদের মধ্যে উল্লেখ্য লেখিকা রানু রায়, সুপ্তা আড্ডি, শাশ্বতী চ্যাটার্জী, লেখক অজয় ভট্টাচার্য, শিল্পী ভোলানাথ সাউ ও মোনি গুইন, শিক্ষক শুভাশিস দাসগুপ্ত, অভিনয়ে জয়দীপ বেরাল ও সম্রাট পাল, আইনজীবী পার্থ সরকার, শিক্ষাজীবী অনন্যা দাস মহাপাত্র, ট্যাক্স প্রফেশানাল সুদীপ মুখার্জী, চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট সুমিত কুমার মেহারিয়া ও ভিমাল মেঘোরিয়া, গগন সোনালিয়া, এম ডি সোনালিয়া জুয়েলার্স ও বি জি ফাউন্ডেশান। অত্যন্ত গুণমানের প্রশিক্ষণ, তরুণ প্রজন্মকে কর্মউপযোগী ও সফলভাবে ট্যালি একাডেমী পরিচালনার জন্য এবছর যেসকল শাখার ডিরেক্টরা অ্যাওয়ার্ড পেলেন, তারা হলেন

তুহিনা মুখার্জী (লিলুয়া), বিশ্বজিৎ চিনি (শ্রীরামপুর) সলিল কোলে (কদমতলা), সুপর্ণ দত্তদুবে (বেহালা), কৃষ্ণেন্দু দত্ত (নিউ আলিপুর), সন্দীপ রায় (শ্যামবাজার), ইন্দ্রমোহন নন্দী (মধ্যমগ্রাম), দিপ্যমান ঘোষ (হাবরা), উত্তম পাত্র (রামনগর)। বেস্ট ফ্যাকাল্টি রিয়া ভট্টাচার্য (নিউ আলিপুর) ও অর্ণব রায় (শ্রীরামপুর)। তরুণ প্রজন্মের কম্পিউটারে প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে ট্যালি একাডেমী নিরলস সচেষ্ট। সংস্থার সিইও শুভঙ্কর রায় জানান ভারতের ১৭ টি রাজ্যে ১২০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। ভারত সরকারের স্কিল ডেভালপমেন্ট এন. এস. ডি. সি. ও বি. এফ. এস. আই. এর পার্টনার হয়েছে ট্যালি একাডেমী, ফলে ভারত সরকারের সার্টিফিকেটও ছাত্র ছাত্রীদের দিতে পারছে। এই সর্টিফিকেট সরকারি ও বেসরকারি পরীক্ষায় গ্রহণযোগ্য। এই পুরস্কার সেই সাফল্যকে উদযাপন ও আগামীদিনে আরো ভাল কাজ করার উৎসাহের উৎসব। সমাজের বিভিন্নস্তরের মানুষদের যুক্ত করা এর উদ্দেশ্য। সেরা স্বীকৃতি অনুষ্ঠানটি গুনিমানুষদের উপস্থিতিতে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একেবারে জমজমাট হয়ে ওঠে। সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিচালনা ও রূপায়নে ছিলেন সংস্থার সিইও শুভঙ্কর রায়, ম্যানেজিং ট্রাস্টি দেবশ্রী রায় ও নাট্যব্যক্তিত্ব ও শিক্ষক প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী ও ট্যাক্স প্রফেশনাল সুদীপ মুখার্জী।